B436P10

I.L.
2 Apl 14
Cat. 436
Reg. 21

h 10

19/8/15

4

রাণী তমালিনী । [**Rani-Tamalini.**—Queen Tamalini (a name). A Bengali version of Shakespeare's Winter's Tale.] Translated by Dhanada Charan Mitra. Pages 1, 3, 194. Published by the translator, 41-2, Banamali Sarkar Street, Calcutta. [24th April, 1914.] 16°. 1st edition. (T.)

Price, Re. 1-4.

ভূমিকা।

মহাকবি সেক্‌সপিয়ার-বিরচিত "উইণ্টার্স টেল" নাটকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইল। নাটকখানি অধিকাংশ স্থলে মূলগ্রন্থের অবিকল অনুবাদ হইলেও ভাষার লালিত্যবিধান ও মূলনাট্যোল্লিখিত রীতি চরিত্রাদি বঙ্গীয় পাঠকের রুচিসম্মত করণাভিপ্রায়ে অনুবাদের স্থানে স্থানে বাক্য ও বিষয় উভয় সম্বন্ধেই সামান্য সামান্য পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। বিদেশীয় কাব্যনাটকাদি রসাত্মক গ্রন্থানুবাদ সম্বন্ধে এরূপ প্রথা অবলম্বন না করিলে অনূদিত গ্রন্থ অনেক সময়ে যে এদেশীয় পাঠকের প্রীতিকর ও বঙ্গীয় সাহিত্যের নিজস্ব বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারেনা বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই তাহা অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। অনুবাদ অবিকল মূলবাক্যানুযায়ী হইলে তাহা বিদেশীয়ভাষা-শিক্ষার্থিগণের নিকট অর্থপুস্তকরূপে আদৃত হইতে পারে, কিন্তু রসাত্মক সাহিত্যসেবনের প্রকৃত ও মূল উদ্দেশ্য শিক্ষাসম্বলিত আনন্দলাভেচ্ছা কখনই সম্পূর্ণরূপে ফলবতী হইতে পারেনা। অনূদিত কাব্যোক্ত ভাব চরিত্র ও বর্ণনাদি অপরিচিত হইলে তাহা যেমন পাঠকের মনে অভিলষিত ভাবোদ্রেকে সমর্থ হয়না, সেইরূপ সেগুলি ধর্ম্ম ও দেশাচার বিরুদ্ধ, কিম্বা বিদেশীয়গন্ধযুক্ত কঠোর ভাষাচ্ছাদিত হইয়া অনূদিত হইলে পাঠকের মনে আনন্দের পরিবর্ত্তে অনেক স্থলে বিরক্তি উৎপাদন করিয়া থাকে। মল্লিকা, মালতী বা গোলাপের নামোল্লেখ করিলে ঐ সকল পুষ্পের রূপগন্ধানুভূতি আমাদের চিত্তক্ষেত্রে স্বতঃই প্রস্ফুটিত হয়, কিন্তু ভ্যাফোডিল্, টিউলিপ বা ডালিয়া পুষ্পের নামে সেরূপ কোন বিশেষ ভাবোদ্রেক হওয়া দূরে থাকুক ইংরাজীভাষানভিজ্ঞ বঙ্গীয় পাঠকের মনে তদ্দ্বারা কেবল একপ্রকার

বিকট ও বিজাতীয় ভাবেরই উন্মেষ হইয়া থাকে। ভ্রমরকৃষ্ণকেশা কুরঙ্গনয়নার রূপবর্ণনাশ্রবণে আমরা সহজেই মুগ্ধ হইয়া পড়ি, কিন্তু সুবর্ণ-কুন্তলা, বিড়ালাক্ষী বিদেশীয় বিলাসিনীর কটাক্ষ কল্পনায় আমাদের অন্তঃ-করণে বীভৎস রসেরই সঞ্চার হইয়া থাকে। ঘুঘুর পালকের ন্যায় কোমল করবল্লব কিম্বা ডায়ানাদেবীর মন্দিরবিলম্বী তুষারখণ্ডের ন্যায় নির্ম্মল সতীত্বের উপমা একজন ইউরোপীয় সাহিত্যসেবীর নিকট কমনীয় ও উৎকৃষ্ট বোধ হইতে পারে, পরপুরুষের কণ্ঠসংলগ্ন হইয়া ইউরোপীয় কুলমহিলার বলনৃত্যাভিনয় একজন ইউরোপীয়ের পক্ষে রুচিকর হইতে পারে, কিন্তু একজন এদেশবাসীর নিকট এরূপ উপমা বা লোকাচার নিতান্ত অপ্রসিদ্ধ ও দূষণীয়। স্থূলকথা, বিদেশীয় কাব্যগ্রন্থ বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতে হইলে মূলগ্রন্থের বাক্যগুলি ভাষান্তরিত করিলেই যে সকল সময়ে অনুবাদের উদ্দেশ্য সফল হয় এরূপ নহে, তদন্তর্গত ভাব, চরিত্র, বর্ণনাদিও সম্ভবমত দেশীয় রুচি অনুসারে ভাবান্তরিত করাও সময়ে সময়ে আবশ্যক। ইংরাজের গৃহ হিন্দুর বাসোপযোগী করিতে হইলে হিন্দুরুচি ও আচার অনুসারে তাহার পরিবর্ত্তনসাধন করাই বিহিত। ইংরাজের বল, বিলিয়ার্ড বা স্মোকিং রুমের অপেক্ষা পূজাগৃহ চণ্ডীমণ্ডপা-দির ব্যবস্থাবিধান করা স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুর পক্ষে যেমন অধিক প্রয়োজনীয় ও হিন্দুত্বজ্ঞাপক, বিদেশীয় কাব্যগ্রন্থ জাতীয় আদর্শ অনুসারে রূপান্তরিত করাও মদীয় সামান্য বুদ্ধিতে অনুবাদকের পক্ষে স্থলবিশেষে সেইরূপ প্রয়োজনীয়।

উল্লিখিত বিচারের অনুবর্ত্তী হইয়া উপস্থিত নাটক খানির অনুবাদ সম্বন্ধে আমাকেও কথিত প্রণালী অবলম্বন করিতে হইয়াছে। মূলনাটকে বোহিমিয়াধিপতি পলিক্‌জিনিস্ তাঁহার আবাল্যবন্ধু রাজা লিয়ণ্টিসের গৃহে অতিথি হইয়া রাজার নিজপরিবারস্থ ব্যক্তির ন্যায় রাজা ও তদীয়

লাবণ্যবতী মহিষীর সহিত দীর্ঘকাল একত্রে ও ঘনিষ্ঠভাবে অবস্থিতি করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে। অতিথির পক্ষে এরূপভাবে একত্রাবস্থান এদেশীয় রীতি ও সামাজিক-দৃষ্টিতে অতীব বিরুদ্ধ ও অস্বাভাবিক। এই নিমিত্ত সম্ভবমত দেশীয়ভাব রক্ষার জন্য অনুদিত নাটকে সিংহল-রাজকে কেবল মলয়েশ্বরের সখা নহে, অধিকন্তু মাতুলপুত্র বলিয়াও বর্ণনা করা হইয়াছে। মূলনাটকের শেষ দৃশ্যে অমাত্য আণ্টিগোনাসের পতিবিয়োগবিধুরা, বর্ষীয়সী, বিধবাপত্নী মলিনার সহিত প্রৌঢ়-বয়স্ক ক্যামিলোর পরিণয় অস্মদ্দেশীয় রুচি ও দেশাচার মতে একান্ত বিরুদ্ধ ও বিসদৃশ, এই নিমিত্ত অনূদিত পুস্তকে শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতধারিণী বিধবা রূপে প্রদর্শন করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মূলনাটকের চতুর্থাঙ্কে অটোলাইকাসের গীত ও পণ্যবর্ণনা এবং পারডিটা কর্ত্তৃক পুষ্পোপহার-বর্ণনাদি কয়েকটী স্থান দেশকালপাত্রোপযোগী করিবার নিমিত্ত দেশীয়বর্ণে অনুরঞ্জিত করা হইয়াছে। অনুবাদ সম্বন্ধে এইরূপ স্বাতন্ত্র্যাবলম্বন করায় যদি কোনরূপ অপরাধ হইয়া থাকে, আশা করি সহৃদয় পাঠক ও সাহিত্যিক মহাশয়গণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক সে ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। ইতি।

৪১।২, বনমালী সরকার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১৫ই আশ্বিন, সন ১৩২০ সাল।

গ্রন্থকার।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

নীলকেতু	...	...	...	মলয়রাজ্যের অধীশ্বর।
হিরণ্ময়	...	...	...	মলয়ের শিশুরাজকুমার।
সত্যব্রত	...	...	...	মলয়রাজের অমাত্য।
দেবদাস	...	...	...	ঐ
সুমিত্র	...	...	...	মলয়রাজপারিষদ।
বসুভূতি	...	...	...	ঐ
অজিৎসিংহ	...	...	...	সিংহলের অধীশ্বর।
নিহারকুমার	...	...	...	সিংহলরাজকুমার।
অনন্তবর্ম্মা	...	...	...	সিংহলরাজের অমাত্য।
গদাধর	...	...	...	নির্ব্বোধ রাখালপুত্র।
জগাই	...	...	...	জনৈক জুয়াচোর।
তমালিনী	...	...	...	মলয়রাজ মহিষী।
অশ্রুময়ী	...	...	...	রাখালগৃহপালিতা মলয়-রাজকন্যা।
মলিনা	...	...	...	তমালিনীর সখী ও দেব-দাসের বনিতা।
অমলা	...	...	...	তমালিনীর সখী।
হারা ও তারা	...	...	...	রাখাল কন্যাদ্বয়।

কারারক্ষক, রক্ষিগণ, রাজ্ঞীর সহচরীগণ, রাজপারিষদগণ, বিচারপতিগণ, দূতগণ, নাবিকগণ, বৃদ্ধরাখাল, মহাকাল, ভৃত্য ও নাগরিকভদ্রলোকগণ।

পাকস্থলীর চিকিৎসা

...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...

তমালিনী।

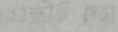

প্রথম অঙ্ক।

১ম দৃশ্য—মলয়রাজ গৃহ।

(সত্যব্রত ও অনন্তবর্ম্মার প্রবেশ।)

অনন্ত। আমি যে কার্য্য উপলক্ষে আপনাদের দেশে এসেছি, সেরূপ কার্য্যের জন্য যদি আপনি কখন সিংহলে যান্ তো দেখবেন আপনাদের মলয়দেশ ও আমাদের সিংহলে কত প্রভেদ।

সত্য। আমার বোধ হয় মলয়পতি আপনাদের মহারাজের এই সৌজন্য-ঋণ পরিশোধের জন্য আগামী গ্রীষ্মকালেই সিংহলে আতিথ্যগ্রহণ কোর্‌বেন।

অনন্ত। যদি সে সময় অভ্যর্থনার কোনরূপ ত্রুটী হয়, তাহ'লে আমাদের আন্তরিক প্রীতি দ্বারা সে ত্রুটীর সংশোধন কোরে নেব। কেননা বাস্তবিকই—

সত্য। মহাশয় মিনতি কোর্‌চি—

অনন্ত। না মহাশয়, তোষামোদের কথা নয়, আমি বাস্তবিক কথাই বোল্‌চি; আমরা যে আপনাদের মত এমন আড়ম্বর, এমন সমারোহ, এমন অভাবনীয়, এমন,—আর তো কথা যুগিয়ে আন্‌তে পাচ্চি না,—সে যাহোক মনে তো স্থির কো'রে রেখেছি যা'তে বেশ নিদ্রাকর্ষণ হয় এমন পানীয় দ্রব্য সকল সে সময়

আপনাদের সেবন করাব, তা'হোলে ইন্দ্রিয়ের আচ্ছন্নতাবশতঃ যদিও কোন বিষয়ে আমাদের প্রশংসা কোরতে না পারেন, ত্রুটীর জন্য অন্ততঃ নিন্দাটা কোরতে পারবেন না।

সত্য। তাহোলে দেখ্‌চি আমরা আপনাদের যা' উদার ও মুক্তহস্তে দিয়েচি আপনারা তা আর আমাদের সহজে নিতে দিচ্চেন না।

অনন্ত। মহাশয় কিছু মনে কোরবেন্ না, আমি সরলবুদ্ধি লোক, আমার উপস্থিত সামান্য বুদ্ধিতে যেমন উদয় হোল সেইমত বোলেচি।

সত্য। সিংহলরাজ কেবল যে মলয়েশ্বরের সখা তা নয়, সম্পর্কে মলয়েশ্বরের মাতুল-পুত্র, এবং উভয়ের ভালবাসা পরস্পরের প্রতি অসীম। শৈশবকালে ইঁহারা একত্রে শিক্ষালাভ কোরেছিলেন, একত্রে পালিত ও বর্দ্ধিত হোয়েছিলেন। সেই তরুণ-বয়সে ইঁহাদের অন্তঃকরণে প্রণয়তরুর যে সূক্ষ্মবীজ সন্নিবিষ্ট হোয়েছিল তাহাই এক্ষণে বিশাল শাখাসম্পন্ন প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হোয়েছে। রাজকীয় প্রয়োজন ও উন্নত পদগৌরবের অনুরোধে যদিও তাঁহাদিগকে পরস্পরের নিকট হোতে বিচ্ছিন্ন থাকতে হোয়েছে, তথাপি লিপি, উপহার, দূত-প্রেরণ প্রভৃতি সখ্যতাসূচক কার্য্য দ্বারা ইঁহারা এখনো অভিন্ন রোয়েছেন, এবং সমুদ্রের ভিন্ন ভিন্ন পারে অবস্থান কোরেও পরস্পরের সহিত করপীড়ন ও আলিঙ্গন সুখ অনুভব কোর্‌চেন। ভগবান্ করুন ইঁহাদের এই প্রণয় যেন অনন্ত-কালস্থায়ী হয়।

অনন্ত। ইঁহাদের প্রণয়স্রোতে বাধা দিতে পারে, সংসারে এমন কোন বিষয় আছে বোলে তো আমার মনে হয় না। আর এক কথা, আপনাদের রাজকুমার সম্বন্ধেও আপনারা অত্যন্ত ভাগ্যবান্।

কুমার হিরন্ময়ের মত এমন সুন্দর লক্ষণ-সম্পন্ন বালক অতি অল্পই আমার নয়নে পতিত হোয়েছে।

সত্য। কুমারের ভাবি-মহত্ত্ব সম্বন্ধে আপনার যেমন অনুমান আমারও সেইরূপ! বালকের দেহটী যেন মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ, দেখ্‌লে শোক তাপ দূরে যায়, জীর্ণ প্রাণিও নবীন হোয়ে ওঠে। তাঁর জন্মের পূর্ব্বে যারা অতিকষ্টে যষ্টিধারণ কোরে বেড়াত, তাঁকে বয়ঃপ্রাপ্ত দেখ্‌বার জন্য তারা পর্য্যন্ত দীর্ঘজীবন কামনা করে।

অনন্ত। এ উদ্দেশ্য না থাক্‌লে তারা কি মরণ-কামনা কোর্‌তো?

সত্য। কোরতো বই কি। ঐ ভিন্ন যদি তা'দের অন্য সুখের আশা না থাক্‌তো তবে কিজন্য তা'রা জীবনের অভিলাষ কোরবে?

অনন্ত। আমার তো বোধ হয় মহারাজের যদি পুত্রসন্তান নাও থাক্‌তো, তা'হোলে যতদিন না একটী হয়, ততদিন তারা ঐরূপ যষ্টি ধারণ কোরেও জীবনের সাধ কোর্‌তো।

(প্রস্থান)।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মলয়রাজভবনস্থ কক্ষ।

(নীলকেতু, অজিৎসিংহ, তমালিনী, হিরণ্ময়, সত্যব্রত, ও অন্যান্য পারিষদবর্গের প্রবেশ।)

অজিৎ। নয়বার নবরূপে হিমাংশু উদয়
হেরিল জ্যোতিষিদল গগন প্রাঙ্গণে,
যবে হোতে শূন্য করি সিংহাসন মম

অতিথি হইয়া ভ্রাতঃ আছি তব পুরে।
আরো এতকাল ধরি যদি প্রতিদিন
অবিরত ধন্যবাদ প্রদানি তোমায়,
তথাপি এ ঋণভার ঘুচিবেনা মম,
দায়ী হোয়ে চিরতরে যেতে হবে মোরে।
তাই সখে অভিপ্রায় করিয়াছি মনে,
পূর্ব্বে যত ধন্যবাদ দিয়াছি তোমায়
অঙ্ক পরে বিন্দুপ্রায় দিব বাড়াইয়া
শেষ ধন্যবাদ দিয়া বিদায়ের কালে।

নীল। ধন্যবাদ মহারাজ না লব এক্ষণে,
দিতে হয় দিও, লবে বিদায় যখন।

অজিৎ। যাত্রা তরে কল্য দিন করিয়াছি স্থির।
আশঙ্কা হোতেছে মনে এ প্রবাসকালে
সুবিশাল রাজ্যে মোর কখন কি ঘটে।
অশান্তি-ঝটিকা-রাশি হেরিয়া তখন
শেষে না বলিতে হয় অনুতাপ করি
ছিল বটে আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ।
বিশেষতঃ, দীর্ঘকাল অবস্থান করি
সদা মনে এই ভয় হোতেছে আমার
উপদ্রব তব'পরে হোতেছে বিস্তর।

নীল। ভাবিতেছ ভুলাইবে অসার কথায়,
সেরূপ অপরু মোরে না ভাব রাজন্!

অজিৎ। আর ভাই কোনমতে নারিব থাকিতে।

নীল। সপ্ত নিশা মাত্র আর।

অজিৎ। আর না, কল্যই ভ্রাতঃ! লইব বিদায়।

নীল। অর্দ্ধাংশ করিয়া এর লই এস তবে।
একথায় প্রতিবাদ আর না শুনিব।

অজিৎ। নাহি কর অনুরোধ মিনতি আমার।
তব বাক্যে বাধ্য আমি সহজে যেমন,
জেন মনে হেনজন নাহি এ সংসারে
যে পারে করিতে বাধ্য সেরূপ আমায়।
এখনো এ অনুরোধ শুনিতাম তব
প্রয়োজন আছে তা'য় বুঝিতাম যদি
অসম্মতি প্রয়োজন হলেও আমার।
কার্য্যপাশে আকর্ষণ করিছে আমায়
গৃহ পানে, যদি প্রেমে বাধা দেহ তা'য়,
কশাঘাত তুল্য তাহা হবে মোর 'পরে।
বিশেষতঃ স্থিতি মোর কষ্টব্যয়কর
পক্ষে তব; তাই তাহা নিবারণ তরে
কহি এবে, দেহ ভাই বিদায় আমায়।

নীল। কি মহিষি! বাক্যহারা হইলে কি তুমি?
দুই কথা তুমি এবে বলহ ইঁহারে।

তমা। মহারাজ, ভেবেছিনু রহিব নীরব
যাবৎ সিংহলপতি দিব্য নাহি করি
বলিবেন আর নাহি রহিব হেথায়।
নাহি নাথ, অনুরোধে আগ্রহ তোমার।
বল ওঁরে সমাচার আসিয়াছে কাল
রাজ্য মাঝে সমস্তই কুশল উঁহার।

একথা নিশ্চয় করি বলহ উঁহারে
হোতে হবে নিরুত্তর উঁহারে এখনি।

নীল। বেশ কথা যোগাইয়া বলেছ প্রেয়সি।

তমা। আর যদি একান্তই কুমারে দেখিতে
কহেন অন্তরে সাধ হোয়েছে উঁহার,
সে কথার অবশ্যই নাহিক উত্তর।
ভাল, তাই দিব্য করি বলুন আমায়,
আর নাহি নিবারণ করিব উঁহারে,
এই দণ্ডে মোট ঘাট বাঁধিয়া উঁহার
হেথা হতে সোজা পথ দিব দেখাইয়া।
যাক্ ও সকল কথা, অধীনী এক্ষণে
মাগে ঋণ মহারাজ সপ্তাহ সময়।
তব সনে এই মম রহিল নিয়ম,
প্রভুরে লইয়া যবে যাইবা সিংহলে,
দিব তাঁরে এক মাস রাখিতে তথায়
বিদায়ের নিয়মিত কাল অবসানে।
তা' বলিয়া প্রাণেশ্বর ভাবিওনা মনে
যে নারী যতই ভাল বাসুন পতিরে,
মোর প্রেম তিলমাত্র ন্যূন কার হোতে।
কি বলেন মহারাজ! রহিবেন তবে?

অজিৎ। ক্ষম রাজ্ঞি! আর নাহি পারিব থাকিতে।

তমা। তা' হবেনা, রহিবেন বলুন আমায়।

অজিৎ। না মহিষি, বাস্তবিক নারিব থাকিতে।

তমা। বাস্তবিক!—মিছা পণে ভুলাইছ মোরে,

ভুলিবার পাত্রী আমি নহি মহারাজ।
যদিও প্রতিজ্ঞাবলে নভস্তল হোতে
চন্দ্র, সূর্য্য ভূমিতলে পাড়েন আপনি,
আমি কিন্তু মহারাজ! তথাপি বলিব
যাওয়া তব কিছুতেই হবেনা রাজন্,
হেথা হতে বাস্তবিক নাহি দিব যেতে।
রমণীর "বাস্তবিক" নহে ত দুর্ব্বল
কিছুতেই পুরুষের "বাস্তবিক" হোতে।
এখনো চাহেন যেতে? করিবা কি তবে
বাধ্য মোরে আপনারে রাখিতে ধরিয়া
বন্দিপ্রায়, ছিলা যথা অতিথি আদরে?
সেই ভাল মহারাজ! প্রস্থানের কালে
মুক্তিশুল্ক দিয়া ঘরে যাইও লইয়া
বাঁচাইয়া আপনার ধন্যবাদ গুলি।
কি বলেন মহারাজ? কি চাহেন হোতে?
অতিথি না বন্দী মোর? "বাস্তবিক" বলি
যে বিষম ঘটায়েছ জঞ্জাল নিজের,
তাহে তব এ দু'য়ের এক পথ বিনা
নাহি দেখি আর অন্য উপায় এখন।

অজিৎ। অতিথিই তবে তব হতে হল রাণি।
বন্দী হোলে অপরাধ হইবে সূচিত,
নহে তা' সুসাধ্য মোর, অপরাধ তরে
দণ্ড দান তব পক্ষে সহজ যেমন।

তমা। তবে আর কারারক্ষী নহি আমি তব,

হইলাম সখী পুনঃ আছিনু যেমন।
আসুন জিজ্ঞাসা এবে করি আপনারে
কি রঙ্গ কৌতুক লয়ে প্রভু ও আপনি
হরিতেন কাল দোঁহে বালক বয়সে।
দিব্য দুটী রাজপুত্র আপনারা দোঁহে
আছিলেন সে সময়ে, কেমন রাজন্?

অজিৎ। তাই মোরা সে সময়ে ছিনু বটে রাণি।
ভাবিতাম মনে মোরা বালক দুটীতে
আজিকার মত দিন চিরদিন যাবে,
সংসারে বালক মোরা রব চিরদিন।

তমা। প্রভু মোর সে সময়ে দোঁহাকার মাঝে
আছিলা অধিকতর রঙ্গপ্রিয় বুঝি?

অজিৎ। যমজ মেষের মত ছিনু মোরা দুটী,
আলোকে পুলকে মাতি তাহাদের মত
ছুটাছুটী করি দোঁহে করিতাম খেলা,
ডাকাডাকি করিতাম চাহি পরস্পরে।
সারল্যের বিনিময়ে সরল হৃদয়
করিতাম সমর্পণ; নাহি জানিতাম
পরদ্বেষ কারে বলে, জানে যে অপরে
স্বপনেও হেন কথা নাহি হোত মনে।
সেইমত পারিতাম চলিতে যদ্যপি,
যৌবনের খরতেজে যদি উদ্দীপিত
না হইত আমাদের দুর্ব্বল হৃদয়,
তবে আজি মুক্তকণ্ঠে ঈশ্বর সমীপে

পারিতাম দোঁহে মোরা করিতে উত্তর
"জগদীশ, কলঙ্কিত নহি মোরা প্রভু!"

তমা। অনুমানি বাক্যে তব অপথে গমন
কোনরূপ দোঁহাকার হোয়েছিল পরে।

অজিৎ। বলিতে কি, তার পরে আমাদের পথে
বহু প্রলোভন দেবি, হোয়েছে পতিত।
জীবনের সে অপক্ক নবীন বয়সে
প্রিয়া মোর সবে মাত্র বালিকা তখন,
সখার নয়ন পথে তখনো উদিত
হয় নাই অপরূপ রূপরাশি তব।

তমা। রক্ষা কর ভগবান্! আর আপনার
কাজনাই মহারাজ, বাক্য সমাপনে!
কি জানি শুনিতে পাছে হয় অবশেষে
আমি আর রাজ্ঞী তব পিশাচিনী মোরা।
সে যা'হোক মহারাজ! বোলে যান, শুনি।
যে কুকার্য্য তোমাদের করায়েছি মোরা
মোরাই রহিনু তার উত্তরের দায়ী।
সত্য কিনা দুই জনে আমাদের সনে
হয়েছিলা পাপেরত প্রথম হইতে,
ক্রমাগত পাপকার্য্য আমাদের সনে
করিছেন সে অবধি; আমাদের বিনা
হয় নাই অন্য সনে দোঁহার পতন,
যথাকালে সদুত্তর এ সব কথার
আমরাই মহারাজ, দিব আপনারে।

নীল। কি দেবি, পারিলা মত করিতে উঁহার ?
তমা। থাকিতে সম্মত ইনি হোয়েছেন প্রভু।
নীল। মোর বাক্যে হয় নাই সম্মতি ইঁহার।
তমালিনি ! প্রিয়তমে ! কভু তব মুখে
শুনি নাই অর্থপূর্ণ বচন এমন।
তমা। কখনো কি নয় নাথ ?
নীল। নহে কভু, সবেমাত্র একবার বিনা।
তমা। কি কহিলা প্রাণনাথ ! তবে কি কেবল
দুইবার ভালকথা কয়েছি জীবনে ?
তাই যদি, কবে তাহা কোয়েছি প্রথম ?
বল নাথ, বল তাহা, প্রশংসা গরবে
দাও স্ফীত করি মোরে, যতনে পালিত
জীব যথা হৃষ্টপুষ্ট সুগোল সুন্দর।
একটী সৎকার্য্য যদি প্রশংসা অভাবে
পায় লোপ, শত শত তার অনুগাম
ভাবি সৎকার্য্যের মূল যায় ছিন্ন হোয়ে।
নারী মোরা, প্রশংসাই মোদের বেতন।
একটী চুম্বনমাত্র দিয়া আমাদের
পৃষ্ঠে আরোহণ করি সহস্র যোজন
পার যেতে অনায়াসে আমাদের লয়ে,
কিন্তু জেনো আমাদের কদাপি নারিবে
লয়ে যেতে দুইপদ কশার তাড়নে।
যাক্ ওসকল কথা, সিংহল-পতিরে
রহিবারে অনুরোধ জানি মনে মম

শেষকার্য্য প্রশংসার, ইতিপূর্ব্বে আর
প্রশংসার কার্য্য কিবা করেছে অধীনী ?
অনুজ্ঞা থাকিলে পরে অগ্রজা তাহার
থাকিবে ত অবশ্যই। আহা ! থাকে যদি,
হয় যেন সুধামাখা "শ্রী" নাম তাহার !
অর্থযুক্ত ভালকথা আরো একবার
কয়েছি বলিলা তুমি। বল নাথ কবে ?
বল মোরে বড় সাধ হোয়েছে শুনিতে।

নীল। কেন প্রিয়ে ! মনে তাহা পড়ে নাকি তব ?
দীর্ঘ তিনমাস কাল তব পাণি আশে
ভুঞ্জি ক্লেশ, অবশেষে লভিয়া তোমায়
হৃদয়ে ধরিনু যবে, বোলেছিলে তুমি
"জনমের মত নাথ হোলেম তোমার"
সেইদিন প্রিয়তমে ! দেখ মনে করি।

তমা। সত্য বটে জীবনের সেই এক দিন !
দেখদেখি প্রাণনাথ, কেমন সুন্দর,
কেমন প্রাণের কথা কয়েছি দুবার !
একবার কথা কোয়ে নরপতি-পতি
পেয়েছি জন্মের মত, অপর কথায়
বন্ধু-সহবাস লাভ কিছুদিন তরে।

(সহাস্য ভাবে অজিৎসিংহের প্রতি দৃষ্টি)

নীল। (স্বগত) অসহ্য ! অসহ্য ! ধৈর্য্য নাহি রহে আর
বন্ধুভাবে অতিশয় মেশামিশি হোতে
ঘটে শেষে গাঢ়তর প্রাণের মিলন !

কাঁপিছে সর্ব্বাঙ্গ মোর ; উন্মাদের মত
নৃত্য করে ঘন ঘন হৃদয় আমার !
আনন্দে কি ? না, না, এতো আনন্দেতে নয়।
সত্য বটে হেনরূপ বন্ধুতা সৎকারে
ঘনিষ্টতা মাথামাথি নহে অসম্ভব,
হৃদ্যতা, সরসভাব উদারতা হ'তে
সঙ্কোচ ক্রমশঃ যায়, অনুচিত তাহা
একথাও একেবারে না পারি বলিতে।
সব বুঝি, সব মানি ; কিন্তু দুইজনে
ওইযে গোপনে পাণি অঙ্গুলি মর্দ্দন
করিতেছে পরস্পর ; চোখচোখি হলে
হাসিতেছে সাধা হাসি দর্পণে যেমন,
ঢাকিতেছে পরক্ষণে দীর্ঘশ্বাস ফেলি,
এই কি অতিথি সেবা ? এ অতিথি সেবা
ভালতো লাগেনা প্রাণে অথবা বিচারে !
বৎস হিরণ্ময় ! আমারি কি পুত্র তুই ?

হিরণ্ময়। আজ্ঞা পিতঃ।

নীল। মোর পুত্র ?—এইমত আমারো ধারণা।
লোকে কয় অবয়ব আকৃতি ইহার
ঠিক মম অনুরূপ—মসীচিহ্ন মত
একি বৎস হেরি তব নাসিকা উপরে ?
মুছে ফেল শীঘ্র করি ; মোদের সতত
মলিনতা পরিহার উচিত সর্ব্বথা।
অঙ্গুলীর অভিনয় এখনো চলিছে !

ভাল বৎস হিরণ্ময়, বল দেখি মোরে
আমারি কি বৎস তুই ?

হির। আপনারি বৎস পিতঃ আমি।

নীল। মোর বৎস ?
মোর মত হোতে তাত! এখনো তোমার
শৃঙ্গ, জটা প্রয়োজন মস্তক উপরে।
যুগল অণ্ডের মত তবু লোকে কয়
পিতাপুত্রে তিলমাত্র নাহিক প্রভেদ।
নারীগণে বিশেষতঃ কহে এই কথা,
অকথ্য যাদের কিছু নাহি এ সংসারে।
সাগর, সমীর কিংবা বঞ্চকের করে
চালিত পাশার মত যদিও তাহারা
কুত্রাপি বিশ্বাসযোগ্য নহে কোনকালে,
তথাপি যে এ বালক অনুরূপ মম
এ কথা কদাপি মিথ্যা নহে তাহাদের।
আয় দেখি বাছাধন, নিকটে আমার।
নীলোৎপল আঁখি তোর তুলি ক্ষণতরে
দেখ দেখি একবার চাহি মোর পানে।
বল দেখি হারে মোর হৃদয়ের নিধি,
যাদুধন, জীবনের জীবন আমার,
এ কিরে সম্ভব কভু—জন্মদাত্রী তোর—
না, না, এ বিকৃত চিত্তে কল্পনার খেলা!
রে কল্পনে মায়াবিনি! ধন্য তোর মায়া
এ সংসারে অসম্ভব সকলি সম্ভব

তোর কাছে ; সঙ্গ তোর স্বপনের সনে ?
কিন্তু তবে এবিকার জন্মিলে কেমনে ?
শূন্যসহচরী তুই, অসত্যের যোগে
কার্য্য তোর চিরদিন জানি এ সংসারে ;
তাহোলেও সত্য সনে পারিস্ মিশিতে
ইহাও তো একেবারে নহে অসম্ভব।
অসম্ভব নহে তাহা বুঝতেছি মনে,
নহিলে হৃদয় কেন অধীর আমার,
চিত্তে মম এ বিকার কি হেতু জন্মিবে ?

অজিৎ। কি হইল অকস্মাৎ মলয়পতির !

তমা। যেন কিছু বিচলিত নেহারি উহাঁরে।

অজিৎ। কি হোয়েছে মহারাজ ? সহসা এমন
কেন ভাবান্তর ভ্রাতঃ হইল তোমার ?

তমা। দারুণ অধীর ভাব হেরি তব মুখে,
প্রাণ কি চঞ্চল প্রভু হোয়েছে তোমার ?

নীল। কই, প্রাণ হয় নাই কিছুতো চঞ্চল।
দুর্ব্বল মানব মন সময়ে সময়ে
নির্ব্বোধের মত ভাব প্রকাশে এমন
রঙ্গ করে তাহা লয়ে স্থিরবুদ্ধি জনে।
আমারো তেমতি এই বালকে হেরিয়া
হোতেছিল মনে যেন বিংশতি বৎসর
অতীত জীবন-পথে গিয়াছি ফিরিয়া,
হইয়াছি যেন আমি বালক আবার !
ললিত হরিত বাসে ক্ষুদ্র দেহ খানি

আচ্ছা দত সেইমত হেরিনু নিজেরে,
সুশোভিত পাশে মোর ক্ষুদ্র অসিখানি
কোষে ঢাকা, ভয় পাছে বিপদ ঘটায়
দংশিয়া প্রভুরে তার, বেশ অলঙ্কার
ধনিদেহে বহুস্থলে ঘটায় যেমন!
ভাবিতেছিলাম মনে বীজাঙ্কুর সম
ক্ষীণকায় এই ক্ষুদ্র মহারাজ সনে
কত না সাদৃশ্য মোর আছিল তখন।
ভাল, ক্ষুদ্র মহারাজ! জিজ্ঞাসি তোমায়
যদি কেহ অপমান করে আপনারে
অনায়াসে সহ্য তাহা করেন আপনি?

হির। সহ্য কখনই তাহা নাহি করি পিতঃ!
যুদ্ধ করি তার সনে প্রতিফল দিতে।

নীল। যুদ্ধ কর?—বেঁচে থাক, সুখে থাক তাত।
আচ্ছা সখে! প্রীতি মোর সন্তানে যেমন
তোমারো কি এই মত কুমারে তোমার?

অজিৎ। যতক্ষণ মহারাজ থাকি নিজ পুরে
আমোদ, প্রমোদ, কার্য্য, আরাম, ব্যায়াম,
তারে লয়ে এসংসারে সকলি আমার।
সেই মোর পাত্র, মিত্র, মন্ত্রী, পারিষদ,
সৈন্য, সাদী, শত্রু, সখা সকলি জগতে।
আষাঢ়ের দীর্ঘ বেলা কাটে তারে লয়ে
যেন মুহূর্ত্তের মত; নিত্য নবনব
বাল্য অভিনয় ছলে রাখে সে আমারে

ভুলাইয়া, ঘোরতর দুশ্চিন্তায় মম
ঘনীভূত হৃদয়ের শোণিত যখন।

নীল। এ বালকো সেইমত আমার রাজন্।
আসি এবে মহারাজ আমরা দুজনে।
যদ্যপি বিশেষ কার্য্য থাকে কোন কিছু
অবসর দোঁহে তার পাইবা এক্ষণে।
তমালিনি! প্রিয়তমে! ভ্রাতা অজিতের
সমাদর, সম্বর্দ্ধনা, যতন সৎকারে
দেখাইবে কত ভাল বাস তুমি মোরে।
এরাজ্যে দুর্লভ যাহা বন্ধুবর তরে
সুখলভ্য হয় যেন। থাকে যেন মনে
এসংসারে তুমি আর কুমার ব্যতীত
এমন আত্মীয় মম নাহি কেহ আর।

তমা। অন্তঃপুর উপবনে যাইতেছি মোরা,
যদি প্রয়োজন তব হয় আমাদের
দেখা হবে সেইখানে আমাদের সনে;
তুমি কি মোদের সনে মিলিবে তথায়?

নীল। যথা ইচ্ছা তোমাদের করহ গমন,
আবশ্যক হোলে মোর খুঁজে লব আমি
থাক যদি সুধু মাত্র আকাশের তলে।
(স্বগত) এইতো পাতিনু জাল, কোথায় কি ভাবে—
এখন বুঝিতে কিন্তু নারিবে দুজনে।
যাও, যাও;—পাপীয়সী চুম্বনের তরে
দেখ দেখ বাড়ায়েছে অধর কেমন!

আর ওই পাপাচারী নিজনারী মত
চলেছে উহারে লয়ে কেমন নির্ভয়ে
উহারি সম্মতিদাতা পতির সম্মুখে !
(অজিৎসিংহ, তমালিনী ও অনুচরগণের প্রস্থান)
এরি মধ্যে গেছে চলি !—প্রেমে গলাগলি,
হাবু ডুবু দুইজনে প্রেমের পাথারে !
যাও বৎস, যাও এবে, কর গিয়ে খেলা।
খেলিছে জননী তোর, আমিও খেলিতে
বসিয়াছি এক খেলা এমন ঘৃণিত
যাহে মোরে এ সংসার রঙ্গভূমি হোতে
হোতে হবে অপসৃত লাঞ্ছনার সনে,
অপমান, অপযশ, কলঙ্ক, গঞ্জনা
হবে মোর জীবনের বিদায়কীর্ত্তন।
যাও বৎস, যাও তাত, কর গিয়ে খেলা।
অসতীর অঙ্কপতি,—নহি ভ্রান্ত যদি—
আছে চিরদিন এই মানব সমাজে।
এমন কি উপস্থিত এই সভাস্থলে
আছেন অনেকে, যাঁরা প্রিয়ারে যখন
আদরে বসান কোলে, না ভাবেন মনে
তাঁহার অজ্ঞাতসারে প্রেয়সীর তাঁর
হোয়ে গ্যাছে অভিষেক পরপ্রেমরসে,
সাধের পুকুরে তার নিরালায় বসি
" সদাহাসি " মহাশয় প্রতিবেশী তাঁর
ধোরেছেন মাছ তিনি প্রবাসে যখন।

তথাপি সান্ত্বনা এই আমার মতন
এসংসারে অনেকেরি অন্তঃপুরদ্বার
গোপনে হোতেছে মুক্ত পতির অজ্ঞাতে !
আছে ঘরে যাহাদের অসতী রমণী
আশায় যদ্যপি তা'রা দিত জলাঞ্জলি,
বিষাদে মনের খেদে মানব জাতির
মরিত দশমভাগ গলে রজ্জু দিয়া।
এ ব্যাধির কোনরূপ নাহিক ঔষধি।
কেন্দ্রে যার এ পাপিষ্ঠ গ্রহের সঞ্চার,
নিস্তার নাহিক তার, প্রভাব ইহার
চারিদিকে, পূর্ব্বোত্তর, পশ্চিম, দক্ষিণে।
জেনো মনে এরোগের নাহি প্রতিকার।
সহস্র সহস্র জন পীড়িত এ রোগে,
কিন্তু তা'রা পীড়া বোধ করিতে অক্ষম।
বল বৎস, এই মাত্র কি ছিলে বলিতে।

হির। লোকে কয় তব মত দেখিতে আমায়।

নীল। তবু ভাল, প্রাণে তবু কতক সান্ত্বনা।
কে ওখানে ?—সত্যব্রত ?

সত্য। আজ্ঞা প্রভু।

নীল। বৎস হিরণ্ময়, সুশীল সুবোধ তুমি,
যাও এবে বাহিরেতে কর গিয়া খেলা।

(হিরণ্ময়ের প্রস্থান)

সত্যব্রত শুনেছ কি ? এ মহাপুরুষ
রহিবেন এইপুরে আরো কিছু দিন।

সত্য। মহারাজ করিলেন কতই যতন
কিছুতে তখন মত হোলনা তাঁহার,
নিরস্ত হইলা যবে, বিনা বাক্যব্যয়ে
আপনি আসিয়া শেষে উঠিলেন ঘরে।

নীল। দেখেছিলে লক্ষ্য করি ?

সত্য। অত অনুরোধে থাকা হোলনা তাঁহার,
কার্য্যই তখন তাঁর হোল গুরুতর।

নীল। দেখেছিলে ?—(স্বগত) ইতিমধ্যে মোরে লক্ষ্য করি
আরম্ভ হোয়েছে কথা। লোকে কানাকানি
করিছে এখন হোতে, "মলয় পতির
ঘটিয়াছে অন্তঃপুরে এ হেন ব্যাপার।"
তলে তলে বহুদূর রটিবে এ কথা,
শেষে কর্ণে একদিন উঠিবে আমার।
ভাল সত্যব্রত ! কিছু জান কি কারণ
কি হেতু সিংহল পতি রহিলে হেথায় ?

সত্য। দেবীর একান্ত যত্ন অনুনয় হেতু।

নীল। কহ মহিষীর যত্ন, না কহ দেবীর।
দেবী শব্দ যথাস্থানে প্রয়োগ উচিত,
হয় নাই কিন্তু উহা সেরূপ এস্থলে।
যাক্, বলদেখি মোরে জিজ্ঞাসি তোমায়,
তুমি বিনা অন্য কোন বুদ্ধিমান্ জনে
পারিয়াছে বুঝিতে কি এ রহস্য কথা ?
বুদ্ধি তব তীক্ষ্ণ অতি, মস্তিষ্ক তোমার
নারে যাহা সাধারণে করিতে গ্রহণ

লয় তাহা অনায়াসে নিজায়ত্ত করি।
জিজ্ঞাসি তোমারে তাই, দুই একজন
তব মত বিচক্ষণ, সূক্ষ্মদর্শী বিনা
করে নাই এ বিষয় লক্ষ্য কি অপরে ?
জনসাধারণে তবে আছে কি এখনো
অবিদিত এ বারতা, কহ দেখি মোরে।

সত্য। এ বারতা মহারাজ ?—মোর অনুমান,
অনেকেই বুঝিয়াছে সিংহল ঈশ্বর
করিবেন অবস্থিতি আরো কিছু দিন।

নীল। কি বলিলে ?

সত্য। অবস্থিতি করিবেন আরো কিছুদিন।

নীল। হুঁ—কি কারণ জানে তারা ?

সত্য। রাজ্ঞীর মিনতি আর তব তুষ্টি তরে।

নীল। রাজ্ঞীর মিনতি, আর মম তুষ্টি তরে !
রাজ্ঞীর মিনতি !—থাক্, যথেষ্ট হোয়েছে।
সত্যব্রত ! নহে শুধু রাজ্যের মন্ত্রণা,
হৃদয়ের অতি গূঢ় রহস্য সঁপিয়া
করিয়াছি চিরদিন বিশ্বাস তোমায়,
যথার্থ গুরুর মত তুমিও আমার
হৃদয়ের আবর্জ্জনা করেছ মার্জ্জিত,
অনুতাপ পরিশুদ্ধ নির্ম্মল হৃদয়ে
আসিয়াছি কতবার তব পাশ হোতে।
কিন্তু দেখিতেছি তব সাধুতায় ভুলি,—
সাধুতার ভান যাহা বুঝিতেছি এবে—

হইয়াছি এতদিন বড় প্রতারিত।

সত্য। দাসে হেন আজ্ঞা নাহি করিবেন প্রভু।

নীল। না, না, মোর বিলক্ষণ হোয়েছে প্রত্যয়
সাধুলোক নহ তুমি ; অথবা সে ভাব
যদিও অন্তরে কিছু থাকেবা তোমার,
ভীরু তুমি, লোক ভয়ে রাখিয়াছ চাপি
না দিয়া অভীষ্ট পথে চলিতে তাহারে।
তাহা নহে যদি, তুমি অযোগ্য কিঙ্কর
গুরুকার্য্যভার লয়ে উচ্চপদে বসি
করিতেছ অবহেলা কর্ত্তব্য পালনে।
এ সকলো নহ যদি, হস্তিমূর্খ তুমি,
হেরিছ অমূল্য নিধি হরিছে বঞ্চকে,
তুমি ভাবিতেছ উহা কৌতুক কেবল।

সত্য। মহারাজ ! ন্যায়বান ! ধর্ম্ম অবতার !
মানিলাম মূর্খ আমি, ভীরু কাপুরুষ,
অবহেলা করি নিজ কর্ত্তব্য পালনে।
নাহি প্রভু হেনজন নিখিল সংসারে,
এ সবের কোন দোষে দোষী নহে যেই,
মূঢ়তা, ভীরুতা, কিম্বা কার্য্য অবহেলা,
প্রকাশ না পায় যার সময়ে সময়ে
সংসারের সংখ্যাতীত কর্ত্তব্য সাধিতে।
কিন্তু প্রভু, কোন দিন আপনার কাযে
স্বেচ্ছাক্রমে অবহেলা কোরে থাকি যদি
মূর্খ আমি অবশ্যই। কার্য্য ফলাফল

বিচারিতে ন্যায়মত উপেক্ষা করিয়া
মূঢ় প্রায় যদি কার্য্য করে থাকি তব,
অবশ্যই তাহা কার্য্য শৈথিল্য আমার।
কার্য্য সফলতা পক্ষে সন্দেহ যথায়
হেন কার্য্য আরম্ভিতে ভীত যদি কভু
হোয়ে থাকি, অথচ সে কার্য্যে বিমুখতা
অনুচিত প্রমাণিত হয় সম্পাদনে,
ভীরু আমি সুনিশ্চিত, কিন্তু হেন ভয়
পণ্ডিতেও মাহারাজ, নহেক বিরল।
এ সকল অপরাধ এত সাধারণ
নহে গ্রাহ্য সাধুতেও অপরাধী হোলে।
যাই হোক্ মহারাজ! মিনতি এক্ষণে,
স্পষ্ট করি মনোভাব বলুন আমায়;
বলুন প্রকাশ করি কোন্ দোষে দোষী
এ অধীন; তাহা যদি অস্বীকার করি
জানিবেন অপরাধ নাহি অধীনের।

নীল। সত্যব্রত! বল দেখি দেখনি কি তুমি?
—অবশ্যই দেখিয়াছ, নহিলে নিশ্চয়
মূঢ় ভ্রষ্টাপতি হোতে স্থূলদৃষ্টি তুমি।
শোন নাই?—হেনরূপ প্রকাশ্য ঘটনা
জনরবে অপ্রকাশ না রহে কখন।
কিম্বা ভাবনাই কভু?—অসম্ভব কথা,
চিন্তাহীন মনে শুধু নাহি আলোচনা—
দ্বিচারিনী পত্নী মোর? জান তাহা যদি,

কহ তাই, স্পষ্ট করি বল তাই মোরে
ভার্য্যা মোর লম্পটের কেলী-তুরঙ্গিনী,
কুলটা, অতীব হেয়। উপপতি পাশে
ইতর বনিতাগণ যে নামে বাখানে
সেই ঘৃণাস্পদ নাম উপযুক্ত তার।
আর যদি নাহি কর একথা স্বীকার,
স্বীকার করহ তবে নির্ল্লজ্জের মত
চক্ষুহীন, কর্ণহীন, বুদ্ধিহীন তুমি।
আর সত্য যদি, দেহ প্রমাণ তাহার।

সত্য। রাজ্যেশ্বরী জননীর কলঙ্ক-রটনা
দাঁড়ায়ে শুনিব আমি তখনি তাহার
উপযুক্ত প্রতিফল না করি প্রদান?
ছি ছি শতধিক্ মোরে! হেন হেয় কথা
কদাপি না সাজে প্রভু আপনার মুখে।
হেন বাক্য উচ্চারণ পুনঃ যে করিবে,
সেইমত মহাপাপ স্পর্শিবে তাহারে
পরশিত সত্য হোলে পাপীরে যেমন।

নীল। গোপনে আলাপ তবে কিছুই কি নয়?
কপোলে কপোল দান? নাসিকা যুগলে
ঠেকাঠেকি? ওষ্ঠ চাপি ইঙ্গিতে চুম্বন?
হাসি মাঝে দীর্ঘশ্বাস, যাহে রমণীর
ধর্ম্মনাশ নিঃসন্দেহে হয় সপ্রমাণ?
চরণে চরণ দান? ঘন ঘন গতি
অন্তরালে? নিরন্তর হৃদয়ে কামনা

আরো ঘটিকার গতি হোক খরতর,
দণ্ড পলে, রাত্রে দিবা হো'ক পরিণত,
অন্ধ হোক্ আঁখিরোগে জগতের জন
কেবল তাহারা বিনা, তাহারা কেবল
অলক্ষিত পাপাচারে থাকুক নিরত।
বল দেখি এ সকল কিছুই কি নয়?
এ সকল বাস্তবিক কিছু নহে যদি
স্থাবর জঙ্গম সনে পৃথিবীও তবে
কিছু নয়; কিছু নয় সুনীল গগণ,
কিছু নয় দুরাচার পাপাত্মা অজিৎ,
কিছু নয় দুশ্চারিনী মহিষী আমার,
কিছু নয় যাহা কিছু আছে এ জগতে।

সত্য। মহারাজ! চিত্তে তব দারুণ বিকার!
সময় থাকিতে প্রভু এ পাপ ধারণা
শীঘ্র করি মন হোতে করুণ বিদায়,
এ বিকার মহারাজ, অতি ভয়ঙ্কর।

নীল। নহেক বিকার ইহা প্রকৃত ঘটনা।

সত্য। না, না, প্রভু,আমার তো হয় না বিশ্বাস।

নীল। আমি বলিতেছি সত্য—মিথ্যাবাদী তুমি,
মিথ্যাবাদী,—হেয়জ্ঞান হোয়েছে তোমায়।
কহিতেছি গণ্ডমূর্খ, দাসাধম তুমি,
নহ যদি, চাটুকার, সময়ে সেবক,
হিতাহিত এক কালে দেখিছ সকলি
কিন্তু ঢলি সর্ব্বদাই আছ দুই দিকে!

পত্নী মোর কলুষিতা হোয়েছে যেমন,
যদি পিত্তকোষ তার হইত তেমতি
একদণ্ড পাপীয়সী বাঁচিত কি প্রাণে ?

সত্য। কে তাঁহারে কলুষিত করিল রাজন্ ?

নীল। কেন—
দুরাত্মা অজিৎসিংহ, কণ্ঠহার সম
আলম্বিত গলে যার আছে পাপীয়সী!
কি বলিব, যদি আজি থাকিত আমার
বিশ্বাসী সেবক হেন, চাহিত যেজন
সমভাবে নিজ স্বার্থ প্রভুর সম্ভ্রম,
করিত সে হেন কায, যাহে কার্য্য শেষ
করিত সে এ কার্য্যের চিরদিন তরে।
তুমিও তো একজন রয়েছ আমার
পার্শ্বচর, পানপাত্রবাহী এবে তার,
ছিলে দীনহীন, ক্রমে আমার কৃপায়
হইয়াছ অধিষ্ঠিত পূজ্যতম পদে ;
তুমিও তো পাইতেছ দেখিতে নয়নে
দিব্য নেত্রে মরধাম সুস্পষ্ট যেমন,
কি যাতনা প্রাণে মোর ! তুমি কি পারনা
মহানিদ্রা-অভিভূত হলাহল দানে
করিতে বিপক্ষে মোর ? এ দগ্ধ পরাণে
সঞ্জীবনী সুধা জ্ঞান হবে যাহা মম।

সত্য। মহারাজ ! নহে দাস অক্ষম সে কাজে।
পারি হেন সূক্ষ্ম বিষ করিতে প্রদান

ক্রিয়া যার নহে তীব্র কালকূট সম,
কিন্তু যাহা ধীরে ধীরে দেহক্ষয় করি
ল'য়ে যায় মানবেরে শমন-ভবনে।
কিন্তু প্রভু, মনে কভু না হয় প্রত্যয়,
আমাদের রাজ্ঞী দেবী, আরাধ্যা জননী,
যথার্থই দেবী যিনি পবিত্রতা গুণে,
এহেন কলঙ্ক রেখা সম্ভব তাঁহাতে।
প্রেমাস্পদ চিরদিন আপনি আমার—

নীল। এখনো সন্দেহ মনে? যাও অধঃপাতে।
ভাব কি আমারে এত স্থূলবুদ্ধি তুমি,
এত মূর্খ, অপদার্থ, কাণ্ডজ্ঞান-হীন,
সাধ করি এ জঞ্জাল লব শিরে তুলি?
নিজ হস্তে শয্যা মোর করিব দূষিত
পবিত্র রহিলে যাহা সুখনিদ্রাহেতু,
শান্তি, আরামের স্থল? কলঙ্কিত হোলে,
সুতীক্ষ্ণ কণ্টক, সূচি, বৃশ্চিক দংশন।
প্রাণের কুমার-শিরে—এ সংসারে যারে
ভাল বাসি একমাত্র আপনার জানি—
দিব তুলি নিদারুণ কলঙ্কের ডালি
সবিশেষ এ বিষয় না বিচারি মনে?
আমা হোতে এই কার্য্য কভু কি সম্ভবে?
মানুষে কি প্রাণ ধরি পারে এতদূর?

সত্য। তবে অবশ্যই হবে করিতে স্বীকার।
তব বাক্যে মহারাজ করিয়া প্রত্যয়

করিতেছি অঙ্গীকার, এই অপরাধে
পাঠাইব যমপুরে সিংহল ঈশ্বরে।
কিন্তু প্রভু! আছে মোর এক নিবেদন।
আততায়ী আপনার হইলে নিপাত,
অন্ততঃ পুত্রেরো মুখ চাহি আপনারে
হবে মহিষীরে পুনঃ করিতে গ্রহণ
পূর্ব্বভাবে। এই রূপে নিন্দুকের মুখ,
পরিচিত, মিত্র, পররাষ্ট্র জনপদে
করিতে হইবে রুদ্ধ চিরদিন তরে।

নীল। যেরূপ বলিলা মোরে, ঠিক সেই মত
আমিও মন্ত্রণাস্থির করিয়াছি মনে।
সতীত্ব উপরে তা'র কোন দোষারোপ
করি প্রকাশ্যতঃ, মোর নহে অভিপ্রায়।

সত্য। তবে প্রভু, নিজ স্থানে করুন গমন।
প্রীতিভোজে বন্ধুজন যথা বন্ধুসনে,
তেমতি প্রসন্নভাব প্রকাশিয়া মুখে
সিংহল ভূপতি তথা রাজ্ঞী সনে তব
আচরিয়া মিত্রভাব থাকুন চলিতে।
পানপাত্র মোর করে, যদি তাহা হোতে
হিতকর পেয় আর লভে সে দুর্ম্মতি,
গণ্য নাহি কর তব কিঙ্কর আমায়।

নীল। আর কিছু মন্ত্রিবর নাহি চাই আমি।
এই কার্য্য সমাধান দেহ করি মোরে
এ জীবন অর্দ্ধক্রীত হইল তোমার।

যদি অবহেলা করি নাহি কর তাহা,
নিজ সর্ব্বনাশ নিজে ঘটালে আপনি।

সত্য। মহারাজ! কার্য্য তব নিশ্চয় সাধিব।

নীল। আমিও এখন হোতে তব কথামত
দেখাইয়া মিত্রভাব রহিব চলিতে।

(প্রস্থান।)

সত্য। আহা অভাগিনি সতি! কিন্তু হায়! কারে
বলিতেছি, আমারি বা কি দশা এখন!
নির্দ্দোষ সিংহলপতি, তারে আমি আজি
ব্রতী কালকূট দানে! এ নিষ্ঠুর কাযে
প্রভুতুষ্টি প্রবৃত্তির কারণ কেবল!
কিন্তু সেই প্রভু নিজে আত্মদ্রোহী হো'য়ে
চাহিছেন আছে তাঁর যে কেহ সংসারে
সকলেরে সেইমত বিদ্রোহী করিতে!
পদোন্নতি আছে জানি একার্য্য সাধিলে।
অভিষিক্ত রাজ্যেশ্বরে করিয়া বিনাশ
হত্যাকারী বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে পরে
যদিও দৃষ্টান্ত হেন থাকে শত শত,
তথাপি একার্য্য নহে কর্ত্তব্য আমার।
গ্রন্থ, তাম্রলিপি, কিম্বা পাষাণফলকে
সে দৃষ্টান্ত নাহি হেরি কৃত্রাপি যখন,
অতি ক্রূর, নরাধম, পাপিষ্ঠেও যেন
হেন কার্য্য পরিহার করে দিব্য করি।
এ সময়ে রাজ-আজ্ঞা পালন, লঙ্ঘন,

উভয় সঙ্কট মোর। যেই দিকে চাহি
সর্ব্বনাশ, কোন দিকে নাহিক নিস্তার!
শুভগ্রহ! বিরাজিত রহ মম শিরে!
এই যে সিংহলপতি আগত এ দিকে।

(অজিৎসিংহের প্রবেশ)

অজিৎ। বড়ই আশ্চর্য্য ইহা। মনে হয় যেন
ক্রমে মোর হতাদর হোতেছে হেথায়!
না করিল একবারে বাক্য আলাপন!
কেও সত্যব্রত? এস, কুশল তোমার?

সত্য। আজ্ঞা প্রভু। আজ্ঞা হোক্ আসিতে নৃমণি।

অজিৎ। রাজপুরে কি সংবাদ বল দেখি মোরে।

সত্য। বিশেষ এমন কিছু নহেত রাজন্।

অজিৎ। তবে কেন বল দেখি নৃপতি বদনে
হেরিলাম হেন ভাব, যেন হস্তচ্যুত
হোয়েছে সম্প্রতি কোন প্রদেশ তাঁহার,
কিম্বা কোন পুরী প্রিয় জীবনের মত?
ক্ষণপূর্ব্বে যথারীতি শিষ্টাচার সনে
গেনু সম্ভাষিতে তাঁরে, কিন্তু অন্যদিকে
অতি ঘৃণাভরে তিনি ফিরায়ে বদন
ত্বরিতে গেলেন চলি সেই স্থান হোতে।
তদবধি ভাবিতেছি কি হেন ঘটিল,
যাহে তাঁর ভাবান্তর হইল এমন!

সত্য। কেমনে বলিব প্রভু। এ সকল কথা
জানিতে ভরসা মোর না হয় রাজন্।

অজিৎ। জানিতে ভরসা নাহি হয় কি প্রকার ?
জান, প্রকাশিতে নাহি হয় কি ভরসা ?
বল স্পষ্ট করি মোরে। মোর মনে লয়
এরূপ একটা কিছু অবশ্যই হবে,
নহিলে বলিবে কেন না হয় ভরসা।
সাধু সত্যব্রত! তব বিকৃত বদন
দিতেছে দেখায়ে মোরে বিকৃতি আমার
বিম্ব যথা সুনির্ম্মল দর্পণ-ফলকে।
এ বিকার সনে তব আমিও যখন
হোয়েছি বিকারপ্রাপ্ত, বুঝিতেছি মনে
আমি এর কোন রূপ হেতু সুনিশ্চয়।

সত্য। আছে হেন মহারাজ, ব্যাধি ভয়ানক,
নারিব করিতে নাম, উন্মত্তের মত
হোয়ে ওঠে কেহ কেহ যাহার পীড়নে।
সুস্থকায় নরনাথ যদিও আপনি,
উদ্ভব তাহার প্রভু, আপনারি হোতে!

অজিৎ। কি কহিলা ? আমা হোতে উদ্ভব তাহার!
সত্যব্রত! ভয়ঙ্করী ডাকিনীর মত
দৃষ্টি মোর, হেন ভাবে না দেখাও মোরে।
হেরিয়াছি এ জীবনে কত শত জনে,
মরেনি ত কেহ তার মম দৃষ্টি পাতে,
বরঞ্চ ভালই তারা আছে তো সকলে।
মন্ত্রিবর! ভদ্রকুলে জনম তোমার,
তাহে অতি বিচক্ষণ, সুপণ্ডিত তুমি।

আমাদের মহাকুল উজ্জ্বল যেমন
পিতৃ পুরুষের নামে, তোমাদের গুণে
ভদ্রকুল হীনপ্রভ নহে তা'র হোতে।
তাই কহি তব পাশে করিয়া মিনতি,
জানিবার যোগ্য কিছু থাকে যদি মম
বলহ প্রকাশ করি, নাহি রাখ আর
অবরুদ্ধ করি তব হৃদয়-কন্দরে।

সত্য। মহারাজ দিতে এর নারিব উত্তর।

অজিৎ। আমি নিজে সুস্থকায়, নীরোগ শরীর,
আমা হোতে ভয়ঙ্কর ব্যাধি সংক্রামিত!
এ কেমন?—এ কথার চাহি সদুত্তর।
সত্যব্রত!—শুনিছ কি কথা?—দিব্য তব,
ধর্ম্মের দোহাই, মোরে বল স্পষ্ট করি
আসন্ন বিপদ ছায়া দেখিছ কি কিছু
আসিছে অলক্ষ্যভাবে গ্রাসিতে আমায়?
যদি দেখে থাক, বল, দূরে না নিকটে?
প্রতিকার কোনরূপ আছে কিনা তার?
থাকে যদি, কিবা তাহা? না থাকে যদ্যপি,
বল সদুপায় তাহা সহিব কেমনে।

সত্য মহারাজ! ধর্ম্মশীল জানি আপনারে।
ধর্ম্মের পবিত্র নামে জিজ্ঞাসিলা যবে,
প্রকাশিয়া আপনারে বলিব সকলি।
শুনুন মন্ত্রণা মোর, যেমন শ্রবণ,
কার্য্যে পরিণত তাহা করুন অমনি।

নহে যদি, সর্ব্বনাশ হবে উভয়ের,
মাগি এইক্ষণ হোতে বিদায় রাজন্!

অজিৎ। মন্ত্রিবর, কিবা তাহা বোলে যাও শুনি

সত্য। আপনার হত্যাকারী নিয়োজিত আমি।

অজিৎ। কে করিল নিয়োজিত?

সত্য। মলয়ের অধীশ্বর নিজে।

অজিৎ। কারণ?

সত্য। কারণ ধারণা তাঁর,—ধারণা কেবল
নহে শুধু,—দিব্য করি বোলেছেন তিনি,
আপনি ভার্য্যারে তাঁর, দেখেছেন নিজে,
পরশন কোরেছেন অপবিত্র ভাবে।
জ্ঞান তাঁর একরূপ তাঁহারি প্রশ্রয়ে
হইয়াছে সঙ্ঘটিত এ পাপঘটনা।

অজিৎ। ওহো, সত্য তাহা যদি, এখনি আমার
হৃদয় শোণিত যেন দুর্গন্ধ, গলিত,
ঘৃণাকর কুষ্ঠরসে হয় পরিণত।
সর্ব্বাধম নরপ্রেত বিশ্বাস ঘাতক
সাথে যেন চিরদিন ঘোষে মোর নাম।
সুযশঃ সৌরভ মোর হেন দুষ্টবাসে
হয় যেন পরিণত, মম আগমনে
ঘ্রাণশক্তিহীন যেই সেও ঘৃণাকরি
করে যেন পলায়ন নাসিকা আবরি।
যেন লোকে অতি ক্রূরব্যাধিগ্রস্ত মত
করে দূরে পরিহার সংসর্গ আমার।

সত্য। মহারাজ! চন্দ্র, সূর্য্য, প্রতি গ্রহতারা
সাক্ষী করি যদি এবে করেন শপথ,
নারিবা তথাপি তাঁর মতি ফিরাইতে।
উদ্বেলিত জলধিরে নিষেধ যেমন
ধাইতে শশাঙ্কপানে, যুক্তি বা শপথে
তেমতি প্রয়াস তব জানিবা রাজন্!
বিনাশিতে ভ্রান্তি তাঁর, হোয়েছে নির্ম্মিত
যাহা তাঁর বিশ্বাসের দৃঢ় ভিত্তি পরে।
যতকাল দেহে প্রাণ থাকিবে তাঁহার,
এ ভ্রান্তি অটল তাঁর রবে ততদিন।

অজিৎ। এই ভ্রান্তি বল দেখি জন্মিল কেমনে?

সত্য। নহি অবগত আমি। এইমাত্র জানি,
কেমনে জন্মিল এই বৃথা তর্ক হোতে
পরিহার শ্রেয়স্কর জন্মিয়াছে যাহা।
অতএব হয় যদি ভরসা রাজন্!
অধীনের সততায় করিতে বিশ্বাস,
এ হৃদয় পেটিকায় আছে যাহা মম
সুনিহিত, বাঁধা লয়ে যাইবা যা আজি
নিজপুরে, ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করি
অদ্যই রজনীযোগে করুন প্রস্থান।
আমি তব অনুচরপারিষদগণে
গোপনে সকল কথা করিয়া বিদিত
পশ্চাতের দ্বার দিয়া এক দুই করি
দিব সবে পুরী হোতে করি নিষ্কাশিত।

আর নিজ কথা মোর, ভাবিয়াছ মনে
ভাগ্যলক্ষ্মী তব করে করিব অর্পণ ;
যে কারণ এ রহস্য হইলে প্রকাশ
এ রাজ্যে না স্থান আর হইবে আমার।
দ্বিধা ইথে মহারাজ, না করিবা আর।
আছিলেন মাতাপিতা ধার্ম্মিক আমার ;
ল'য়ে তাঁহাদের নাম কহি দিব্য করি,
সত্য কথা আপনারে বলেছি সকলি।
কিন্তু চান্ যদি তাহা করিতে প্রমাণ,
আর নাহি মহারাজ পাইবা আমায়।
কিন্তু রাখিবেন মনে, নিজে রাজ্যেশ্বর
কোরেছেন্ পণ যার প্রাণদণ্ড তরে,
তা'র জীবনের হোতে তব এ জীবন
কখনই তিলমাত্র নহে নিরাপদ।

অজিৎ। আর নহে, বাক্যে তব হোয়েছে প্রত্যয়,
মুখ দেখি বুঝিয়াছি অন্তর তাহার।
এখন সাহায্য মোরে কর মন্ত্রিবর !
এ বিপদে, এ অকূলে হও কর্ণধার।
কহিতেছি সত্য করি, আসন তোমার
আজি হোতে পার্শ্বে মোর রবে চিরদিন
গৃহযাত্রা তরে মোর প্রস্তুত সকলি ;
জলযান বাঁধা তীরে, প্রজাগণ মম
আছে দুইদিন হোতে মম প্রতীক্ষায়।
জ্বলিয়াছে ঈর্ষ্যানল আজি যাঁর তরে,

সামান্যা নহেন তিনি, রমণী রতন।
সে রতন ধরামাঝে দুর্লভ যেমন,
ঈর্ষ্যা তাঁর তরে তত হইবে প্রবল।
পতিও যেমন তাঁর মহাশক্তিধর,
বেগ তা'র সেইমত হইবে ভীষণ!
বিশেষতঃ, মনে যবে হইবে তাঁহার
এতদিন বন্ধুভাবে ছিল যে দুর্ম্মতি
সেই দুষ্ট নতশির করিল তাঁহারে,
প্রতিহিংসা চেষ্টা আরো হবে ভয়ঙ্কর।
ভয়ে অবসন্ন মোর হোতেছে হৃদয়।
ক্ষিপ্রতা! এক্ষণে হও সহায় আমার,
এস শান্তি! সতীলক্ষ্মী মহিষীর প্রাণে,
এবে লক্ষ্যীভূতা তা'র—আহা অভাগিনী!
বিনাদোষে, অবিচারে, অন্যায় সন্দেহে।
সত্যব্রত! পিতৃসম হেরিব তোমায়,
এ বিষম দেশ হোতে যদি কোন রূপে
বাঁচাইয়া লয়ে যেতে পারহ আমায়।
এস শীঘ্র, এই স্থান করি পরিহার।

সত্য। এ পুরীর পশ্চাতের দ্বার পথ গুলি
সমস্তই আছে ন্যস্ত মম অধিকারে।
নাহি চিন্তা তার তরে। অনুগ্রহ করি
কার্য্যকালে শুধু মাত্র রহিবা তৎপর।
আর নহে মহারাজ! আসুন এক্ষণে।

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

১ম দৃশ্য—মলয়রাজভবনস্থ কক্ষ।

(তমালিনী, হিরণ্ময় ও সহচরীগণের প্রবেশ।)

তমা। অমলা, এই বালককে তোমাদের কাছে একবার নিয়ে রাখতো, আমি এর উৎপাতে অস্থির হোয়ে পোড়েছি।

১মা সখী। কুমার, লক্ষ্মীটি, এদিকে এসত, আমায় নিয়ে খেলা কোরবে ?

হির। না, আমি তোমাদের কাউকেই চাইনা।

১মা সখী। কেন কুমার ?

হির। তোমরা আমায় বড্ড জোরে চুমো খাও, আর আমার সঙ্গে এম্‌নি কোত্তে থাক যেন আমি আজো ছেলেমানুষটী আছি।

১মা সখী। আচ্ছা কুমার, তুমি আমায় ভালবাস ?

হির। বাসি বই কি ?

১মা সখী। কেন বাস ?

হির। তোমার কালো কুচ্‌কুচে জোড়াভুরু দুটীর জন্যে ভালবাসি তা' মনে কোরোনা। তা' নাহলেও লোকে কিন্তু বলে জোড়া ভুরুতে এক এক জন মেয়ে মানুষকে দিব্বি দেখায়। তা'বোলে তা'তে বেশী চুল থাকতে পাবে না, দেখ্‌তে ধনুকের মত, কিম্বা তুলি দিয়ে আঁকা অর্দ্ধচন্দ্রের মতনটী হবে, তবেই ঠিক মানাবে।

২য়া সখী। এসব কথা তোমায় কে শেখালে ?

হির। শেখাবে আবার কে, আমি মেয়েমানুষের মুখ দেখে আপনিই শিখিচি।

১মা সখী। তোমরা সব শুন্‌লে একবার, শুন্‌লে? দেখ কুমার, তোমার জননীর প্রসবের দিন যেরূপ নিকট হোয়ে পোড়েছে, তাতে অল্পদিনের মধ্যেই আর একটী নব রাজকুমারের সেবায় আমাদের নিযুক্ত হোতে হবে। সে সময় যদি তোমার সেবারও ভার পাই, তাহোলে তখন আমাদের নিয়ে যে রঙ্গ কোত্তে ইচ্ছা হয় কোরো।

২য়া সখী। এই কয়দিনের মধ্যে রাজমহিষী দিব্যি হৃষ্টপুষ্টটী হোয়ে উঠেছেন, এখন প্রার্থনা এই যে মা ভগবতী সুফল দিন্।

তমা। তোমাদের মধ্যে কিসের জটলা হোচ্চে গা? এস হিরণ্ময়, এইবার আমার অবকাশ হোয়েছে, এখন আমার কাছে বোসে একটী ভাল দেখে গল্প বল দেখি শুনি।

হির। কি রকম গল্প? হাসির না কান্নার?

তমা। যাতে বেশ হাসির কথা আছে।

হির। এ সময়ে দুঃখের গল্পই বেশ লাগে। আমি বেশ একটী ভূতের গল্প জানি।

তমা। তবে সেইটীই বল। এস, বোস, আর তোমার ভুতপেত্নীর্ কথা বোলে আমাদের ভয় দেখাতে থাকো। সে কাযে তুমি খুব পটু তা' আমি জানি।

হির। একটা লোক—

তমা। অমন কোরে নয়, আগে ভাল হোয়ে বোস তার পর বল।

হির। একটা পোড়ো বাড়ীর পাশে থাকতো। আমি চুপিচুপি বোলবো, ঐ উচ্চিংড়ে গুলোকেও শুন্‌তে দোব না।

তমা। সেই বেশ, তবে আমার কানে কানে বোলবে এস।

(নীলকেতু, দেবদাস, সভাসদ ও প্রতিহারীগণের প্রবেশ।)

নীল। পেয়েছিলে দেখা দুরাত্মার? ছিল সঙ্গে
অনুচরগণ? সত্যব্রত ছিল সাথে?

১ম সভা। দেবদারুকুঞ্জপাশে দেখিলাম সবে
ছুটিতেছে মহাবেগে। জীবনে কখন
দেখিনাই কাহাকেও ছুটিতে এমন।
স্বচক্ষে দেখিনু আমি ঊর্দ্ধশাসে গিয়া
পোতোপরি আরোহণ করিল সকলে।

নীল। শত ধন্যবাদ আমি দেই আপনারে,
তিলমাত্র অনুমান নহে মিথ্যা মোর,
নহে মিথ্যা বিন্দুমাত্র সন্দেহ আমার।
ধন্য মানি, কিন্তু ধিক্ হেন ধন্যবাদে।
ওহো অজ্ঞানতা ভাল ছিল ইহা হোতে!
বারিপাত্রে কৃমিকীট, অজ্ঞানতা বশে
বারিপান করি লোক যায় ঘরে চলি;
নাহি করে ঘৃণাবোধ, যেহেতু তখন
জ্ঞানপাপে মন তা'র নহে কলুষিত।
কিন্তু কেহ সে বীভৎস বারিউপাদান
যদ্যপি দেখায় তা'রে, দেয় জানাইয়া
কি রসে রসনাসিক্ত হোয়েছে তাহার,
কণ্ঠনালী বিদারিত করে সে তখনি,
অন্ত্রনাড়ী ফেলে ছিঁড়ে বমন হিল্লোলে।
সেইমত দশা হায় হোয়েছে আমার।
পান করিয়াছি বারি, হেরিয়াছি পরে

কৃমিকীট ; সত্যব্রত, পাপী দুরাচার
সহায়, —ঘটক তা'র আছিল একাযে।
তলে তলে ষড়যন্ত্র হোয়েছিল ঘোর
রাজ্য, প্রাণ, সিংহাসন হরিতে আমার!
অবিশ্বাস্য ছিল যাহা সত্য এবে হেরি।
সেই দুষ্ট নরাধম, বিশ্বাসঘাতক
নিযুক্ত করিনু যা'রে আপনার ভাবি,
পূর্ব্বে হোতে শত্রুপক্ষে ছিল নিয়োজিত।
সেই দুষ্ট করিয়াছে মন্ত্রণা প্রকাশ।
এবে আমি শক্তিহীন, উপায়বিহীন
ক্রীড়ার পুত্তলী মাত্র তাহাদের করে।
পশ্চাতের পুরীদ্বার খুলিল কেমনে?

১ম সভা। তাহারি অনুজ্ঞাক্রমে। আদেশ তাহার
প্রভুর আদেশ প্রায় মানিত সকলে,
একথা প্রভুই নিজে জানেন আপনি।

নীল। বিলক্ষণ জানি তাহা। দে মোরে বালকে।
বড় পুণ্যবল মোর নহেক ইহার
পরিপুষ্ট কলেবর তব স্তন্যপানে।
যদিও সাদৃশ্য মোর আছে এর সনে,
তথাপি ইহার দেহে পাপরক্ত তোর
রহিয়াছে প্রবাহিত যথেষ্ট এখনো।

তমা। একি রঙ্গ মহারাজ! একি ভাব হেরি!
করিছ কি পরিহাস অধীনীর সনে?

নীল। কে আছিস হেথা হোতে লয়ে যা বালকে,

কদাপি না আসে যেন নিকটে ইহার।
লয়ে যা এখান হোতে। নিজে সাধ কোরে
গর্ভে স্থান পাপীয়সী দিয়াছে যাহারে,
তাহারে লইয়া ভ্রষ্টা থেলুক এক্ষণে।
পাপিষ্ঠ অজিৎসিংহ জনক তাহার,
সেই দুষ্ট হোতে এই গর্ভের সঞ্চার।

তমা। আমি বলিতেছি তাহা কখনই নয়।
যাহাই বলনা মুখে, অন্তরে তোমার
সে কথায় কখনই হবেনা প্রত্যয়,
শপথ লইয়া আমি পারি তা' বলিতে।

নীল। সভ্যগণ! এর পানে দেখহ চাহিয়া,
দেখ সবে ভালরূপে নিরীক্ষণ করি।
দেখি মাত্র সকলেই চাহিবে বলিতে
এ রমণী বাস্তবিক বটে রূপবতী,
কিন্তু মন তোমাদের কহিবে তখনি
বড় ক্ষোভ এই নারী নহে পতিব্রতা।
বাহ্যরূপ হেরি এর প্রশংসিবে সবে,
—বাস্তবিকই প্রশংসারযোগ্য তাহা বটে,—
তারপর নিন্দুকের আছে যেই রীতি,
মাথানাড়া, টেপাটিপি,চোখ ঠারাঠারি
করি সবে,—ওহো ধৈর্য্য নাহি রহে আর—
কহিবে গম্ভীর ভাবে সতী ইনি বটে।
যাইহোক কহিতেছি শুন সর্ব্বজন,
শুন নিজ পতি মুখ হইতে ইহার,

প্রাণে শেলসম যার বাজিবে কহিতে,
ভ্রষ্টা,—ব্যভিচারে রতা এই পাপীয়সী !

তমা। কে আছে পাপিষ্ঠ হেন কহিবে আমায়।
যদি কেহ থাকে হেন পাষণ্ড বর্ব্বর,
নারকী মনুষ্যকুলে অধম সে জন।
কিন্তু প্রভু তব মুখে শুনি হেন কথা
ভ্রান্তি মাত্র শুধু তাহা করি বিবেচনা।

নীল। ভ্রান্তি মাত্র !—ভ্রান্তিবশে তাই গুণধরি
ভেবেছিলে নীলকেতু অজিত পামরে !
আরে ভ্রষ্টা, কালামুখী, কুলকলঙ্কিনী !
কিন্তু না না, হেন ভাবে না ভাষিব তোরে।
কি জানি বর্ব্বরজনে দৃষ্টান্তে আমার
অতিক্রম করি পাছে শিষ্টতার সীমা
রাজ্যেশ্বর ভিখারীতে ভেদজ্ঞান ভুলি
ভাবে হেন উচ্চ নীচ সবাকার সনে।
দ্বিচারিনী এই নারী বলিয়াছি সবে,
কার সনে সেকথাও শুনেছ সকলে।
আরো গুণ সভ্যগণ শুনহ ইহার
রাজদ্রোহ মহাপাপে লিপ্তা পাপীয়সী,
নরাধম সত্যব্রত সহায় ইহার।
সেও এরে বিলক্ষণ জানে ভ্রষ্টা বলি
জঘন্য কুলটা প্রায়, যে কথা ইহার
দুরাচার নায়কের পাপসঙ্গ হোতে
অন্তরে একাকী নিজে মনে ও ভাবিলে

মাথা হেট কালামুখী করিবে লজ্জায়।
এ পাপিষ্ঠা তাহাদের পলায়নকথা
তলে তলে সমস্তই আছে অবগত।

তমা। ধর্ম্মসাক্ষী, আমি এর কিছুই না জানি।
বিনাদোষে অপবাদ দিতেছ আমায়
একথা পশ্চাতে মনে বুঝিবে যখন,
ভেবে দেখ সে সময় কত মনস্তাপ,
কত ক্ষোভ হবে নাথ! ভুঞ্জিতে তোমায়।
ভ্রম হোয়েছিল তব একথা তখন
স্বীকারো করহ যদি, তথাপি একালি
নারিবে সম্পূর্ণরূপে মুছাতে আমার।

নীল। সে আক্ষেপ কভু মোরে হবেনা করিতে।
স্থাপিত বিশ্বাস মোর যেই ভিত্তি'পরে
তাহা যদি অমূলক হয় সারহীন,
এ বিপুলা মেদিনীও নহে যোগ্যা তবে
ধরিবারে বালকের ক্রীড়ার কন্দুক।
শীঘ্র করি কারাগারে লয়ে যা ইহারে।
যে কেহ কহিবে কথা স্বপক্ষে ইহার,
সেও অপরাধী গণ্য হবে মোর পাশে।

তমা। বুঝিলাম গ্রহকোপে পড়েছি এক্ষণে।
রহি ধৈর্য্যধরি এবে, দেখি কত দিনে
চান্ মুখ তুলে বিধি অভাগীর পানে।
সভ্যমহাশয়গণ! অন্যনারী মত
নাহি জানে অভাগিনী করিতে রোদন।

নয়নে নীহার-বিন্দু আড়ম্বর বিনা
শুখাবে করুণাধারা হয়তো সবার।
কিন্তু যে গভীর শোক দাবানল সম
জ্বলিছে এ অভাগীর নিষ্পাপ-হৃদয়ে,
দাহনের জ্বালা তার জানিবা সকলে
আরো খরতর আঁখি-প্লাবনের হোতে!
এবে মহাশয়গণ! মিনতি আমার
নিজ নিজ উদারতা মনস্বিতাগুণে
করিবা এ দুখিনীর চরিত্র বিচার।
কে আসিবে, কর আসি রাজাজ্ঞা পালন।

নীল। শুনিবি কি দুষ্টগণ আদেশ আমার?

তমা। কে আছে অভাগী সনে যাইবে তথায়।
মহারাজ! দয়া করি সহচরীগণে
দেহ অনুমতি মোর রহিতে নিকটে।
দেখিতেছ দশা মোর, অতি প্রয়োজন
তাই প্রভু এই ভিক্ষা মাগিতেছি পদে।
কেঁদনা সরলাগণ! কি হেতু রোদন?
রোদনের কিছুই তো নাহিক কারণ।
কারা মোর যোগ্যস্থান জানিবে যখন,
যত পার অশ্রুপাত করিও সকলে
আসিব ফিরিয়া যবে কারাগার হোতে।
এ সকল জেনো মোর মঙ্গলের তরে।
চলিলাম মহারাজ! নাহি সাধ মনে
ছিল কভু শোকাতুর হেরিতে তোমায়,

আশা করি এইবার পাব তা' দেখিতে।
এস সহচরীগণ! হোয়েছে আদেশ।

নীল। যা সকলে আজ্ঞামত কার্য্য কর গিয়া।

(রক্ষীপরিবেষ্টিতা তমালিনী ও সখীগণের প্রস্থান।)

১ম সভা। মহারাজ! কহিতেছি কৃতাঞ্জলি করি
আজ্ঞা দিন মহিষীরে ফিরায়ে আনিতে।

দেব। একবার স্থিরভাবে দেখুন বুঝিয়া
হোতেছেন মহারাজ প্রবৃত্ত কি কাযে।
যেন শেষে ন্যায়, ধর্ম্ম, বিচারের নামে
নাহি হয় অত্যাচার, অন্যায়পীড়ন।
তিন মহাজনে ফলভুঞ্জিবে ইহার,
আমাদের রাজ্ঞীমাতা, কুমার, আপনি।

১ম সভা। দেবী তরে এ জীবন পারি বিসর্জ্জিতে।
অন্তর্যামী ঈশ্বর ও আপনার কাছে
পবিত্রা, নিষ্পাপ তিনি ; একথা আমার
গ্রহণ যদ্যপি প্রভু করেন আপনি,
এই দণ্ডে বলিদান দিব এজীবন।

দেব। দেবীর চরিত্র যদি হয় কলুষিত,
তবে আর ভার্য্যা ছাড়ি কভু না রহিব,
সহচর হোয়ে সাথে রব সদা তার।
যথা যাব ভার সনে যাইব যুগলে,
যতক্ষণ পরশিব, দেখিব তাহারে
ততক্ষণ মাত্র তারে করিব বিশ্বাস।
দেবী যদি আমাদের কুপথগামিনী,

তা' হোলে রমণীমাঝে ধর্ম্ম নাহি আর,
রমণীর প্রতি অংশ পাতকে নির্ম্মিত।

নীল। বলিতেছি চুপ কোরে থাকহ সকলে।

১ম সভা। নরনাথ!—

দেব। কহি প্রভু! আপনারি মঙ্গলের তরে,
আমাদের হিত হেতু নহে নরনাথ।
এবে দেখিতেছি কোন ধূর্ত্ত আপনারে
উত্তেজিত করিয়াছে মিথ্যা কথা বলি।
নরকেও স্থান নাহি হবে পিশাচের।
ওহো, যদি পাপিষ্ঠেরে পাইতাম এবে,
পদাঘাতে রাজ্য ছাড়া করিতাম তারে।
রাজ্ঞীদেবী আমাদের কলঙ্কিনী যদি,
তিনটী দুহিতা মম আছে নরনাথ,
পঞ্চম, নবম, আর দশম বয়সে
সবে মাত্র পদার্পণ করিয়াছে তা'রা,
তাহারাই প্রায়শ্চিত্ত করিবে তাহার।
এই অপবাদকথা সত্য হয় যদি,
কহিতেছি তব পাশে করিয়া শপথ
তাহাদের নারীধর্ম্ম দিব ঘুচাইয়া,
চতুর্দ্দশ কাহাকেও হবেনা দেখিতে
জন্মদান করিবারে জারজ-সন্তানে।
উত্তরাধিকারী তা'রা আমার সংসারে।
জন্মিবে তা'দের গর্ভে এহেন সন্তান,
তা'র চেয়ে আপনারে নপুংসক করি

নিঃসন্তান রহিলাম নাহয় সংসারে।

নীল। থামো আর কাজ নাই বৃথা বাক্য ব্যয়ে।
শবের নাসিকা যথা লভিতে আঘ্রাণ
বুঝিতে এ সব কথা তুমিও তেমতি।
আমি দেখিতেছি সব, বুঝিতেছি সব,
তুমিও অন্তরে নিজ এই ক্রিয়া মম
বুঝিতেছ যেইরূপ। আরো বুঝিতেছি
কলের পুতুল মাত্র বুঝিছে যাহারা।

দেব। তাই সত্য যদি, তবে সাধুতার তরে
অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় আর নাহি প্রয়োজন।
এ জঘন্য ক্লেদময় মলিন সংসারে
কণামাত্র নাহি তার জুড়াতে মানবে।

নীল। কি ?—তবে কি বিশ্বাসের যোগ্য নহি আমি ?

দেব। যোগ্য অবশ্যই প্রভু, এ ক্ষেত্রে কেবল
প্রভুবাক্য মিথ্যা হোক দাসের কামনা।
সন্দেহ হইলে সত্য তব নরনাথ !
যে আনন্দলাভ হৃদে হইত আমার,
তার চেয়ে শতগুণে হব আনন্দিত
রাজ্ঞী ধর্ম্মশীলা সত্য পারিলে জানিতে।
এই স্পষ্ট কথা মোর, ইহাতে আমায়
যত দোষ দিতে হয় দিবেন আপনি।

নীল। নাহি কাজ বাক্যব্যয় করি তব সনে,
রাজা আমি, স্বেচ্ছামত চলিব আমার।
রাজত্ব, প্রভুত্ব মোর, যাচক হইয়া

ডাকে নাই তোমাদের মন্ত্রণার তরে।
তবে যে সে অধিকার পেয়েছ সকলে,
সে কেবল দয়া গুণে জানিও আমার।
ইহাও মূঢ়ের মত নাহি বুঝ যদি,
অথবা বুঝিয়া যদি নির্ব্বোধের মত
ভান করি সত্য কথা না চাহ বুঝিতে
মোর মত, তোমাদের মন্ত্রণায় মোর
জেনো আর কিছু মাত্র নাহি প্রয়োজন।
ক্ষতি, বৃদ্ধি, লাভালাভ যা' কিছু ইহাতে
ন্যায়মত সমস্তই জানিবা আমার।

দেব। অধীনেরো সেই মত ইচ্ছা নরনাথ।
এ বিষয়ে অধিক না আড়ম্বর করি
হোত ভাল করিলেই নীরবে বিচার।

নীল। কেমনে হইবে তাহা বল দেখি মোরে?
হয় তুমি বুদ্ধিহারা বয়সের দোষে
নয় তুমি জড়মতি আজন্ম-বাতুল।
সত্যব্রত পাপিষ্ঠের গুপ্ত পলায়ন,
সেই সনে দোঁহাকার অতীব কুৎসিৎ,
কদর্য্য প্রণয়াচার, আরো বহুতর
অকাট্য প্রমাণ যাহা হোয়েছে সঞ্চিত
কেবল প্রত্যক্ষবিনা, সমস্ত বিচারি
হোতে হইয়াছে মোরে প্রবৃত্ত এ কাযে।
তথাপি সহসা হেন গুরুতর কাযে
অধীরতা অনুচিত বিচারিয়া মনে

সন্দেহনিরাস তরে বারাণসীধামে
পাঠায়েছি দুইজন সুযোগ্য সচিব
আনিবারে মহেশের প্রত্যাদেশ লিপি।
তথা হোতে দেবলিপি হইলে আগত
প্রকাশ পাইবে সব। সেই লিপি মতে
নিরস্ত কি অগ্রসর হোতে হবে মোরে
যাহা কিছু সমস্তই করিব নির্ণয়।
কি বলহ? হইয়াছে এ যুক্তি কেমন?

১ম সভা। উত্তম হোয়েছে প্রভু।

নীল। যদি ও সন্দেহ মোর নাহিক কিছুই,
কিম্বা জানিয়াছি যাহা তা'হোতে অধিক
নাহি সাধ জানিবার, তথাপি জগতে
আছে হেন অজ্ঞানান্ধবিশ্বাসী অনেকে
সত্যালোকে কিছুতে না আসিবে যাহারা,
তাহাদের মনোগত সংশয়, উদ্বেগ
ঘুচিবে নিশ্চয় এই দেবলিপি হোতে।
আরো ভাবিতেছি মনে পাপিষ্ঠা রাজ্ঞীরে
রাখিব নির্জ্জন পুরে অবরুদ্ধ করি।
কি জানি দুর্বৃত্তগণ যেই কুমন্ত্রনা
কোরেছিল, যদি দুষ্টা নিজ অংশ তার
কার্য্যে পরিণত করি ঘটায় প্রমাদ।
এস সভাসদগণ, প্রকাশ্য সভায়
কহিব এ সব কথা পুরবাসীগণে।
যেহেতু এরূপ কার্য্যে আমাদের প্রতি

সকলের শ্রদ্ধা আরো হইবে বর্দ্ধিত।

দেব। হাস্যাস্পদ হোতে মাত্র হইবে সবারে
সত্যকথা লোক মাঝে হইলে প্রকাশ।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(কারাগারবহিঃস্থ কক্ষ।)

(মলিনা ও অনুচরগণের প্রবেশ।)

মলিনা। যাও শীঘ্র কারাধ্যক্ষে আন গিয়া ডাকি,
কে আমি তাহাও তারে বোলো প্রকাশিয়া।

(অনুচরের প্রস্থান।)

সাধ্বি সতি! ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজপুরী
নহে যোগ্য পদরেনু ধারিতে তোমার,
হায়, কারাগারে দেবি! কেন তুমি আজি?

(কারাধ্যক্ষের সহিত অনুচরের পুনঃ প্রবেশ।)

কহ ভদ্র! পরিচয় জান কি আমার?

কারা। জানি দেবি! নারীকুল-গৌরব আপনি,
সম্মানের পাত্রী মোর, নমস্কার পদে।

মলিনা। একটী মিনতি তবে রাখহ আমার,
লয়ে চল সঙ্গে করি মহিষী সদনে।

কারা। এই অনুরোধ দেবি নারিব রাখিতে,
আছে ইথে নৃপতির সম্পূর্ণ নিষেধ।

মলিনা। নিরীহ সাক্ষাৎকার-অভিলাষী জনে
যাহে সাধ্বী অভাগীরে না পায় দেখিতে

কত চেষ্টা, আড়ম্বর দেখ তা'র তরে!
ভাল তাই যেন হোল, আছে কি নিষেধ
নারীগণ সনে তাঁর করিতে সাক্ষাৎ?
যে কেহ তাদের মাঝে?—অমলার সনে?

কারা। তবে দেবি, আপনার অনুচরগণে
দয়া করি অপেক্ষিতে বলুন অদূরে,
আসিতেছি অমলারে লইয়া এখনি।

মলিনা। যাও তবে ত্বরা করি লয়ে এস তারে,
যাও অনুচরগণ, রহ গিয়া দূরে।

(অনুচরগণের প্রস্থান।)

কারা। আর এক কথা দেবি, সাক্ষাতের কালে
রব আমি উপস্থিত দোঁহার সম্মুখে।

মলিনা। তাই হবে। তব পাশে ব্যগ্রতা আমার
যাও শীঘ্র, ত্বরা করি লয়ে এস তারে।

(কারাধ্যক্ষের প্রস্থান।)

কি যন্ত্রণা! অকলঙ্কে কলঙ্কী করিতে
কত চেষ্টা, আড়ম্বর দেখহ হেথায়!

(অমলাকে সঙ্গে লইয়া কারাধ্যক্ষের প্রবেশ।)

বল সুভাষিনি! দেবী আছেন কেমন?

অমলা। রাজ্যেশ্বরী বনবাসে সম্ভব যেমন।
আরো আছে সমাচার, দুঃখভয়াবেগে—
আহা, সে কোমল প্রাণে সয় কি গো এত,—
হোয়েছেন মহারাণী প্রসূতা অকালে।

মলিনা। কি সন্তান? পুত্র না দুহিতা?

অমলা। অপূর্ব্ব দুহিতানিধি, দিব্য সুস্থকায়,
হেরি আশা হয় যেন রহিবে জীবিত।
এসেছে জননীপ্রাণে অনেক সান্ত্বনা
হেরি সন্তানের মুখ। সতত নির্জ্জনে
সম্বোধন করি দেবী কহেন তাহারে
"আহা মোর কারাবাসী দুঃখী প্রাণধন!
তোর্ মত আমিও রে নিষ্পাপ, নির্দ্দোষী।
মলিনা। আমি ও শপথ করি পারি তা' বলিতে।
মহারাজ ভয়ঙ্কর উন্মত্ত এখন,
হিতাহিত নাহি জ্ঞান,—ছি ছি ধিক্ তাঁয়!
একথা অবশ্য তাঁরে জ্ঞাপন উচিত,
বলিতেও অবশ্যই হইবে তাঁহারে।
এই কার্য্য রমণীর, এ কার্য্যের ভার
লব নিজ করে আমি। যদি সে সময়
কহিতে উচিত কথা ত্রুটী কিছু করি,
দগ্ধ হোয়ে যায় যেন রসনা আমার,
প্রদীপ্ত, আরক্তমুখী হইলেও রোষে
যেন না নিঃস্বরে তায় ভেরীর ঝঙ্কার।
অমলে! মিনতি মোর, যাও দেবী পাশে,
নতি, নমস্কার মোর জানাইয়া পদে
বল তাঁরে, শিশুটীরে করিয়া বিশ্বাস
যদি তিনি মোর করে পারেন সঁপিতে,
এখনি লইয়া গিয়া দেখাই রাজারে
মুক্তকণ্ঠে সমর্থন করি পক্ষ তাঁর।

কে পারে বলিতে এবে শিশুরে হেরিয়া
গলিবে না করুণায় হৃদয় তাঁহার।
নিষ্পাপ, সারল্যময়, নীরব অধর
কহে প্রাণে, বাক্যবল নিষ্ফল যখন।

অমলা। গুণবতি! দয়াধর্ম্ম যেরূপ তোমার,
তাহে যেই কার্য্যভার লয়েছ স্বেচ্ছায়,
সিদ্ধিলাভ অবশ্যই ঘটিবে তাহাতে।
এই গুরুকার্য্য তরে রমণীসমাজে
নাহি হেরি কাহাকেও যোগ্যা তব সম।
ক্ষণকাল পার্শ্বগৃহে করহ বিশ্রাম,
এখনি আসিব আমি রাজ্ঞীপাশ হোতে
জানাইয়া এ উদার সংকল্প তোমার।
মহিষীও এই মত বাসনা প্রকাশ
করিতেছিলেন অদ্য শুনিয়াছি আমি।
কিন্তু পাছে বাক্য তাঁর রক্ষা নাহি হয়
এই ভয়ে মন্ত্রিগণে কোন উপরোধ
করিবারে হয় নাই ভরসা তাঁহার।

মলিনা। অমলে, যাইয়া তুমি বলহ দেবীরে
আমি গিয়ে তাঁর হোয়ে বলিব রাজারে।
নির্ভীক হৃদয় মোর, তেমতি নির্ভয়ে
শুনাতে দু'চারি কথা পারি তাঁরে যদি,
বলিও নিশ্চয় মনে থাকিতে তাঁহারে
নিশ্চয় কল্যাণ তাঁর করিব সাধন।

অমলা। ঈশ্বর করুন দেবী কল্যাণ তোমার।

চলিলাম রাজ্ঞীপাশে, অনুগ্রহ করি
অগ্রসরি আরো কিছু আসুন নিকটে।

কারা। সকলি বুঝিনু দেবি। এখন রাজ্ঞীর
হয় যদি অনুমতি পাঠাতে শিশুরে,
জানিনা পশ্চাতে মোর কি আছে কপালে
বিনা রাজাজ্ঞায় যদি ছাড়ি শিশুটীরে।

মলিনা। সে কারণ কোন শঙ্কা নাহি ভদ্র তব।
ছিল শিশু বন্দী হোয়ে জরায়ু মাঝারে,
মহাশক্তি প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মে
মুক্তিলাভ করিয়াছে সে বন্ধন হোতে,
তা'র পরে অধিকার নাহি তব আর।
বিশেষতঃ ক্রোধপাত্র নহে সে রাজার ;
কিম্বা যদি মহিষীরো থাকে অপরাধ,
শিশু দায়ী হোতে নাহি পারে তার তরে।

কারা। এই মত মনে দেবি আমারো ধারণা।

মালিনা। কোন ভয় নাহি তব। ঘটিলে বিপদ
করিতেছি অঙ্গীকার ধর্ম্মসাক্ষী করি,
প্রাণপণে রক্ষা আমি করিব তোমায়।

(প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য।

(মলয়রাজভবনস্থ কক্ষ)

(নীলকেতু, দেবদাস, সভাসদ ও অনুচরগণের প্রবেশ।)

নীল। নাহি রাত্রি নাহি দিন অশান্তি নিয়ত।

এরূপে বহন করা জীবনের ভার
হৃদয়ের দুর্ব্বলতা—ক্ষীণতা কেবল।
এই অশান্তির হেতু— অর্দ্ধেক কারণ
সেই ভ্রষ্টা যদি নাহি রহিত জীবিত
পারিত প্রবোধিতে হৃদয়ে আমার;
যে হেতু সে নরাধম লম্পট ভূপাল
হস্ত বহির্ভূত মোর; পরশিতে তা'রে
কূটনীতি, চক্র মোর অক্ষম এখন।
আছে দুষ্টা কিন্তু বাঁধা নিগড়ে আমার।
গিয়াছে সে মৃত্যুমুখে অথবা অনলে
এসংবাদ যদি কেহ দেয় মোরে আসি,
হৃদয়ে অর্দ্ধেক শান্তি আসে মোর ফিরে।
কে ওখানে?

১ম অনু। প্রভু! নরনাথ!

নীল। কুমার কেমন আছে জানহ সংবাদ?

১ম অনু। গতরাত্রে হইয়াছে সুনিদ্রা তাঁহার,
আশা হয় রোগশান্তি হইয়াছে তাঁর।

নীল। কত উচ্চ দেখ এই বালকের প্রাণ!
ভাবি মনে জননীর কলঙ্কের কথা
একেবারে ম্রিয়মাণ হোয়েছে বালক!
নাহি সে আনন্দ আর, সদাই মলিন,
জননীর অপমান লয়ে নিজ শিরে
মনঃক্ষোভে নিদ্রাহার বিসর্জ্জন দিয়া
ছিন্ন কুসুমের মত গিয়াছে শুখায়ে।

যাও সবে, দেহ মোরে একাকী থাকিতে।
যাও, দেখ গিয়া এবে আছে সে কেমন।

(অনুচরের প্রস্থান।)

ছি ছি তার কথা মনে ভাবিব না আর!
যত ভাবি তার' পরে প্রতিহিংসা তরে,
প্রতিহিংসাশক্তিশেল তারে না পরশি
আসে ঘুরে পুনর্ব্বার আমারি হৃদয়ে।
নিজে দুষ্ট মহাবল, দুর্জ্জয়প্রতাপ,
মিত্রবল সেই মত প্রবল তাহার।
থাকুক সে নরাধম জীবিত সংসারে
উপস্থিত যতদিন না হয় সুযোগ।
আপাততঃ প্রতিহিংসা-পিপাসা আমার
মিটাইব এই দুষ্টা কুলটারে দিয়া।
সত্যব্রত নরাধম, পাপাত্মা অজিৎ
দোঁহে মিলি উপহাস করিছে আমায়
মোর দুঃখে তাহাদের আনন্দ এখন।
এই হাসি, এ আনন্দ হোতনা করিতে,
পাইতাম যদি দোঁহে আয়ত্তে আমার।
আপাততঃ উপস্থিত পেয়েছি যাহাকে
তারে আর এ জীবনে হবেনা হাসিতে।

(শিশুকে অঙ্কে লইয়া মলিনার প্রবেশ।)

১ম সভা। রহ দূরে, প্রবেশের নাহি অনুমতি।
মলিনা। না বলিবা হেন কথা, বরঞ্চ একাযে
হোন এ সময়ে সবে স্বপক্ষ আমার

রাজ্ঞীর জীবন—আহা! নির্দ্দোষী সরলা
সতীর জীবন হোতে এতই কি তব
অত্যাচারী নৃপতির শাসনের ভয়?

দেব। যথেষ্ট হোয়েছে, আর না কহ অধিক।

২য় অনু। রজনীতে নিদ্রা দেবি! হয় নাই তাঁর,
আজ্ঞা তাঁর কেহ যেন না যায় নিকটে।

মলিনা। অত উষ্ণ মহাশয় নাহি হও মোরে।
আমি তাঁরে নিদ্রা দিতে এসেছি হেথায়।
আপনারা সকলে ত আশে পাশে তাঁর
নীরবে ছায়ার মত ঘুরিয়া ফিরিয়া,
অনর্থক দীর্ঘশ্বাস ফেলি তাঁর সনে
করিছেন পুষ্ট তাঁর অনিদ্রা কারণ।
আমি আসিয়াছি বার্ত্তা লয়ে তাঁর তরে
মধুর অথচ সত্য, মহৌষধি সম,
তাঁহার অনিদ্রাব্যাধি প্রতিকার তরে।

নীল। কে ওখানে? গোলযোগ কি হেতু হেথায়?

মলিনা। গোলযোগ নহে প্রভু, আবশ্যক কথা
হইতেছে আপনার বিষয় লইয়া।

নীল। কি প্রকার?—দেবদাস আমি না তোমায়
বলেছিনু পত্নী তব না আসে এখানে?
আসিবে এ জানি আমি। এখনি উহারে
দেহ বহিষ্কৃত করি এই স্থান হোতে।

দেব। বিস্তর নিষেধ প্রভু করেছি উহারে,
বলেছি আসিলে রুষ্ট হইবা আপনি,

আমিও করিব রোষ, তথাপি বারণ
শোনে নাই মহারাজ! কিছুতে আমার।

নীল। নাহি পার আপনার ভার্য্যারে শাসিতে?

মলিনা। অবশ্য পারেন তাহা কুকার্য্য করিলে।
কিন্তু এ বিষয়ে স্থির জানিবেন মনে,
ধর্ম্মপালনের তরে অধর্ম্ম করিয়া
তব মত কারাগারে না পাঠালে মোরে
নারিবেন কোনমতে শাসিতে আমায়।

দেব। দেখ, দেখ, কথা এর শোন একবার।
মহারাজ! এই নারী শাসন না মানি
লয় যবে নিজ'পরে কর্ত্তৃত্বের ভার,
দিই আমি স্বেচ্ছামত চলিতে উহারে,
কিন্তু কভু দেখিনাই অপথে যাইতে।

মলিনা। নরনাথ! পাদপ্রান্তে আসিয়াছি তব
দয়া করি নিবেদন শুনুন আমার।
এ অধিনী আজ্ঞাকারী কিঙ্করী তোমার,
মন্ত্রী, বৈদ্য, চিরদিন হিতঅভিলাষী।
তথাপি, দেখিতে তব আত্মীয় যাঁহারা
কাল্পনিক দুঃখে তব তাঁহাদের মত
করিতে সান্ত্বনাদান অনভ্যস্ত বলি
অন্যভাবে দেখা দিতে হোয়েছে সাহসী।
এবে প্রভু, অবধান করুন বচন,
আপনার পতিব্রতা রাজ্ঞী পাশ হোতে
আসিতেছি আমি প্রভু লইয়া বারতা।

নীল কি ? পতিব্রতা ?

মলিনা। পতিব্রতা মহারাজ, পতিব্রতা তিনি,
আমি বলিতেছি প্রভু তিনি পতিব্রতা।
মূঢ়শ্রেষ্ঠ এ সভায় হইতামো যদি
পারিতাম তর্কবলে করিতে প্রমাণ
পতিব্রতা মহারাজ রাজ্ঞী আপনার।

নীল। বলে বহিষ্কৃত করি দেহ প্রগল্‌ভারে।

মলিনা। ছাখো যা'র আছে তিল নয়নের মায়া
সে যেন কদাপি নাহি স্পর্শ করে মোরে।
কার্য্য সারি স্বইচ্ছায় যাব আমি চলি,
দেহ মোরে কার্য্যশেষ করিতে হেথায়।
মহিষীর গর্ভজাত এ নব কুমারী
আপনারি মহারাজ ! আসিয়াছি লয়ে
তবপাশে, আশীর্ব্বাদ করুন শিশুরে।

(শিশুকে সম্মুখে স্থাপন।)

নীল। দূর ! দূর ! এ পাপিষ্ঠা পুরুষ ডাকিনী !
শীঘ্র দূর কুটিনীরে কর হেথা হোতে।

মলিনা। কহিলা যা' নহি আমি। অনভিজ্ঞ আমি
সেই কাযে, আখ্যাদানে আপনি যেমন।
সাধ্বী আমি মহারাজ ! উন্মাদ আপনি।
যেইমত দিনকাল পোড়েছে এখন,
তাহে যা'রা এ সংসারে আপনার মত
তাহারাই আজকাল সাধু এ জগতে।

নীল। বিদ্রোহী পামরগণ ! এখনো ইহারে

হেথা হোতে দূরীভূত করিবি না তোরা ?
দে উহারে জারজেরে, মতিচ্ছন্ন ! মূঢ় !
হতভাগা !—অধঃপাতে নারীবুদ্ধি শুনি
গিয়াছিস্ একেবারে ?—নে তুলি জারজে।
নে তুলিয়া বলিতেছি। এখনি এটারে
দে তুলিয়া ওই বুড়া কুট্টিনীর করে।

মলিনা। সাবধান, দগ্ধ হোয়ে যাবে হস্ত তব
উঁহার কল্পিত বাক্যে জারজ বিচারি
ঘৃণাভাবে কুমারীরে লহ তুলে যদি।

নীল। এই মূঢ় দেখিতেছি ভীত নারী ভয়ে।

মলিনা। হোত ভাল আপনিও ওই মত হোলে।
তা হোলে ঔরসজাত আপন সন্তানে
নাহি ভাবিতেন কভু অপরের অপরের বলি।

নীল। যত রাজ-বিদ্রোহীর মণ্ডলী হেথায় !

দেব। রাজদ্রোহী মহারাজ, নহি কভু আমি।

মলিনা। আমিও না মহারাজ। এই সভা মাঝে
নাহি কেহ রাজদ্রোহী একজন বিনা,
সেইজন মহারাজ ! স্বয়ং আপনি।
আপনি তো মহারাজ, নিজ সন্তানের,
মহিষীর, আপনার অকলঙ্ক নাম
কোরেছেন সমর্পণ বিদ্রোহীর মত
অসি হোতে তীক্ষ্ণধার নিন্দুকের মুখে।
আপনি তো বারেকও না ভাবেন আপন
ভ্রান্তিপূর্ণ, অমূলক, অন্তঃসারহীন

ধারণা করিতে দূর ; করাইবে কেহ
বড় ক্ষোভ এ সভায় নাহি লোক হেন।

নীল। এ দুর্ম্মুখী শতমুখী, পতিরে জিনিয়া
আসিয়াছে অবশেষে জ্বালাতে আমায়।
এই পিণ্ড নহে জাত কভু আমা হোতে,
পাপাত্মা অজিৎসিংহ জনক ইহার।
লয়ে যা সম্মুখ হোতে। এখনি জারজে
পাপিষ্ঠা জননী সনে বাঁধিয়া ইহার
ভস্মীভূত কর গিয়া জ্বলন্ত আগুণে।

মলিনা। আপনারি মহারাজ! এ কন্যা সন্তান,
আপনারি মত হের সকলি ইহার।
সভ্য মহাশয়গণ! দেখুন সকলে
যদিও অকৃতিরেখা শিশু কলেবরে
হয় নাই পরিস্ফুট তেমন এখনো,
পিতৃ সনে কিছু ভেদ নাহিক ইহার,
জনকের অবিকল প্রতিরূপ যেন!
আঁখি মুখ, ওষ্ঠাধর, নাসিকা, ললাট,
ভ্রূভঙ্গী, অঙ্গুলী, নখ, বাহুর গঠন
ওইমত অবিকল। চিবুক কপোলে
ওইমত সুললিত কূপ মনোহর,
ওই সুধামাখা হাসি নধর অধরে।
পিতৃ অনুরূপ করি হে মাতঃ প্রকৃতি!
গড়েছ শিশুরে তুমি, সেইমত তব
থাকে যদি অধিকার মানস-নির্ম্মাণে,

যাহা ইচ্ছা দিও তা'য়, দিওনা কেবল
ঈর্ষ্যা জনকের মত বালিকা-হৃদয়ে।
কি জানি পিতার মত সংশয়ে মজিয়া
আপন সন্তানে বালা যদ্যপি আপন
পতির ঔরসজাত নাহি ভাবে মনে!

নীল। দুর্বিনীতা পাপীয়সি!—স্ত্রীবাধ্য পামর!
এখনো না মুখবন্ধ করিবি উহার,
মৃত্যুদণ্ড তোর প্রতি উচিত এখনি।

দেব। এ কার্য্যে অক্ষম রাজ্যে পতি আছে যত
মৃত্যুদণ্ড তাহাদের করুন বিধান,
দুইদিনে প্রজাশূণ্য হবে রাজ্য তব।

নীল। কহিতেছি দে ইহারে করিয়া বিদায়।

মলিনা নিতান্তই স্বষ্টিছাড়া, যোগ্যতা বিহীন
প্রভুতে অধিক আর পারে কি করিতে।

নীল। এখান করিব দগ্ধ তোরে পাপীয়সি!

মলিনা। কর তাই, গ্রাহ্য নাহি করি তা'র তরে।
দুষ্টজনে দিবানিশি জ্বালায় আগুণ,
নহে দুষ্ট যেইজন জ্বলে সে আগুণ!
স্বেচ্ছাচারী আপনারে না কহি রাজন!
কিন্তু যেই আচরণ কল্পনাপ্রসূত
কেবল সন্দেহে মাত্র করিয়া নির্ভর
করিছেন আপনার মহিষীর প্রতি,
তাহে স্বেচ্ছাচার কথা স্বতঃ আসে মনে।
নিন্দাভাগী নহে শুধু, কলঙ্কী জগতে

হোতে হবে এর তরে জানিও তোমায়।

নীল। রাজভক্তি এ সভায় কারো যদি থাকে,
কহিতেছি, শীঘ্র দূর কর এ দুষ্টারে।
স্বেচ্ছাচারী কহে মোরে সম্মুখে আমার!
হইতাম বাস্তবিক তাহাই যদ্যপি
কোথায় রহিত এবে জীবন উহার?
তাহোলে এতকি ওর হইত সাহস
করিতে এমন উক্তি কভু মোর প্রতি?
শীঘ্র দূর হেথা হোতে করহ উহারে।

মলিনা। করে ধরি নাহি কর বল প্রদর্শন,
নিজে আমি হেথা হোতে যাইতেছি চলি।
মহারাজ! দেখিবেন রহিল হেতায়
শিশুকন্যা তব,—নিজ অঙ্গজা তোমার।
বিভু দয়াময় আনি দিন মিলাইয়া
আমা হোতে শক্তিমান্ সহায় ইহারে।
বল প্রকাশিয়া আর হইবে কি কায।
তোমাদেরো বলি যাঁরা আছ পারিষদ,
হইয়া ব্যথার ব্যথী যাঁহারা উহার
নিরন্তর দুর্ব্বুদ্ধির দিতেছ প্রশ্রয়,
নহ হিতকারী কেহ তোমরা উহার;
কেহ নয়, তোমাদের একজনো নয়।
তাই ভাল, হইতেছি বিদায় এখন।

(প্রস্থান।)

নীল। রাজদ্রোহী দুরাচার! তুইতো ভার্য্যারে

দিয়াছিস্ শিখাইয়া আসিতে হেথায়।
আমার সন্তান এই? দূর দূর দূর!
হেথা হোতে এই দণ্ডে লইয়া ইহারে
দগ্ধ কর্ নিজে গিয়া জ্বলন্ত আগুনে।
যেমন মমতা তোর এ জারজ'পরে,
তেমতি এ কার্য্য তোরে হইবে করিতে
নিজ করে, অন্য কেহ নারিবে করিতে।
নে ইহারে শীঘ্র করি ভূমি হোতে তুলি।
নে এখনি। রীতিমত প্রমাণ সহিত
এই দণ্ডে সমাচার দিতে চাস্ মোরে
আজ্ঞা মোর যথামত হোয়েছে পালন;
নতুবা আপন বলি যা কিছু সংসারে
আছে তোর, এককালে সমস্ত সহিত
নিশ্চয় বিনাশ তোরে করিব সমূলে।
ইথে অসম্মত হোয়ে নিদারুণ কোপে
পড়ি মোর মরিবারে চাহিস্ যদ্যপি
সে কথাও মোর কাছে বল স্পষ্ট করি;
নিজে আমি জারজেরে আছাড়ি পাষাণে
স্বহস্তে মস্তক চূর্ণ করিব উহার,
যেহেতু ন্যায়তঃ ইহা কর্ত্তব্য আমার।
যা' এখনি অগ্নিকুণ্ডে লইয়া ইহারে,
যে কারণ তোরি শিক্ষা প্রবর্ত্তনাবশে
পাপীয়সী পত্নী তোর এসেছিল হেথা।

দেব। হেন কার্য্য আমা হোতে হয় নাই প্রভু!

মহামতি সভ্যগণ আছেন সভায়,
দয়া করি সকলেই পারেন বলিতে
এ বিষয়ে অধীনের নাহি অপরাধ।

১ম সভা। মোরাও বলিতে প্রভু! পারি তা' সকলে।
সভাগৃহে বনিতার আগমন হেতু
অপরাধ কিছুমাত্র নাহিক উঁহার।

নীল। এ সভায় প্রবঞ্চক—মিথ্যুক সকলে।

১ম সভা। এত হেয়জ্ঞান প্রভু এ অধীনগণে
না করিবা দয়া করি মোদের মিনতি।
আশ্রিত কিঙ্কর মোরা, চিরদিন ধার
করেছি বিশ্বস্তভাবে সেবা আপনার।
সেই সমুদায় সেবা, আরো ভবিষ্যতে
যত সেবা শ্রীচরণে হইবে অর্পিত,
সমস্তের বিনিময়ে পুরস্কার বলি
মাগিতেছি ভিক্ষ এই, করুণা করিয়া
এ সংকল্প পরিহার করুন আপনি।
পরিণাম অতিশয় ভীষণ ইহার।
মোরা দেব! কৃতাঞ্জলি,—নতজানু হোয়ে
শ্রীচরণে এই ভিক্ষা মাগিতেছি সবে।

(সকলের নতজানু হইয়া অবস্থান)

নীল। বাসনা তরঙ্গে আমি তৃণ সবাকার!
শুনিতে জারুমুখে পিতৃ-সম্বোধন
হইবেক ধরিতে কি জীবন আমায়?
নিজেরে ধিক্কারদান হইতে তখন

নহে কি দাহন শ্রেয়ঃ বরঞ্চ ইহারে ?
কিন্তু থাক, কায নাই বধিয়া উহারে,
নাহি কায এ দু'য়ের কোন কিছু করি।
একবার এইদিকে এস দেখি তুমি
তুমিই না এতক্ষণ করুণায় গলি
মধুমুখী পত্নী তব ঝঙ্কারিণী সনে
বক্তৃতা করিতেছিলে মোড়ল হইয়া
সকাতরে জারজের জীবনের তরে ?
এবে বল দেখি এই জারজের তরে—
জারজ যে কিছু মাত্র নাহিক সন্দেহ—
কিবা ত্যাগ পার তুমি করিতে স্বীকার ?

দেব। যাহা আজ্ঞা করিবেন ধর্ম্মঅবতার,
আর আছে অধীনের সাধ্যে যাহা কিছু।
অন্ততঃ কয়েক বিন্দু শোণিত এ দেহে
আছে যাহা, তা'ও পারি করিবারে পণ
রক্ষিতে নির্দ্দোষী জনে মৃত্যুমুখ হোতে ;
যাহা কিছু মোর পক্ষে হইবে সম্ভব।

নীল। অসম্ভব নহে যাহা করিব আদেশ।
কর দেখি সত্য তবে অসি স্পর্শ করি
যে আজ্ঞা করিব তাহা করিবে পালন।

দেব। তব পাশে মহারাজ করিনু শপথ
আজ্ঞা তব সাধ্য মত করিব পালন।

নীল। শুন তবে বাক্য মোর প্রণিধান করি,
কহি যাহা সেই মত কার্য্য কর গিয়া।

জেনো মনে কোন অংশে অন্যথা তাহার
কর যদি; নহে শুধু একার তোমার,
দুর্ম্মুখী পত্নীরে তব ধরি তব সাথে
এককালে প্রাণদণ্ড করিব দোঁহার।
ক্ষমা দান করিয়াছি এবার তাহারে।
প্রজা তুমি, বিত্তভোগী, অধীন আমার,
তব প্রতি আজ্ঞা মোর, এ নারী জারজে
লয়ে গিয়া কোন দূর মরুময় স্থানে
রাজ্যের বাহিরে মোর, এসহ করিয়া
বিসর্জ্জন, কিছুমাত্র না করি মমতা,
অরক্ষিত, অনাবৃত গগনের তলে,
দিয়া রক্ষাভার নিজ অদৃষ্টে উহার।
দৈবযোগে মোর কাছে এসেছে যেমন
সেইরূপ, ন্যায়মত করিয়া বিচার
দিনু আজ্ঞা, দৈবোপরি করিয়া নির্ভর
এস এরে পরিত্যাগ করিয়া বিজনে
জীবন মরণ ওর যা থাক্ কপালে!
এই আজ্ঞা কর যদি লঙ্ঘন আমার,
কঠোর দেহের শাস্তি, মৃত্যুদণ্ড তথা
হবে পরিণাম-ফল ভুঞ্জিতে তোমায়।
লহ তুলি, কর গিয়া আদেশ পালন।

দেব। করিতেছি সত্য প্রভু! করিব পালন
আজ্ঞা তব প্রাণপণে, কিন্তু অভাগীর
ইহাহোতে একেবারে মৃত্যু ছিল ভাল।

আয় তবে অভাগিনি ! অন্তরীক্ষচারী
শক্তিমান্ দয়াশীল দেবদূত কোন
দেন শিখাইয়া যেন বিহঙ্গিনীগণে
হইবারে ধাত্রী তোর ! শুনিয়াছি নাকি
শার্দ্দূল ভল্লুক আদি বনজন্তুগণে
স্বভাবিক ভীষণতা পরিহার করি
কোরেছে এরূপ দয়া মানবসন্তানে।
আসি তবে মহারাজ ! এই কর্ম্মফলে
অবশ্যম্ভাবী যাহা, তাহোতে অধিক
বৃদ্ধিলাভ আপনার হউক সংসারে।
আর তুই কালদণ্ডে দণ্ডিতা অভাগি !
আয় তবে, দীননাথ হউন সহায়
রক্ষিবারে তোরে এই নিষ্ঠুরতা হোতে !

(শিশুকে লইয়া প্রস্থান)

নীল। আমি অপরের বংশ নারিব পালিতে।

২য় পারি। মহারাজ ! দণ্ড পূর্ব্বে সমাচার লয়ে
আসিয়াছে বার্ত্তাবহ, অমাত্য যুগল
এসেছেন নিরাপদে বারাণসী হোতে।
দ্রুতগতি তরী হোতে অবতীর্ণ হোয়ে
রাজসভা অভিমুখে আসিছেন দোঁহে।

১ম পারি। অতি শীঘ্র দুইজনে আসিয়াছে ফিরি।

নীল। ত্রয়োবিংশ দিন তা'রা আছিল প্রবাসে,
অবশ্য সত্বর ইহা হইবে বলিতে।
ইথে অনুমান করি প্রভু বিশ্বনাথ

দিবেন সত্বর করি রহস্য প্রকাশ।
হও সভাসদগণ! প্রস্তুত সকলে।
দুশ্চারিণী মহিষীর বিচারের তরে
আহ্বান করহ মম বিচারকগণে।
যেমন প্রকাশ্য ভাবে করিয়াছি তা'রে
অপরাধী, সেই মত সভামাঝে তা'র
হইবেক ন্যায়মত প্রকাশ্য বিচার।
যতক্ষণ পাপীয়সী রহিবে জীবিত,
নাহি শান্তি ততক্ষণ হৃদয়ে আমার!
যাও হেথা হোতে সবে, চিন্তা কর গিয়া
কিরূপে করিবে মম আদেশ পালন।

সকলে নিষ্ক্রান্ত।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—মলয়োপদ্বীপস্থ বন্দর।

(সুমিত্র ও বসুভূতির প্রবেশ।)

সুমিত্র। মনোহর জলবায়ু, সুন্দর শ্যামল
ক্ষেত্রগুলি ফলফুলে সদা সুশোভিত।
কি সুন্দর দেবালয়! সুখ্যাতি তাহার
ইতিপূর্ব্বে লোকমুখে শুনেছিনু যাহা
তা' হোতেও শতগুণে যোগ্য প্রশংসার।

বসু। যাহা কিছু দেখিয়াছি কহিব সভায়।

পবিত্র গম্ভীর মূর্ত্তি পুরোহিতগণ,
তাঁহাদের শুদ্ধশুচি বেশ আভরণ
আমার তো স্বর্গজাত হোয়েছিল মনে।
আর দেখেছিলে সেই বলির ব্যাপার!
কি আশ্চর্য্য ক্রিয়া সব! কেমন গম্ভীর,
কেমন অদ্ভুত এক অপার্থিব ভাব
দেখেছিলে লক্ষ্য করি যজ্ঞাহুতি কালে!

সুমিত্র। কিন্তু সকলের হোতে আমার বিচারে
অলৌকিক মহেশের প্রত্যাদেশবাণী।
শ্রবণবধিরকর জলদ-নিঃস্বনে
অকস্মাৎ দৈববাণী হইল যখন
আমি তো না একেবারে ছিলাম আমাতে!

বসু। এ ভ্রমণ সুখকর অথচ সত্বর
হইয়াছে যেইরূপ, সেইমত যদি
মহিষীর পক্ষে ফলে সুফল ইহাতে,
—আহা! বিভু দয়াময় করুন তাহাই—
এ ভ্রমণে কালব্যয় সার্থক মোদের।

সুমিত্র। শুভদাতা বিশ্বনাথ করুন তাহাই।
রাজ্ঞীপরে অনুচিত দোষারোপ করি
এই যে ঘোষণা সব হোতেছে প্রচার
এ সকল ভাল মোর নাহি লাগে প্রাণে।

বসু। চলিয়াছে যেইরূপ কার্য্য খরভাবে
তাহে হয় কার্য্যশেষ, অথবা অচিরে
সব তথ্য এককালে হইবে প্রচার।

প্রভু শঙ্করের নিজ পুরোহিত করে
মুদ্রাঙ্কিত প্রত্যাদেশ হইলে বিদিত
অপূর্ব্ব রহস্য কোন হইবে প্রকাশ।
যাও গিয়া অন্য অশ্ব কর আনয়ন,
জয় শম্ভো! কোরো দেব সুফল প্রদান।

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য—মলয়দ্বীপ, বিচারালয়।

(রাজা নীলকেতু, অমাত্য ও রাজকর্ম্মচারিগণ যথাস্থানে আসীন।)

নীল। মহাদুঃখে প্রকাশিয়া কহিতেছি সবে
এবিচার অনুষ্ঠান অতি ক্লেশকর
পক্ষে মোর। অভিযুক্তা রাজার দুহিতা,
পত্নী মম, প্রাণতুল্য প্রিয়পাত্রী মোর।
লোকে মোরে স্বেচ্ছাচারী না পারে কহিতে,
সেকারণ হইয়াছি প্রকাশ্য বিচারে
অগ্রসর। রীতিমত চলিবে বিচার,
দণ্ড, মুক্তি যা হবার হউক তাহাতে।
কে আছ, সত্বর গিয়া অপরাধিনীরে
কর অনি উপস্থিত বিচার মন্দিরে।

কর্ম্ম। প্রভু দিতেছেন আজ্ঞা মহিষী স্বয়ং
উপস্থিত হোন্ এবে বিচারের তরে।
স্থির হও সবে।

(রক্ষিপরিবেষ্টিতা তমালিনী তৎসঙ্গে মলিনা ও অন্যান্য সখীগণের প্রবেশ।)

নীল। পাঠ কর অপরাধকথা।

কর্ম্ম। (পঠন) মলয়েশ্বর মহারাজ নীলকেতুর মহিষী তমালিনি! তোমার প্রতি অভিযোগ এই, তুমি সিংহলাধিপতি অজিৎসিংহের সহিত ব্যভিচার, ও তোমার পতি মলয়েশ্বর মহারাজ নীলকেতুর প্রাণ-বিনাশের জন্য সত্যব্রতের সহিত গোপনে ষড়যন্ত্র করায় মহারাজ-বিদ্রোহ অপরাধে অপরাধী হইয়াছ; এবং তোমাদের চক্রান্তের কিয়দংশ ঘটনাক্রমে প্রকাশিত হওয়ায়, তুমি তমালিনি! প্রজাধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া তাহাদিগকে নিরাপদ করণের জন্য রজনীযোগে পলায়নের পরামর্শ ও সাহায্য প্রদান করিয়াছ।

তমা। মহারাজ! অধিনীরে যেই অপরাধে
করিছেন অপরাধী, মোর প্রতিবাদে
নহে খণ্ডনীয় তাহা কদাপি যখন,
বিশেষতঃ নিজবাক্য প্রমাণ ব্যতীত,
অন্য সাক্ষী যবে কিছু নাহিক আমার,
"নহি অপরাধী আমি" একথা বলিয়া
কিবা ফলোদয় মোর হইবে এক্ষণে?
সাধ্বী আমি অবিশ্বাস হোয়েছে যেকালে,
শত সত্য কহিলেও বচন আমার
সমস্তই মিথ্যা বলি হইবে গৃহীত।
তথাপি নিশ্চয় করি কহিতেছি সবে,
সর্ব্বসাক্ষী ভগবান্ থাকেন যদ্যপি,
—আছেন অবশ্য নাহি সন্দেহ তাহাতে,—
মিথ্যাঅভিযোগকারী লাজে অধোমুখ
নির্দ্দোষীর সন্নিধানে হইবে নিশ্চয়,
অত্যাচারী সহিষ্ণুতা নেহারি তাহার

স্মরি নিজ অপরাধ কাঁপিবে অন্তরে।
তুমি প্রভু! প্রকাশিছ যদিও এক্ষণে
অজ্ঞভাব, দুঃখিনীর জানতো সকলি
অতীত জীবন কথা; পতিপদধ্যান,
পতিসেবা, একাগ্রতা, আছিল যেমন
জীবনের ব্রত তার, তেমনি এক্ষণে
এমন কঠোর শাস্তি দিয়েছ তাহারে,
ইতিহাস নারে দিতে তুলনা তাহার;
নহে তুষ্ট তাহাতেও, আবাহন করি
তাহাই দর্শকগণে এনেছ আবার
দেখাইতে রঙ্গালয়ে নাটক যেমন!
হায়! মরমের ব্যাথা বলিব কাহারে;
রাজকন্যা, রাজরাণী, ভাবি রাজমাতা,
অর্দ্ধরাজ্যঅধীশ্বরী আমি অভাগিনী
আজি কিনা দীনভাবে দাঁড়ায়ে সভায়
প্রাণ মান ভিক্ষা হেতু এসেছি কাঁদিতে
সভাজন সন্নিধানে, দয়া করি যাঁরা
আগত শুনিতে মম দুঃখের কাহিনী।
এ জীবন যায় যাক ক্ষতি নাহি তা'য়;
কিন্তু মানধন মম নহে তো একার,
উত্তরাধিকারী তা'র আত্মীয় স্বজন,
তাই এত আকিঞ্চন করি তার তরে।
মহারাজ! ধর্ম্মসাক্ষী, বল দেখি মোরে
যত দিন তব পুরে সিংহলভূপতি

করেনাই আগমন, কত অনুগ্রহ,
কত দয়া অধিনীরে করিতে তখন,
কি গুণে করিতে তাহা বলত দাসীরে ?
তার পর কি কুকার্য্য করেছি এমন
যাহা হোতে এ দুর্গতি ঘটিল আমার ?
মহারাজ ! যদি কভু কায় বাক্য মনে
তিলমাত্র বিচলিত ধর্ম্মপথ হোতে
হোয়ে থাকি ক্ষণ তরে, এবিচার কালে
লৌহবৎ হয় যেন হৃদয় সবার ;
যেন মোর জ্ঞাতিবন্ধু আত্মীয়স্বজন
ছি ছি বোলে শতবার ধিক্কারে আমায়
অন্তিমবিদায় কালে এ সংসার হোতে।

নীল। অদ্যাপি এমন কথা শুনি নাই কভু,
পাপকার্য্যে লজ্জা বোধ না হয় যাহার
পাপকার্য্য গোপনে সে হোয়েছে কুণ্ঠিত।

তমা। যা' কহিলা সত্য বটে, কিন্তু মোর পরে
এ মন্তব্য হয় নাই কদাপি সঙ্গত।

নীল। নিজ দোষ কিছুতে না করিবে স্বীকার।

তমা। কখন না, দোষ বলি দিবে যা' আমারে।
অবশ্য স্বীকার করি নৃপতি অজিতে,
অপবাদ যার সনে দিতেছ আমায়,
জানায়েছি ভালবাসা, সখ্যতা, সদ্ভাব,
ন্যায়মত প্রাপ্য তাঁর আছিল যেমন ;
কিন্তু তাহা অসতীর নহে ভালবাসা,

অযোগ্য বা অনুচিত নহে কভু তাহা
আমা হেন রমণীর ; নিজে যেই মত
দিয়াছিলে অনুমতি বাসিবারে ভাল
সেইরূপ ভালবাসা, নহে অন্যমত।
সে আজ্ঞা লঙ্ঘন তব করিতাম যদি,
তব পাশে, আর সেই নবশিশু প্রায়
নিরীহ সরলপ্রাণ বন্ধুবর তব,
উভয়ের সন্নিধানে কৃতজ্ঞতাহীন,
অবাধ্য বলিয়া দোষী হোতে হোত মোরে।
আর কহিতেছ যেই ষড়যন্ত্র কথা,
কি বস্তু, কি আস্বাদন, নাহি জানি তার।
সত্যব্রত সাধুলোক এই মাত্র জানি,
দেশ ছাড়ি পলায়ন কেন সে করিল
দেবেরও অজ্ঞাত তাহা, আমি কি জানিব।

নীল। তার পলায়নতথ্য সমস্ত জানিতে।
তেমতি জানহ মনে কি কার্য্যের ভার
তাহার অবিদ্যমানে আছে তব করে।

তমা। মহারাজ! বাক্য তব না পারি বুঝিতে।
স্বপ্নের কল্পনাধীন তব এজীবন,
চাহ যদি, আছি দিতে প্রস্তুত এখনি।

নীল। তব কার্য্য গুণময়ি! স্বপন আমার!
নরাধম অজিতের পাপসহবাসে
গর্ভে তব জনমিল জারজসন্তান,
সে কেবল স্বপ্নমাত্র দেখেছিনু আমি!

হা নষ্ঠা! লজ্জার মাথা খেয়েছ যেমন
সত্যভাষে সেই মত দেছ জলাঞ্জলি!
যাক্, আর প্রতিবাদে নাহি প্রয়োজন,
লাভ হোতে ক্ষতি তাহে বরঞ্চ সম্ভব।
শোন্ বলি পাপীয়সি! গর্ভশ্রাব তোর
অসহায়, পরিত্যক্ত হোয়েছে যেমন,
কেহ জনকত্ব তা'র না করে স্বীকার,
—অবশ্য প্রকৃত পক্ষে, যা' কিছু ইহাতে
অপরাধ, তা'র হোতে তোরি সমধিক—
সেইমত ন্যায়দণ্ড হইবে ভুঞ্জিতে
শীঘ্র তোরে। অতি লঘু হয় শাস্তি যদি,
মৃত্যু বিনা অন্য দণ্ড না করিস আশা।

তমা। মহারাজ! মৃত্যুভয় দেখায়ো না মোরে।
যে বেতাল-ভয় মোরে দেখাইছ তুমি,
নিজে সাধ কোরে আমি খুজিতেছি তায়।
মোর কাছে মূল্যবান্ নহে এজীবন।
জীবনের সারসুখ, মস্তকের মণি,
কৃপা তব, বুঝিতেছি হারায়েছি আমি
ইহ জনমের মত; কিন্তু নাহি জানি
কিরূপে কেমনে তাহা গেল হারাইয়া।
দ্বিতীয় আনন্দ মোর, নয়নের নিধি,
দেহের প্রথম ফল, কুমারে আমার
ভিন্ন করি আমা হোতে রাখিয়াছ দূরে,
ব্যাধিগ্রস্ত হোতে লোকে রাখে যেইমত।

শিশুকন্যা অভাগিনী ছিল অবশেষে
সান্ত্বনার স্থল মোর ; আহা ! কি কুক্ষণে,
কি কুগ্রহে মরে যাই জনম বাছার,
অধরের স্তন্যধারা রহিল অধরে,
বক্ষঃ হোতে কেড়ে লয়ে বাছারে আমার
দিলে করি সমর্পণ হত্যাকারী করে !
কলঙ্কিনী বোলে মোরে করেছ রটনা
চারিধারে ; উচ্চনীচ সবাকার গৃহে
আছে সেই সেবারীতি নব প্রসূতার,
ক্রোধবশে তা' হোতেও করেছ বঞ্চিত
অভাগীরে ; অবশেষে আনিয়াছ টানি
এই জনসঙ্ঘ মাঝে, প্রকাশ্য সভায়,
না হইতে বলাধান দুর্ব্বল শরীরে !
কহ তবে মহারাজ ! কি সুখ জীবনে
আছে আর, যা'র তরে ডরিব মরিতে ?
তাই কহি, চলিতেছে চলুক বিচার।
কিন্তু এই নিবেদন শুনহ আমার,
দয়া করি ভ্রান্তিচক্ষে দেখনা আমায়।
এজীবন তৃণসম করি তুচ্ছজ্ঞান,
সতীত্ব সোনার নিধি, অমূল্য রতন,
মিথ্যা অপবাদ হোতে উদ্ধারের তরে
এত চেষ্টা, আকিঞ্চন কেবল আমার।
তথাপি সন্দেহবশে কেবল আমায়
কর অপরাধী যদি, ঈর্ষাসমুদ্ভূত

অসার, কল্পনাময় অনুমান বিনা
নাহি করি অন্য সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ,
কহি তবে, নহে নাম বিচার তাহার,
নাম তা'র অত্যাচার,—অন্যায়পীড়ন।
এবে মহাশয়গণ! বক্তব্য আমার
নাহি আর, প্রত্যাদেশে করিনু নির্ভর,
প্রভু বিশ্বনাথ মোর করুন বিচার।

১ম বিচারক। অতি ন্যায্য এ প্রার্থনা তব। যাও কেহ,
লয়ে এস মহেশের প্রত্যাদেশলিপি।

(কতিপয় কর্ম্মচারীর প্রস্থান।)

তমা। সিন্ধুপতি মহারাজ জনক আমার।
বড় খেদে সাধ হয় এ বিচারস্থলে
জীবিত থাকিয়া নিজে হেরিতেন আজি
প্রাণসমা দুহিতার দুর্গতি তাঁহার
করুণাপ্লাবিত নেত্রে, নহে রুষ্টআঁখি
প্রজ্বলিত নিদারুণ প্রতিহিংসা তরে।

(সুমিত্র ও বসুভূতিকে সঙ্গে লইয়া কয়েকজন কর্ম্মচারীর পুনঃপ্রবেশ।)

রাজকর্ম্ম। সুমিত্র অমাত্যবর! মন্ত্রি বসুভূতি!
করহ শপথ দোঁহে ধর্ম্মসাক্ষী করি
গিয়াছিলে দুইজনে বারাণসীধামে।
তথা হোতে মুদ্রাঙ্কিত প্রত্যাদেশ-লিপি
পুরোহিত হস্ত হোতে আসিয়াছ লয়ে
যথারীতি। আরো দোঁহে করহ শপথ,
মুদ্রাঙ্কিত আবরণ করিয়া মোচন

অন্তঃস্থিত গুপ্তলিপি কর নাই পাঠ।

বসু। তাহাই শপথ মোরা করিতেছি দোঁহে।

নীল। কর পাঠ ছিন্ন করি লিপিআবরণ।

রাজকর্ম্ম। (পঠন)

সাধ্বী সতী তমালিনী, অজিৎ সুজন।
সত্যব্রত অবিশ্বাসী নহে কদাচন॥
নীলকেতু দুরাচার, ঈর্ষাকুলমতি।
নব শিশুকন্যা তার সুজাত সন্ততি॥
নাহি যদি পুনর্ব্বার মিলে হারাধন।
শূন্য হবে মলয়ের রাজসিংহাসন॥

সভ্যগণ। ধন্য প্রভু বিশ্বনাথ, ধন্য দয়াময়।

তমা। ধন্য প্রভু।

নীল। ঠিক করিয়াছ পাঠ লিপির লিখন?

রাজকর্ম্ম। আজ্ঞা প্রভু, অবিকল আছে যা' লিপিতে।

নীল। সত্য নহে প্রত্যাদেশ, চলুক বিচার।
লিপি বাক্য আদ্যোপান্ত মিথ্যা সমুদায়।

(একজন দূতের প্রবেশ।)

দূত। প্রভু, প্রভু প্রভু কোথা? কোথা মহারাজ?

নীল। কেন দূত, কি হোয়েছে বল শীঘ্র করি।

দূত। মহারাজ! রসনায় সরেনা বচন।
শুনি বার্ত্তা মহিষীর হইবে বিচার,
কুমার তনয় তব নয়নের মণি
ইহলোক পরিহরি গিয়াছেন চলি।

নীল। কি বলিলে? গেছে চলি ইহলোক হোতে

দূত। আজ্ঞা প্রভু, এ সংসারে নাহি তিনি আর।

নীল। বুঝিলাম মহাকাল রুষ্ট মোর প'রে।
মোর অবিচারে ক্রুদ্ধ দেবতামণ্ডলী
হানি বজ্র প্রতিফল দিতেছেন মোরে।

(তমালিনী মূর্চ্ছিতা)

এ আবার কি বিপদ দেখহ এখানে।

মলিনা। এ বিষম সমাচার মৃত্যুশর সম
বাজিয়াছে সাঙ্ঘাতিক মহিষীর প্রাণে
একবার মহারাজ, আসিয়া এদিকে
দেখ চেয়ে, দেখ আসি কৃতান্তের লীলা!

নীল। লয়ে যাও হেথা হোতে তুলিয়া ইহারে।
শোকে অভিভূত মাত্র হোয়েছে হৃদয়,
এখনি হইবে পুনঃ চেতনাসঞ্চার।
অতিমাত্র করি নিজ সন্দেহে বিশ্বাস
করেছি কুকার্য্য অতি। কে আছ এখানে,
কহিতেছি তোমাদের মিনতি করিয়া,
সাবধানে করি কোন ঔষধি প্রয়োগ
কর চেষ্টা রক্ষিবারে জীবন ইহার।

(তমালিনীকে লইয়া মলিনা ও সখীগণের প্রস্থান।)

নীল। বিশ্বনাথ! দেবদেব! ক্ষম অপরাধ!
তব প্রত্যাদেশবাণী করি অবহেলা
যে কঠিন অপরাধ করিয়াছি পদে,
দয়া করি অধমেরে ক্ষম তা'র তরে।
আবার করিব সখ্য অজিতের সনে,

মহিষীর সনে পুনঃ প্রেমসম্ভাষণ
করিব নূতন করি ; সত্যব্রতে ডাকি
আনাইব সমাদরে প্রবাস হইতে।
প্রভুভক্ত, দয়াশীল ছিল সে ধার্ম্মিক
প্রকাশিয়া কহি আজ সবার সম্মুখে।
নিদারুণ ঈর্ষাবশে প্রতিহিংসা তরে,
প্রিয়মিত্র অজিতেরে হলাহলদানে
বিনাশিতে নিয়োজিত করেছিনু তারে ;
সে আদেশ কোনকালে হইত পালিত ;
কিন্তু সেই দয়াশীল সুবিজ্ঞ সচিব,
কৃতকার্য্যে পুরস্কার, অন্যথা করিলে
মৃত্যুভয় প্রদর্শন সত্ত্বেও আমার
উপেক্ষিয়া আজ্ঞা মোর মিত্রবর পাশে
দিয়াছিল সমস্তই করিয়া প্রকাশ ;
অবশেষে বিসর্জ্জিয়া অতুল সম্পদে,
একমাত্র করি শুধু ধরম সম্বল,
হেথা হোতে চিরতরে গিয়াছে সে চলি
অনিশ্চিত ভবিষ্যতে জীবন সঁপিতে।
আমার কলঙ্কে তা'র কি শোভা সুন্দর !
ধর্ম্মজ্যোতিঃ পাশে তার পাপাচার মম
দেখাইছে কি গভীর কালিমারঞ্জিত !

(মলিনার পুনঃ প্রবেশ।)

মলিনা। হায় ! হায় ! সর্ব্বনাশ হোয়েছে এদিকে !
ধর, ধর, ফেটে যায় হৃদয় আমার।

১ম সচিব। একি ভদ্রে! এ আবার কি ভাব তোমার?

মলিনা। কি কঠিন শাস্তি মোরে নিষ্ঠুর ভূপাল,
দিবে বলি স্থির করি রাখিয়াছ মনে?
রেখেছ কি শূল, পাশ? জ্বলন্ত অঙ্গার?
তপ্ততৈল? তুষানল? হোয়েছ প্রস্তুত
জীবন্তে করিতে মম চর্ম্ম উৎপাটন?
পুরাতন অথবা কি নূতন যন্ত্রণা
রাখিয়াছ উদ্ভাবিত করি মোর তরে?
যেহেতু বলিতে এবে আসিয়াছি যাহা
নহে মার্জ্জনীয় কভু; প্রতি বাক্য তার
লভিতে চরম শাস্তি যোগ্য তব করে।
নিষ্ঠুর হৃদয় তব ঈর্ষামত্ত হোয়ে
শুধু খেয়ালের বশে,—নিতান্ত বালক,
নিতান্ত তরলমতি বালিকারো যাহা
অযোগ্য,—বারেক মনে দেখহ ভাবিয়া
করেছে কি সর্ব্বনাশ! ভাবিলে সে কথা
উন্মত্ত, চেতনাশূন্য হইবে এখনি;
যেহেতু দুর্ব্বুদ্ধি তব নিদান তাহার।
মহাত্মা সিংহলপতি অজিতের সনে
কোরেছ যে আচরণ নৃশংসের মত
নাহি গণ্য করি তাহা অপরাধ বলি;
তাহাতে দুর্ব্বলচিত্ত, বিশ্বাসঘাতক,
মূর্খ তুমি এইমাত্র পেয়েছে প্রকাশ।
সত্যব্রত সদাশয় সচিবে তোমার

গিয়াছিলে মজাইতে রাজহত্যাপাপে,
সামান্য সে অপরাধ, নাহি গণি তাহা ;
তাহোতেও গুরুতর কঠিন পাতক
শিশুকন্যাবিসর্জ্জন শকুনির মুখে
নাহি গণি অপরাধ, যদিও সে কাযে
অতিক্রূর পিশাচেরো রক্তময় আঁখি
ঢালে উষ্ণ বারিধারা করুণায় গলি।
নাহি গণি কুমারের মৃত্যু শোচনীয়।
ঈর্ষামত্ত, মূঢ়মতি জনকের করে
সাধ্বী সতী জননীর লাঞ্ছনার কথা
ভাবি মনে নিরন্তর ক্ষোভে অপমানে,
তরুণ হৃদয় তাঁর গিয়াছে ভাঙ্গিয়া,
তারো তরে অপরাধী না করি তোমায়।
এবে কহি শেষ কথা বজ্রাঘাত সম!
শুন সবে, শুনি সবে কাঁদ উচ্চরবে
তুলি হাহাকার রোল ; প্রেমের প্রতিমা,
প্রিয়তমা, সুধাময়ী, লক্ষ্মী-স্বরূপিনী,
মলয়ের অধীশ্বরী, চিরানন্দময়ী
ইহলোকে নাহি আর। এ পাপের ফল
রুষ্ট দেবলোক হোতে অশনিনির্ঘোষে
হয় নাই অবতীর্ণ এখনো ভূতলে।

১ম সভা। মিথ্যা কথা, না করুন ঈশ্বর এমন।

মলিনা। আমি কহিতেছি তিনি নাহিক জীবিত।
বল যদি, করিতেছি শপথ এখনি।

শপথে কি বাক্যে যদি না হয় প্রত্যয়,
যাও নিজে, এস গিয়া স্বচক্ষে দেখিয়া।
পার যদি বর্ণভাতি নয়নে, অধরে,
প্রাণবায়ু, দেহতাপ ফিরাইতে তাঁর
তুষারশীতল দেহে, লুটিব চরণে,
দেবতা বলিয়া পূজা করিব তোমায়।
কিন্তু এ সকল তরে বৃথা শোক আর
নাহি কর হে নিষ্ঠুর! যতই বিলাপ,
যত শোক, অনুতাপ করনা এক্ষণে,
জেন মনে, এ দারুণ পাতকের ভার
টলিবে না বিন্দুমাত্র তব অশ্রুধারে!
তাই কহি, এ জীবনে নৈরাশ্য ব্যতীত
অন্য আশা আর কিছু না কর হেরিতে।
ঊষর ভূধরশিরে গভীর শিশিরে,
নিদাঘের ঝঞ্ঝাবাতে, অনাবৃত দেহে,
অনাহারে, ভূমিতলে নতজানু হোয়ে,
সহস্র সহস্র জন তব তরে যদি
প্রায়শ্চিত্ত করে দশ সহস্র বৎসর,
তথাপি না কোপশান্তি হবে দেবতার,
কৃপাদৃষ্টি তাঁহাদের নারিবে লভিতে।

নীল। বলে যাও যাহা ইচ্ছা বলিতে তোমার।
অধিক বলিবে কিবা, আমি সবাকার
লাঞ্ছনার শ্রেষ্ঠপাত্র হোয়েছি এক্ষণে।

১ম সভা। উঁহারে অধিক কথা নাহি বল আর।

ঘটনা যাহাই হোক্, রাজ্যেশ্বর সনে
করিছ যেরূপ ভাবে বাক্য আলাপন
তাহে ঘোর অপরাধ হোতেছে তোমার।

মলিনা। সে কারণ হইতেছি অতীব দুঃখিত।
যতকিছু অপরাধ করিতেছি এবে
পরিতাপ এরি তরে করিব আবার
জ্ঞান হোলে, নিজ দোষ বুঝিব যখন।
হায়! স্ত্রীবুদ্ধির বশে ধৈর্য্যহারা হোয়ে
কুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছি বিস্তর,
দিয়াছি বেদনা প্রাণে বিস্তর উঁহার।
কিন্তু গত, কিম্বা যার নাহি প্রতিকার,
নহে ত উচিত কভু শোক তার তরে।
মহারাজ! পদে তব মিনতি আমার
ক্ষোভ নাহি কর প্রভু দাসীর কথায়,
বরঞ্চ করহ দণ্ড বিচারে যা' হয়
স্মৃতি মাঝে আপনারে জাগায়েছি ব'ল
ভুলিবার যোগ্য যাহা চিরদিন তরে।
দয়াময়! রাজ্যেশ্বর! ধর্ম্মঅবতার!
এ অজ্ঞান অবলারে ক্ষম দয়া করি।
বড় ভাল বাসিতাম মহিষীরে তব—
না, না, মহিষীর কথা তুলিব না আর,
তুলিব না কথা তব সন্তানগণের,
অভাগা পতিরো মম পরিণামকথা
মুখে না আনিব আর, বুঝিতেছি মনে

হারায়েছি তাঁহারেও আমি অভাগিনী।
মহারাজ! ধৈর্য্যপাশে বাঁধুন হৃদয়,
কহিতেছি কথা আমি কহিব না আর।
নীল। ভালই কোরেছ সাধ্বি! শুনায়েছ মোরে
সত্যবাণী। অতি কটু হোলে ও তা' মোর
কৃপাপাত্র হোয়ে তব থাকা হোতে ভাল।
এক্ষণে মিনতি সতি! লয়ে চল মোরে
রাজ্ঞী মোর প্রাণাধিক কুমারের সনে
চিরনিদ্রা অভিভূত রয়েছে যথায়।
এক সমাধির তলে লভিবে বিশ্রাম
দুই জনে; তদুপরি স্মৃতি-নিকেতন
নির্ম্মাইয়া মধ্যে তার রাখিব লিখিয়া
তাহাদের শোচনীয় অন্তিমকাহিনী—
সুগভীর, চিরস্থায়ী কলঙ্ক আমার!
প্রতিদিন দরশন করিব সে স্থান,
বসি তথা অশ্রুপাত আজি হোতে মোর
হবে চিত্তবিনোদন উপায় কেবল!
যতদিন দেহে মোর রহিবে শকতি
জীবনের ব্রত এই রহিল আমার!
চল সে দারুণ দৃশ্য কোথা দেখি গিয়া।

(প্রস্থান।)

৩য় দৃশ্য—সিংহল সমুদ্রকূলবর্ত্তী নির্জ্জন প্রদেশ।

(শিশুকে লইয়া দেবদাস ও তৎপশ্চাৎ জনৈক নাবিকের প্রবেশ।)

দেব। ঠিক্ বুঝিতেছ মনে তরী আমাদের
আসিয়াছে সিংহলের সমুদ্রপুলিনে ?

নাবিক। আজ্ঞা প্রভু! সেইমত হইতেছে বোধ।
কিন্তু হইতেছে ভয়, বড়ই কুক্ষণে
তরী হোতে তীরে মোরা এসেছি নামিয়া।
ধীর, স্তব্ধ আকাশের মূর্ত্তি ভয়ানক
সম্মুখে তুমুল ঝড় করিছে সূচনা।
মনে লয় যেই কার্য্যে আসিয়াছি মোরা
তাহে রুষ্ট দেবগণ আমাদের প্রতি
করিছেন স্বর্গহোতে ভ্রূকুটীচালনা।

দেব। শুভ ইচ্ছা তাঁহাদের হউক পূরণ।
যাও পোতে, সাবধানে রক্ষা কর তরী,
কার্য্য সারি শীঘ্র আমি আসিতেছি ফিরে।

নাবিক। কার্য্যশেষ সাধ্যমত করিবা সত্বর ;
আর কদাচিৎ নাহি করিবা গমন
দ্বীপমাঝে বহুদূর সিন্ধুকূল হোতে।
আসিছে প্রবল ঝড় ; আরো আছে ভয়,
চিরখ্যাত এ প্রদেশ বন্যপশু তরে।

দেব। যাও তুমি, পিছে আমি যেতেছি এখনি।

নাবিক। ভাগ্য ভাল এই দায়ে পেনু অব্যাহতি।

(প্রস্থান।)

দেব। তবে জনমের মত আয়রে অভাগি!
শুনিয়াছি লোকমুখে, কিন্তু কোনকালে
করি নাই সে কথায় বিশ্বাস কখন
মৃতআত্মা আসে পুনঃ ভ্রমিতে ধরায়।
সত্য যদি সে প্রবাদ, গতনিশাকালে
হেরিয়াছি অভাগিনী জননীরে তোর।
এমন জাগ্রত প্রায় অদ্ভুত স্বপন
হেরি নাই এ জীবনে কখন আমার।
দেখিলাম যেন এক রমণীমূরতি
আসিয়া সম্মুখে মম হইল উদয়।
অতি ম্রিয়মাণ শোকে, মস্তক তাহার
এক হোতে অন্যদিকে পড়িছে লুটিয়া।
শোকভারে অভিভূত তথাপি এমন
বিনীত কোমল মূর্ত্তি দেখি নাই কভু।
শুভ্রবাসপরিহিতা, পবিত্রতা যেন
মূর্ত্তিমতী, গৃহদ্বারে আসিয়া রমণী
দাঁড়াইল নিদ্রাগত আছিনু যথায়।
তিনবার নতশিরে নমিল আমারে;
অবশেষে উপক্রম করিল যেমন
কথা কহিবার তরে, বক্ষঃ ভাসাইয়া
ছুটিল নির্ঝর দুটী, দুটী চক্ষু হোতে।
শোকাবেগ মন্দীভূত হইলে ক্রমশঃ
নিঃসৃত হইল বাণী অতি মৃদুস্বরে—
"দেবদাস! অনিচ্ছায়, দুরদৃষ্টবশে

এসেছ বাছারে মোর বিসর্জ্জিতে যবে,
পাল সত্য তব ধীর! বিজন প্রদেশ,
মরুময় বহুস্থান আছে এ সিংহলে;
লয়ে তথা, ভাসাইয়া, ভাসি অশ্রুজলে
অভাগীরে পরিত্যাগ করহ তথায়।
ফুরাইল আশা তার জনমের মত,
তেঁই মম অনুরোধ, অশ্রুময়ী নাম
দয়া করি দয়ানিধি! রাখিও তাহার।
কিন্তু জেনো এই পাপে এ জীবনে আর
হইবে না প্রিয়ামুখ হেরিতে তোমায়।"
এই বলি উচ্চরবে কাঁদিতে কাঁদিতে
মুহূর্ত্তে আকাশপথে গেল মিলাইয়া।
তরাসে কাঁপিল প্রাণ। প্রকৃতিস্থ হোয়ে
যথাকালে, অবশেষে করিনু নিশ্চয়
দেখিনু যা' বাস্তবিক স্বপ্ন কভু নয়।
সত্য বটে স্বপ্ন শুধু অসার কল্পনা;
স্বপননির্দেশ মত তথাপি কেবল
চলিব এবার মাত্র করেছি নিশ্চয়।
মনে মোর বিলক্ষণ হোতেছে প্রত্যয়
তমালিনী মৃত্যুদণ্ডে হোয়েছে দণ্ডিত;
আর এই শিশুকন্যা অজিৎসিংহের
গোপনে ঔরসজাত বাস্তবিক বলি
বোধ হয় শঙ্করের হেন অভিপ্রায়
নিজ জনকের ভূমে হউক স্থাপিত,

রক্ষা, মৃত্যু যাই থাক্ কপালে ইহার।
কলিকারে! প্রস্ফুটিত হোয়ো যথাকালে।
থাক শুয়ে ওইখানে, ওইখানে তব
রহিল বিষাদময় জীবনকাহিনী।
আরো যা' রহিল হেথা, ভাগ্যে থাকে যদি
ইহাতেই সুখে দিন কাটিবে তোমার।
উঠিছে তুমুল ঝড়। হায়! অভাগিনি!
জননীর অপরাধে শমনের মুখে
পরিত্যক্তা আজি তুমি; নাহি জানি তব
পরিণামে আরো কত আছে বা কপালে।
কাঁদিব কি, অশ্রু নাহি আসিছে নয়নে,
কিন্তু প্রাণ মনস্তাপে যেতেছে ফাটিয়া।
অভাগা পাতকী আমি, সত্যে বদ্ধ হোয়ে
নতুবা আসিব কেন এ নিষ্ঠুর কাযে।
আসি তবে অভাগিনি!——দিনমান যেন
ক্রমে ঘোরতর হয়ে হানিছে ভ্রূকুটী।
উন্মাদিনী প্রকৃতির ভীষণ হুঙ্কার
শয়নসঙ্গীত আজি অদৃষ্টে তোমার!
কি বিষম অন্ধকার! কখন দিবসে
দেখিনাই নভস্তল আঁধার এমন!
কিসের গর্জ্জন ওই! সময় থাকিতে
এই বেলা শীঘ্রকরি উঠি গিয়া পোতে।
সর্ব্বনাশ! ভীমকায় ওই যে আসিছে
জন্তু এক, গেল প্রাণ, রক্ষা নাহি আর!

(একটা ভল্লুক কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া প্রস্থান।)

(এক বৃদ্ধ রাখালের প্রবেশ।)

রাখাল। ষোল বছর হতি তেইশ বছর বয়েস্‌টা মানুষের না থাক্‌তো, কি বাকিডা ছোঁড়ারা ঘুইমে কাটাতো তা' হোলেই বেস্ হোতো। ওই বয়েসটায় চেংড়াদের আর কোন কায কাম নেই, কম্মের মদ্দি ছুঁড়ীদের প্যাটকরা, মুরুব্বিগার নোকসান্ করা, চুরি, মারামারি আর খুনোখুনি। ওই শোননা, বিশ বাইশ বচুরে উচকা ছোক্‌রা না হলি আর কেউ কি এ দুয্যোগে শিকারে বেইরে থাকে? আঁটকুড়ীর ছাওয়ালরা মোর পাল হতি সগ্‌গলের শেরা ভেড়া দুটোরে তেড়িয়ে এনেচে! এখন যেমন গতিক দ্যাখ্‌চি, তাতি তা'রা মালিকের নজরে যত পড়ুক না পড়ুক নেকড়ের নজরে তো এগোনেই পোড়ে বোসে ওয়েচে। তবু যাই, সুমুদ্দুরের ধারডায় গিয়ে একবার দেখে আসি। যদি কোথাও থাকে তো সেই খানডায় থাক্‌তি পারে। হয়তো সেই খানডায় ঘাস্‌টাস্ খেয়ে বেইড়ে বেড়াচ্চে। (অগ্রসর হইয়া) আম্ আম্, দুগ্‌গা দুগ্‌গা। একি, ? এখানে আবার কি পোড়ে ওয়েচে? এযে দ্যাখ্‌চি একটা কচি ছাওয়াল! দিব্বি ছাওয়াল্‌ডী তো! ব্যাটা না বিটি? আরে বাঃ বাঃ এযে দিব্বি বিটি ছাওয়াল! এ নির্যাস কেউ নুইকে থুয়ে গিয়েচে। যদিও মুই মুরুখ্‌খু, সুরুখ্‌খু মানুষ, তাহলিও বড়ঘরের আঁড় ঝিবৌড়িদের তেমন তেমনডা হলি কতকডা সমজ কোরতি পারি। ঝোপেঝাপে নুইকে ছেপিয়ে এ কাম্‌ডা হোয়েচে। তা' যাই হোক, ঝা'রা একামডা কোরেচে, তা'রা এ ছাওয়াল বেচারির মত নেহাত গরিব নয়। এর মুখখানি দ্যাখে বড্ডি মায়া হচ্চে, একে তুলেই নে যাই। না না,গদার জন্যি

একটু দেঁড়িয়ে যাই, এই মাস্তর তা'র গলার আওয়াজ পেইচি। (হাঁক দেওন।) আরে ও গদা—আ—আ—

(গদাধরের প্রবেশ।)

গদা। এই যে মুই হেথা আ আ—

রাখাল। তুই এত কাচে ওয়েচিস্! আরে আয় আয়, এক জিনিস্ দেখ্‌বি তো আয়, মোরে ভূত হোয়েও মানুষের কাছে গপ্‌প কোত্তে পারবি। আয়, এদিকে আয়। ওকি? অমন কচ্চিস্ যে? কি হোয়েচে?

গদা। ঝলে আর ডাঙ্গায় আজ ঝা ত্থাখলাম, তা' আর কি বলবো। ঝল বোলে বল্‌চি, কিন্তু ঝল কি আগাশ আজ আর কিছুই মালুম করবার ঝো নেই, সব মিশে একুসা হোয়ে গ্যাচে।

রাখাল। কি রকম?

গদা। সুমুদ্দুরির চ্যাহারাডা যদি আজ ত্থাখ্‌তে তো কি বলতে! ওঃ, সে যে ফোঁপানির শব্দ! এই ফুলে ফুলে ওটচে, এই ছুটাছুটি করচে, এই আবার ডাঙ্গার ওপর আছাড় খেয়ে পড়চে! সে যাগ্‌গে, এখন আসল কথাডা বলি। ওঃ গরিব বেচারিদের কি কান্না, শুনে যেন পরাণ্‌ডা ফ্যাটে যাতি নেগলো। ত্থাখলাম ঝনকতক মানুষ এক একবার ঝলের ওপর ভ্যাসে ওঠ্‌চে আবার তখুনি নিচে তইলে যাচ্চে। জাহাজ খানা এক একবার এমনি উঁচু হোয়ে ওঠচে, যে মনে হচ্চে মাস্তলির ডগায় বিঁদি চাঁদ খানা বুঝি এফোঁড় ওফোঁড় হোয়ে যায়, আবার তখুনি সুমুদ্দুরির ফেনা আর ঢেউয়ির মদ্দি মিশিয়ে যাচ্চে। তারপর ডাঙ্গার কথাডা বলি। ত্থাখলাম একুডা

ভালুক একড়া মানুষের কাঁদের হাড় খানা টানে ছিঁড়ি ফ্যাল্‌লে। নোকড়া মোরে কাকুতি মিনুতি কোরে ডাকৃতি নেগ্‌লো, আর বল্‌তি নেগ্‌লো তেনার নাম ছাবদাস, আজার মুস্তিরি। তার পর জাহাজের কথাড়া শ্যাষ করি। ছাখলাম সুমুদ্দুর জাহাজ খানারে তো হাপুস্ কোরে গিলি ফ্যাল্‌লে, হাঁ হাঁ, তার এগোনে আর একড়া কথা আছে। মানুষ গুলো চেঁচাতি নেগ্‌লো, আর সুমুদ্দুর উপহাস্যি কোরতি নেগ্‌লো, ভদ্দর নোকটিও চেঁচাতি নেগ্‌লো, আর ভালুকড়া উপহাস্যি কত্তি নেগ্‌লো। তা যেমুনি ভদ্দর নোকের চিচ্‌কার, তেমুনি ছোট নোকের চিচ্‌কার ; দুই চিচ্‌কার একত্তর হোয়ে পবন ঠাকুরের আর সুমুদ্দুরের ডাক ছেপিয়ে উট্‌তি নেগ্‌লো।

রাখাল। এসব কখন দেখ্‌লি বাপ।

গদা। এই মাত্তর বাপা এই মাত্তর, ছাখে আসি মুই একনো চোকের পাতাটিও ফেলিনি। ঝারা ডুবেচে তারা একনো ঝলের মদ্দি গিয়ে ঠাণ্ডা হোয়ে যায়নি, আর ভালুকড়ারো একনো আদ্দেক খাওয়া হয়নি, একনো খ্যাঁট চল্‌চে।

রাখাল। আহা মুই যদি সেখানে থাকৃতাম তাহলি বুড়ো বেচারিকে বাঁচাবার চ্যাষ্টা কর্‌তাম।

গদা। শুদু সেখানে ক্যান, দয়া কোরি জাহাজ খানার ধারে গিয়েও দাঁড়াতি হয়, তবে সেখানডায় মোশায়ের পা আক্‌বার কিছু বেকায়দা হোত।

রাখাল। তাই তো ভারি কষ্টের কথা তো। তা' যাগ্‌, এখন এ দিক্‌টায় একবার চেয়ে ছাখ। তুই মানুষ মোরতে দেখচিস্, মুই দেখিচি হালে জোম্মেচে। আর দেখেচিস্ কতবড় একখানা

দামি কাপড়! মোর তো মালুম হচ্চে এ কোন জমিদার ছাওয়ালির পিটবস্তর হবে। আবার এদিক পানে খ্যাখ্‌। আরে তোল, তোল, শীগ্‌গীর করি তোল, খুলে খ্যাক দিকিন ওর মদ্দি কি আছে? মোরে গোনোক্কারে বোলেছ্যাল, যক্ষির ধোন পেয়ে মুই আজা হবো। এ ছাওয়াল নিযাস্‌ কোন যক্ষী কি পরীর বাচ্চা হবে। নে খুলে ফ্যাল, এর মদ্দি কি আছে দেকে বল দিকি।

গদা। বাপা, তোর কপাল ফিরেচে। এখন খ্যাব্‌তা বামুনির আশীব্বাদি যদি কিছুদিন বেঁচেপত্তি থাকিস্‌, তো বাকি কটা দিন খুব সুকে কেটিয়ে যাবি। এর মদ্দি খালি সোনা! খালি সোনা!

রাখাল। এসব যক্ষির সোনা বাপ, একুনি উপে যাবে, নে চাপা দে, চাপা দে। চাপা দে নিয়ি সটান্‌ ঘর পানে—বুঝলি তো। আর দোসরা কথাটী নয়। বাপা, খ্যাখ্‌চিস্‌ কি, মোদের ঘরে মা নক্ষী এয়েচেন। এখন ক্যাবল কথাডা ছেপিয়ে আকৃতি পাল্লেই আজার মত ছেরকাল কেটিয়ে যাতি পারবো। চুলোয় যাকৃগে মোর ভ্যাড়া, একন আয়, মোরা সিদে এই পথ দিয়ে বাড়ী চলে যাই।

গদা। তুই তোর যক্ষির ধোন্‌ নিয়ি সোদা ঘরে চলে যা। মুই একবার দেকে যাব ভালুক্‌ডা ভদ্দর নোক্‌ডার কাছ হতি চলে গ্যাচে কি আচে, আর মানুষ্‌ডার কতখানি খেয়ে গ্যাচে। খিদে না পালি তা'রা মানষের অনহিত্যি করে না। মুই মোনে কর্‌চি, যদি মানুষডার বাকি কিছু পোড়ে থাকে, তাহলি সে টুকু চুলো কাটে পুইড়ে যাব।

রাখাল। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেডা খুব ভাল কাম। আর এক কথা, যদি মানুষডার বাকি টুকু থাখে তার হদিশ ঠিক্ কোরতে পারিস্, তাহলি মোরে একবার ডেকে নিয়ি থাকাস্।

গদা। দেখাব বইকি। তাহলি পোড়াবার সময় তুইও জোগাড় দিতি পারবি।

রাখাল! ঠিক বোলেচিস্, এমন পয়মন্ত দিনটা, এমন দিনে মোদের কিছু পুন্যিধম্ম কোর্‌তে হবে বই কি।

(প্রস্থান।)

চতুর্থ অঙ্ক।

১ম দৃশ্য—শূন্য পথ।

(মহাকালের প্রবেশ।)

মহা। চিরদিন আমি ভ্রমি এ ভুবনে,
কাঁদাই সবারে, তুষি অল্পজনে।
উল্লাস, তরাস, সুজন, কুজন,
সবে সমভাবে করি বিতরণ।
কভু করি ভ্রম, কভু এই ভবে
করি ভ্রমনাশ শিখাই মানবে।
ভ্রমি পক্ষভরে, মহাকাল নাম,
অবিরাম-গতি, নাহিক বিশ্রাম,
নিজ রীতি মম ধরিনু এক্ষণে;
এনু পার হোয়ে পলক ভিতরে
ষোড়শ বরষ কালচক্র পরে।

এই দীর্ঘকালে যা'কিছু ঘটনা
নাহি প্রকাশিনু, সেহেতু লাঞ্ছনা
নাহি দেহ মোরে ওহে সুধীগণ!
অপরাধ মম কোরনা গ্রহণ।
জানতো সকলে প্রভাব আমার,
সংসারের রীতি, নীতি, ব্যবহার
পারি বিলোপিতে মুহূর্ত্ত ভিতরে,
সেই মুহূর্ত্তেই করিতে সৃজন।
অতি পুরাতন আছিল জগতে
রীতি, নীতি যবে, তা'রো পূর্ব্ব হোতে
অদ্যাবধি, মনে মানহ প্রবীণ!
সমভাবে আমি আছি চিরদিন।
অতীত যে কাল সাক্ষী আমি তা'র,
যা'কিছু ঘটিছে সম্মুখে তোমার
এরো সাক্ষী রব, পুনশ্চ ইহারে
দিব সেইমত করি পুরাতন,
এবে মোর এই কাহিনী যেমন।
এই রীতি মোর বুঝিয়া অন্তরে
ক্ষণমাত্র সবে রহ ধৈর্য্য ধোরে।
মায়াদণ্ড মম করি সঞ্চালিত,
উজল বরণে করিয়া চিত্রিত,
দেখাইব পূর্ব্ব ঘটনা-বিকাশ,
নব রঙ্গভূমে নব ভাবোচ্ছ্বাস,
এই দীর্ঘকাল থাকি নিদ্রাগত

হোয়ে জাগরিত হেরিতে যেমন।
ভাব কল্পনায় ওহে গুণিগণ!
অবস্থিতি মম সিংহলে এখন,
ত্যজি নীলকেতু মলয় ঈশ্বরে,
একাকী নির্জ্জনে স্তব্ধ রাজপুরে,
মোহ-মুক্ত, আঁখি সদা অশ্রুময়!
ইতিপূর্ব্বে আরো ভেবে দেখ মনে
বর্ণিয়াছি এক নৃপতি-নন্দনে।
এবে কহি নাম শুনহ তাহার,
অজিত-আত্মজ নিহারকুমার।
তথা হোতে চল যাই শীঘ্রগতি,
নীলকেতু-সুতা যথা অশ্রুমতী,
ষোড়শী এক্ষণে, অপূর্ব্ব রূপসী,
বিহরে ভূতলে যেন পূর্ণশশী।
থাক তার কথা, কবনা এক্ষণে
কি ঘটিল তা'র নবীন জীবনে।
কালগর্ভে যাহা আছে সমাহিত
কালের নিয়মে হবে প্রকাশিত।
এইমাত্র কথা রাখ সবে জানি
পরিচয় তার রাখাল-নন্দিনী,
অন্য কথা তা'র আছে যা' পশ্চাতে
যথাকালে সবে পারিবা জানিতে।

(প্রস্থান)

২য় দৃশ্য—সিংহল রাজভবন।

(অজিৎসিংহ ও সত্যব্রতের প্রবেশ।)

অজিৎ। সত্যব্রত! তোমায় মিনতি কোরে বল্‌চি আর আমায় এ বিষয়ে অনুরোধ কোরনা। কোন বিষয়ে তোমার অনুরোধ রক্ষা কোর্‌তে না পারলে আমার অন্তঃকরণে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয়, এ অনুরোধ রক্ষা কোর্‌তে গেলে তো জীবন-সংশয় হবে।

সত্য। মহারাজ! প্রায় পঞ্চদশ বৎসর হোল জন্মভূমির মুখ দেখিনি। যদিও জীবনের অধিকাংশ কাল বিদেশেই অতিবাহিত কোরেচি, তথাচ শেষ অবস্থায় জন্মভূমির কোলে দেহাবসান হয় ইহাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা। বিশেষতঃ আমার প্রভু মহারাজ নীলকেতু নিতান্ত অনুতপ্ত হোয়ে আমায় বারংবার আহ্বান কোরে পাঠাচ্ছেন। আমি তথায় গেলে তাঁর দুঃখের কতকটা উপশম হবে,—কিম্বা আত্মগরিমাবশতঃ এরূপ মনে কচ্চি তাও হোতে পারে। যাই হোক তাহাও আমার স্বদেশ-যাত্রার আর একটী বিশেষ কারণ।

অজিৎ। সত্যব্রত! তুমি আমায় অত্যন্ত ভালবাস বোলেই বোলচি, এ সময়ে আমায় পরিত্যাগ কোরে গিয়ে তোমার সেবার শেষাংশ হোতে আমায় বঞ্চিত কোরনা। তোমায় যে আমার এত আবশ্যক হোয়ে পড়েছে তোমার অমূল্য গুণরাশিই তাহার কারণ। এখন মনে হোচ্ছে, এরূপে তোমার অভাব অনুভব করা অপেক্ষা তোমায় একেবারে না পাওয়াই আমার পক্ষে ভাল ছিল। তুমি আমার হোয়ে যে সকল সৎকার্য্যের সূত্রপাত করেছ, সেগুলি তুমি ভিন্ন অপর কাহারও দ্বারা

সুসম্পন্ন হোতে পারেনা। হয় এখানে থেকে সেগুলি সম্পূর্ণ কোরে দিয়ে যাও, না হয় তো এখান হোতে সেগুলি সঙ্গে লয়ে যাও। আর যদি এরূপ মনে কর তোমার গুণের পুরস্কার সম্বন্ধে আমি যথোচিত বিবেচনা করি নাই,—তাহা করা তো আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব,—তা হোলেও আমি বল্‌চি, কিরূপে তোমার নিকট আমি অধিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কোত্তে পারবো, কিরূপে তোমার অধিকতর প্রণয়ভাজন হোতে পারবো, এখন হোতে তাহাই আমার বিশেষ লক্ষ্য ও চিন্তার বিষয় হবে। এক্ষণে তোমার নিকট আমার এই মিনতি, সে ভয়ঙ্কর মলয়দ্বীপের নাম আর মুখে এননা। সে দেশের কথা মনে হোলে ভ্রাতা নীলকেতুর অনুতাপসন্তপ্ত মলিন মুখখানি হৃদয়ে জাগ্রত হোয়ে যেন মর্ম্মে শেলাঘাত কোত্তে থাকে, আর তাঁর গুণবতী মহিষী ও সন্তানগণের জন্য প্রাণে যেন নূতন বেদনা উপস্থিত হয়। এখন সে কথা যাক্, কুমার নিহারের সঙ্গে কখন তোমার শেষ সাক্ষাৎ হোয়েছিল বল দেখি? দেখ মন্ত্রিবর! গুণবান্ পুত্রনাশে নৃপতিগণের মনকষ্ট যেরূপ, পুত্র কুপথগামী হোলে তাঁহাদের মনে তাহা অপেক্ষা অল্প ক্লেশ হয় না।

সত্য। মহারাজ! তিন দিবস পূর্ব্বে তাঁ'র সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হোয়েছিল, কিন্তু তা'র পর হোতে আমি আর তাঁকে বড় দেখ্‌তে পাইনা। কি আনন্দে যে তিনি এত ব্যস্ত আছেন তা' আমি অবগত নই; কিন্তু আমি বেশ লক্ষ্য কোরে দেখেছি রাজপুরীতে তাঁকে আর বড় একটা দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। আরও দেখেছি যে সকল রাজপুত্রোচিত ব্যায়াম ও বিদ্যাভ্যাসে

তিনি সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকতেন, এখন সে সকল বিষয়ে তাঁহার আর পূর্ব্বের মত উৎসাহ নাই।

অজিৎ। দেখ সত্যব্রত, আমারো ঐরূপ বোধ হোয়েছে, এবং সেজন্য এতদূর চিন্তাযুক্ত হোয়েছি যে ইহার তথ্য-নির্ণয়ের জন্য এমন কি চর পর্য্যন্ত নিযুক্ত কোরেছি। তা'দের নিকট হোতে সমাচার পাওয়া গেছে যে কুমার অতি হীনকুলোদ্ভব এক রাখালের গৃহে সর্ব্বদাই অবস্থিতি করে। আরো সংবাদ পেয়েছি সে ব্যক্তি অতি সামান্য অবস্থা হোতে অকস্মাৎ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হোয়ে উঠেছে।

সত্য। আমি আরো সংবাদ পেয়েছি ঐ ব্যক্তির অপূর্ব্ব রূপবতী একটী কন্যাসন্তান আছে। তার রূপের খ্যাতি এতদূর বিস্তৃত হোয়েছে, যে সামান্য কুটীর হোতে যে তা'র উদ্ভব, একথা মনে বিশ্বাসই হয় না।

অজিৎ। চরগণ যে সকল সমাচার এনেছে ইহাও তার মধ্যে একটী বটে। আমার ভয় হোচ্চে ঐ চুম্বকেই কুমারকে তথায় আকর্ষণ কোরে রেখেছে। তোমায় আমার সঙ্গে সেই স্থানে যেতে হবে। সেখানে আত্মগোপন কোরে আমরা রাখালকে দুচারিটী কথা জিজ্ঞাসা কোরব; সে সরল প্রকৃতির লোক, তার কথাবার্ত্তা হোতে কুমারের তথায় অবস্থিতির কারণ নির্ণয় করা কিছুমাত্র কঠিন হবে না। সত্যব্রত! তোমার নিকট এক্ষণে আমার অনুরোধ যে এই উপস্থিত কার্য্যে আমায় কিঞ্চিৎ সাহায্য কর, আর স্বদেশগমনচিন্তা আপাততঃ মন হোতে বিদায় কোরে দাও।

সত্য। আমি আনন্দের সহিত আপনার এই আজ্ঞাপালনে প্রস্তুত

আছি।

অজিৎ। সত্যব্রত! তোমার গুণের তুলনা নাই। ছদ্মবেশেই আমাদের তথায় যেতে হবে।

(নিষ্ক্রান্ত)

—*—

৩য় দৃশ্য—রাখালের কুটীর সন্নিহিত পথ।

(গাহিতে গাহিতে জগাইয়ের প্রবেশ।)

(গীত।)

পদ্মবনে ঝাঁকে ঝাঁকে ফুল ফুটন্ত,
আহা মরি ময়রাণী প্রাণ কেমন সাজন্ত!
হোল শীতান্ত, এলো বসন্ত,
এখন দিল্ খুলে মারো বাবা মজা চুড়ন্ত।
কোকিল পাখী মাচ্চে তুড়ে তান্,
আমার প্রাণটা যেন কোত্তেচে আন্‌ছান্।
ওকি, বেড়ার উপর ধপ্‌ধপে কার শুকোয় চাদরখান?
ও বাপ্! সুষ্‌সুড়িয়ে উঠ্‌লো যে হাতখান!
ধান্যেশ্বরী! বলিহারী সাবাস্ তোমার টান্!
চাতক ডাকে ফটিক জল, কোকিল ডাকে কু,
আর গাছের ওপর হোত্তেল ঘুঘু ডাকে ঘুঘুর ঘু।
মরি শুন্‌তে শুন্‌তে হায়!
মাসী নিয়ে গড়াগড়ি খড়ের গাদায়।

রাজপুত্তুর নিহারকুমারের কাছে এককালে চাকরি কোরেছি,

আর জরি কিংখাপও বিস্তর পোরেছি। এখন হোয়েছি বেকার—

তাই বোলে কি পথে পথে কাঁদতে হবে প্রাণ ?
রেতে আছে চাঁদের আলো, আছে ঠ্যাং দুখান,
তাতেই হোয়ে যাচ্চে গুজরান্।
সেকুরা খুড়ো যদি আমার বেড়ান ঘুরে ফিরে
সাধু হোয়ে খাদ্দে পানে লোকের দফা সেরে,
আমি বাবা সাধু কিসে কম,
চিন্‌বে আমায় তুড়ুম ঠুকে লাগিয়ে দিলে দম।

লোকের চাদর কাপড় নিয়েই আমার কারবার। চিলে যখন বাসা বাঁধে তখন ন্যাকড়া কানির দিকেই নজরটা দিয়ে থাকে, আমারো তাই। বাপ্ সাধ কোরে নাম দিয়ে গ্যাছেন জগাই—চাঁদ। তাঁরো আমারি মত অশ্বিনী নক্ষত্রে জন্ম কিনা, কাযেই আমার মতন গাঁটটা আস্‌টা কেটে নেওয়া তাঁরও বিলক্ষণ অভ্যাসটী ছিল। আমি বাপের সুপুত্তুর, আমিও সেই ব্যাবসা ধরেচি। জুয়োটা আস্‌টা খেলে কোন রকমে এই আস্‌বাবটি জোগাড় কোরে নিয়েচি, এখন এরই দৌলতে বোকা ঠকিয়ে দুপয়সা রোজগার কোরে খাচ্চি। বড়রাস্তায় ফেঁসুড়ে, ঠ্যাঙ্গাড়ের উৎপাত বেশী, কাযেই আমি সেদিক বড় মাড়াই না। মার ধোর হাঙ্গাম হুজ্জুতে আমার বড্ড ভয়। ওসব মনে হোলে আমার গায়ে জ্বর আসে। এই যে, সুমুখে এক মাল যে !—

(গদার প্রবেশ।)

গদা। আচ্ছা দেখি, ভেড়াটা পিছু পাঁচ পো, পাঁচ পোয় পাঁচ সিকে,

আরো ধরো দুচার আনা। তাহলি হাজার ভেড়া ছাঁট্‌লি কি আন্দাজ পশম হচ্চে—

জগাই। (স্বগতঃ) যদি জাল না ছেঁড়ে তো সালার ঘুঘু আর যায় কোথা।

গদা। কড়ি কি ঢিল না হলি ছাই মোর আবার হিসেব এসে না। আচ্ছা দেখা যাক বোনভোজনের জন্যি কি কি জিনিষ দরকার। ধর গুড় আধমোণ, চাল সাড়ে পাঁচ মোণ। এত চাল নিয়ি বোন্ যে মোর কি করবে তা' সেই বলতি পারে। বাপ্‌জি তারে ভোজের গিন্নি খাড়া করেচে, এখন গিন্নির কথাডাই মঞ্জুর কর্‌তি হবে। তেনার হুকুম ছাঁটনদারদের জন্যি বিশ ছড়া ফুলের মালা চাই, আর ভাল গায়েন চাই তিন জনা। তা' সে জোগাড় কোরে থুইচি, তবে তাদের গলাডা কিছু মোটা। তা' হোকগে, তাদের মদ্দি এক সুমুন্দি বোষ্টম যে সরেশ ভজন গাইতি আর শিঙ্গে ফুঁক্‌তি পারে, তাতেই সগ্‌গলকে মাত করি ফ্যাল্‌বে। আর পিটে বানাবার জন্যি সেরটাক ঝুরোও নিতি হবে। বেনে মসলা মোর হিসেবের মদ্দি নেই, তার দরগারও নেই। আর গাঁট দুচ্চার আদা, তা চেয়ে চিন্‌তি নিতি পারবো অকন। তা ছাড়া কাসুন্দি, আচার ও কিছু ম্যাঠাইও নিতি হবে।

জগাই। ওঃ—কেন মোত্তে জন্মে ছিলুম রে!

(ভূতলে গড়াগড়ি দেওন)

গদা। আম্ আম্, এ আবার কি!

জগাই। মশাই গো আমায় বাঁচাও, এই ছেঁড়া কানি গুলো আমার গা থেকে তুলে নাও। তার পরে,—ওঃ—গেলুম—গেলুম—

গদা। আহা হা, বন্দু, তোমার গা হতি তোল্‌বো কি তোমার তো আরো ডুকানার দরগার ছ্যাখ্‌চি।

জগাই। মশাই গো বোল্‌বো কি, হাজার ঘা লাঠি খেয়ে যা না হোয়েচে এ কানি গুলোর ডুগ্‌গন্ধে তারো বাড়া কষ্টবোধ হোচ্চে।

গদা। হাজার ঘা লাঠি খেইয়োচো? বলো কি? সেতো বড় কম কথাডি নয়।

জগাই। মশাই গো ডাকাতে আমার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়েচে, তার ওপর মেরে থুড়ে দিয়ে গ্যাচে। আমার এল্‌বা পোশাক সব কেড়ে নিয়ে শেষে এই জব্বিব্বি কানি গুলো আমার পিটে চাপিয়ে দিয়ে গ্যাচে।

গদা। সে সুমুন্দি সওয়ার না পেয়াদা?

জগাই। প্যায়দা, হুজুর, প্যায়দা।

গদা। সুমুন্দি প্যায়দাই বটে, তার কাপড় চোপড়েই তা' মালুম দিচ্চে। আর যদি সয়ারই হয়, তাহলি পোষাকডার ওপর ঝুলুমডা কিছু বেশী রকমই হোয়েচে ছ্যাখ্‌চি। লাও তোমার হাত্‌ডা বাইড়ে দাও দিনি, তোমায় দাঁড় কইরে দি। ছ্যাও, হাত ছ্যাও—

জগাই। ও ও ও—আস্তে, আস্তে, মশাই গো একটু আস্তে—ও ও ও—

গদা। আহা হা, বেচারিকে ছ্যাখ্‌চি একদম্‌ সেরিয়েচে।

জগাই। ও হো হো একটু আস্তে হুজুর একটু আস্তে। আমার বোধ হোচ্চে যেন আমার কাঁধের হাড়খানা বেরিয়ে পোড়েচে।

গদা। এখন কি রকম? দাঁড়াতি পাচ্চো না?

জগাই। (পকেট কাটিতে ২) একটু আস্তে হুজুর, একটু খানি আস্তে। আঃ—আজ্‌ আপনি আমার বড্ড উপকার কল্লেন।

গদা। তোমার ট্যাকা কড়ির দরকার আছে? থাকে তো তোমায় কিছু দিতি পারি।

জগাই। না প্রিভু, আমার টাকা কড়ির দরকার নাই। এই পোয়াটাক অন্তরেই আমার এক কুটুম আছেন, তাঁরি কাছে আমি যাচ্ছিলেম, তাঁর কাছে গেলে আমার যা'কিছু দরকার সমস্তই পেতে পারবো। আপনাকে মিনতি কোরে বল্‌চি হুজুর, টাকা নেবার কথা আমায় বোল্‌বেন না। ওকথা বোল্লে হুজুর আমার প্রাণে বড়ই কষ্ট বোধ হয়।

গদা। আচ্ছা, ঝে সুমুন্দি তোমার ওপর চড়াউ হোয়েলো সে মানুষডা কেমন বল দিনি।

জগাই তার কথা আর বোলবেন না। সে হুজুর, রাস্তায় রাস্তায় "মামীর মার খেল" দেখিয়ে ব্যাড়ায়। আগে এক রাজপুত্তুরের কাছে চাক্‌রী কোরতো, শেষে গুণ পেরকাশ হওয়ায়,—কি গুণ বোলতে পারিনা হুজুর—রাজবাড়ী থেকে তাকে চাব্‌কে বার কোরে দেওয়া হয় তা' বেশ ভাল রকম জানি।

গদা। গুণ থাকলি তেড়িয়ে দেবে কি জন্যি? কোন কসুর কোরেলো তাই বল। গুণ থাকলি আজবাড়ীতে ধোরে আকতি চেষ্টা করে, তবু ভালমানুসে থাক্‌তি চায় না।

জগাই। আমারি বোলতে ভুল হোয়েছিল, কসুরি বটে হুজুর, কসুরি বটে। রাজবাড়ী থেকে তাড়া খেয়ে বেটা দিন কতক বহুরূপী সেজে বেড়াতো। তারপর বরকন্দাজের কম্মে ভর্ত্তি হয়। দিন কতক আদালতের পেয়াদাগিরিও কোরেছিল। শেষটা দিনকতক রাস্তায় রাস্তায় পুতলোনাচ দেখিয়ে বেড়াতো।

ইদানী আমার ভিটে হোতে পোয়াটাক অন্তরে এক মাগী কাঁসারির মেয়েকে নিকে কোরেচে, আর হেন বদমাইসী ব্যাবসা নেই যা সে না কোরেচে। এখন জুচ্চুরি পেশাটাই শেষ সাব্যস্ত কোরে দিন গুজরান কোচ্চে। কেউ কেউ বলে বেটার নাম জগাই।

গদা। আরে দূর দূর দূর! সুমুন্দির নাম কোরনা. সুমুন্দি চোরের সদ্দার। হাটে, ঘাটে, পথে সুমুন্দি সব জায়গাতিই ঐ কাম কোরে বেড়ায়।

জগাই। ঠিক বোলেচেন হুজুর, ঠিক বোলেচেন। সেই বজ্জাত বেটাই আমাকে এই ন্যাকড়া পোরিয়ে দিয়ে গ্যাচে।

গদা। কিন্তু তার মতন ভয়তরাসে মানুষও এ মুল্লুকের মদ্দি নেই। তুমি যদি চোকটা রেঙ্গিয়ে তার পানে চাইতে, কি তার গায়ে এক ধাবড়া থুথু দিতে, তাহোলিও সুমুন্দি ভয়ে দৌড় মারতো।

জগাই। নড়ুই ফড়ুই আমার বড় একটা এসে না, একথা হুজুর আমি নিজেই স্বীকার যাচ্চি। ওপক্ষে আমি বরাবরই কিছু কাহিল।

গদা। কেমন? এখন কি রকমডা বোধ করচো।

জগাই। আগের থেকে ঢের ভাল হুজুর। এখন আমি দাঁড়াতেও পাচ্চি, চোলতেও পাচ্চি। যদি হুকুম্ হয় তাহোলে দুএক পা কোরে আমার কুটুম্বের বাড়ী পর্য্যন্ত হেঁটেও যেতে পারি।

গদা। কি বল সড়কের ওপর তোমায় তুলে দিয়ি আসবো?

জগাই। না প্রিভু দয়াময়, তা আর তোমায় দিতে হবে না।

গদা। চল্লাম তবে। বোনভোজনের লেগে মোরে আবার মসলা কিনতে যাতি হবে।

জগাই। জয় জয়কার হোক্। (গদাধরের প্রস্থান।) মস্‌লা কিন্‌বে কি,

ওদিকে ট্যাঁক যে ফর্‌সা। চল বাবা তোমার বনভোজনেও গিয়ে হাজির হচ্চি। যদি এই কিস্তি মেরে আর এক কিস্তি না বাগাতে পারি, আর ভেড়ীওয়ালা শালাদের ভেড়া না বানাই তবে এ ব্যাবসাই ছেড়ে দেব, আর কুঁড়োজালি কণ্ঠী গলায় পোরে নেড়াদের দলে নাম লেখাব।

(গীত।)

(এখন) ফুরতি কোরে পগার পারে
নেচে নেচে চল মন।
যেজন খোসমেজাজে জমায় পাড়ি
মারে কাশী বৃন্দাবন।
দ্বিজ জগাই বলে নেটিয়ে মরে
যত মুখপোড়া আর ভাঙ্গামন।

(প্রস্থান।)

৪র্থ দৃশ্য—সিংহল, রাখালের কুটীর।

(নিহারকুমার ও অশ্রুময়ীর প্রবেশ।)

নিহার। এই তব অভিনব বনফুলসাজে
কি সুন্দর সাজিয়াছে প্রতি অঙ্গ তব।
রাখাল-বালিকা আর নহ এবে তুমি,
বনদেবী সুহাসিনী ফুলকুলেশ্বরী
অবতীর্ণা ভূমে যেন বসন্তের সনে।
এই গোপ-সমাগম দেবসম্মিলন,
ইন্দ্রাণী এদের তুমি যেন প্রিয়তমে।

অশ্রু। এই অতিস্তুতি-হেতু নাহি সাজে মোরে
তিরস্কার প্রাণেশ্বর, করিতে তোমায়।
ও কথা এনেছি মুখে তাহাতেই মম
হইয়াছে অপরাধ, ক্ষম অধীনীরে।
একি রঙ্গ প্রিয়তম! বল দেখি তব?
দেশপূজ্য সুকুমার নিজ দেহ খানি,
ঢাকিয়াছ দীনহীন রাখালের বেশে,
হীনা গোপবালা আমি, দেবীপ্রায় করি
মোরে কিনা সাজায়েছ অমূল্য ভূষণে?
হেন বেশে প্রাণেশ্বর! নেহারি তোমায়
যেতেম সরমে মরি, যদি না মোদের
প্রত্যেক উৎসবে হেন নির্ব্বোধের মত
হোত রঙ্গঅভিনয়, প্রীতি না তাহাতে
লভিত অভ্যাসবশে দর্শকমণ্ডলী।
বুঝি বঁধু অভিলাষ করিয়াছ মনে,
দেখাবে দর্পণ ধরি আপনারে দিয়া
হেন বেশে কি অদ্ভুত সেজেছে আমায়?

নহার। জীবনের শুভদিন সে দিন আমার
যবে তব জনকের ক্ষেত্রোপরি দিয়া
পালিত কপোত মম আসিল উড়িয়া।

অশ্রু। ভগবান্ দয়া করি করুন তাহাই।
কিন্তু ভয় হয় সদা ভাবি যবে মনে
কি প্রভেদ প্রিয়তম তোমায় আমায়।
উদার হৃদয় তব, শঙ্কাহীন মন;

কিন্তু মম ক্ষীণ প্রাণ কাঁপিছে তরাসে
ভাবি মনে দৈবযোগে জনক তোমার
আসেন এ পথে যদি তোমার মতন।
ওহো! কি অদৃষ্টে মোর ঘটিবে তখন।
কি ভাব বদনে তাঁর হইবে উদয়
হেরিবেন যবে তাঁর সুন্দর, মহান্
নিজ প্রতিরূপ খানি এ জঘন্য বাসে!
কিবা কহিবেন তিনি, আমি বা কিরূপে
কঠোর মূরতি তাঁর হেরিব দাঁড়ায়ে
নটীপ্রায় সাজি এই অপরূপ সাজে।

নিহাব। ও সকল চিন্তা মনে নাহি দেহ স্থান,
সদা আনন্দিতমনে রহ বিধুমুখি!
দময়ন্তীস্বয়ম্বর নাহি কি স্মরণ?
ইন্দ্র আদি দেবগণ তাঁহারাও ভবে
এসেছিলা একদিন নররূপ ধরি
প্রেমের প্রতিমাপদে দেবত্ব লুটায়ে
রাজত্ব লুটায়ে যথা আমি তব পদে।
এতরূপ ধরিত কি দময়ন্তী ধনি?
এত সাধ্বী সে কি প্রিয়ে ছিল তবমত,
বাসনাতুরঙ্গ মম অক্ষম যখন
লঙ্ঘিতে ধরমসীমা, সংযমঅনল
জ্বলিছে লালসাবহ্নি হোতে খরতর?

অশ্রু। কিন্তু হায় প্রিয়তম, কেমনে তোমার
প্রতিজ্ঞা রাখিবে স্থির, প্রণয়ে মোদের

রাজশক্তি প্রতিবাদী হইবে যখন ?
সে ঘটনা একদিন অবশ্য ঘটিবে।
এ দুয়ের এক ফল ফলিবে তাহাতে ;
হয় তুমি প্রতিজ্ঞায় দিবে জলাঞ্জলি,
নহে যদি, দিব আমি জীবনে আমার।

নিহার। অশ্রু ! প্রিয়তমে ! হেন আনন্দের দিন
নিরানন্দ নাহি কর বৃথা শঙ্কা করি।
তোমারি রহিব আমি ; নারি তাহা যদি,
জেনো তবে আমি মম জনকেরো নই।
যেহেতু, তোমার প্রিয়ে ! নহি যদি আমি,
তা হোলে নিজেই আমি নাহ তো আমার,
নহি তো কাহারো কেহ আমি এ জগতে।
এ প্রতিজ্ঞা প্রাণপণে পালিব নিয়ত
অদৃষ্টও প্রাতিবাদী হয় ইথে যদি।
তাই কহি হৃষ্ট মন কর চন্দ্রাননি !
দুশ্চিন্তা হৃদয় হোতে দেহ দূর করি
হেরি উৎসবের ছবি সম্মুখে তোমার।
ওই আসিতেছে তব নিমন্ত্রিতগণ।
দেখ মুখ তুলে চাহি। ভাব মনে আজি
আমাদের সেই শুভবিবাহের দিন
প্রতিশ্রুত দোঁহে মোরা আছি যার তরে।

অশ্রু। গ্রহদেব ! কৃপাদৃষ্টি রেখো দোঁহা'পরে।

নিহার। হের নিমন্ত্রিতগণ আগত তোমার।
ফুল্লপ্রাণে আবাহন করিয়া সবারে

তোষ সবে যথারীতি অতিথিসৎকারে।
উৎসবআনন্দে এস মাতি সবে মিলে।

(বৃদ্ধ রাখাল, গদা ও অন্যান্য রাখালগণের সহিত ছদ্মবেশী অজিৎসিংহ ও সত্যব্রতের প্রবেশ।)

বৃদ্ধ। ছি ছি কন্যা, বল দেখি একি রীতি তব?
জীবিত আছিল যবে গৃহিণী আমার,
ভাণ্ডারী, পাচিকা, দাসী, গৃহকর্ত্রী আদি
সমস্তই হেন দিনে হোত সে একাকী।
অভ্যর্থনা, শিষ্টাচারে তুষিত সবারে;
ভোজ্য-পেয়-বিতরণ, নৃত্যগীত আদি
আমোদের আয়োজন করিত সে নিজে।
কভু হেথা কভু সেথা এইরূপ করি
হোয়ে যেত শ্রমভারে আরক্ত বদন।
কিন্তু তুমি আছ হেথা নিশ্চিন্ত বসিয়া,
কর্ম্মকর্ত্রী নহ যেন, অতিথি এ গৃহে
ভোজনান্তে আছ বসি পরিতৃপ্ত হোয়ে।
এক্ষণে ব্যগ্রতা মোর, অভ্যর্থনা করি
লহ আসি এ অজ্ঞাত বন্ধু দুইজনে।
যেহেতু সমাজে নাম, বন্ধুতা, সম্ভ্রম
লভিতে হইলে তাহা হয় এইরূপে।
এস, লজ্জা রাখ।—করি দরশন দান
দেখাও সবারে তুমি কর্ত্রী এ উৎসবে।
এস শীঘ্র করি, আর বিলম্ব না কর।
মেষের কল্যাণ হেতু শুভযজ্ঞে তব

ফুল্লমনে আবাহন কর আমা সবে।

অশ্রু। (অজিৎসিংহের প্রতি)
স্বাগত অতিথিবর! এ দীন কুটীরে।
জনকের ইচ্ছা আজি আতিথ্যের ভার
একান্তই হবে মোরে করিতে গ্রহণ।
(সত্যব্রতের প্রতি)
মহাশয়! আপনিও স্বাগত এ গৃহে।
বনলতা! দেতো ওই ফুলগুলি মোরে।
মান্যবর অভ্যাগত মহাশয়গণ!
এই মম আদরের ফুল উপহার।
হেমন্তকুসুম ইহা, কাননের সার।
ইহাদের মনোহর সুষমা-সৌরভ
রহে স্থির, শীত ঋতু রহে যত দিন।
লক্ষ্মীশ্রী মধুর স্মৃতি করিয়া কামনা
এ উৎসবে আবাহন করিতেছি দোঁহে।

অজিৎ। রাখালসুন্দরি! বেশ কোরেছ বিচার।
আমাদের যেইমত বয়স, তাহাতে
হেমন্ত কুসুম বটে যোগ্য উপহার।

অশ্রু। মহাশয়! বর্ষ এবে প্রায় অবসান,
হেমন্ত-বিগত-প্রায়, বসন্ত আগত।
ফোটে একজাতি ফুল মল্লিকার মত
এ সময়ে, শ্রেষ্ঠ তাহা মালঞ্চে এখন।
কেহ কেহ তাহাদের করে অভিহিত
জারজ কুসুম নামে। রাখাল আমরা,

নাহি সে সকল ফুল মোদের উদ্যানে!
আমরাও কিছুমাত্র করিনা যতন
সে সকল পুষ্পতরু উৎপাদন তরে।

অজিৎ। কেন বালা কর এত উপেক্ষা তাদের?

অশ্রু। যেহেতু তাদের সেই বিচিত্র বরণ
নহে নাকি শুধুমাত্র স্বভাবের ক্রিয়া।
আছে বিদ্যা একরূপ, প্রকৃতির সনে
অংশ নাকি আছে তারো সে বৈচিত্র্য তরে।

অজিৎ। আছে যেন হেন বিদ্যা করিনু স্বীকার।
কিন্তু জেনো নাহি হেন উপায় জগতে
যাহে হয় প্রকৃতির উৎকর্ষ সাধিত;
আছে যাহা, তারও কর্ত্রী প্রকৃতি আপনি।
যে বিদ্যায় স্বভাবের পূর্ণতা সাধিত
হয় এই মাত্র তুমি কহিলে আমায়,
জেনো মনে আরো বিদ্যা আছে তদুপর
সৃষ্টি যার মহাবিদ্যা প্রকৃতি হইতে।
দেখ বালা অপকৃষ্ট বন্য তরুদেহে
উৎকৃষ্ট পাদপ-শাখা করিয়া যোজনা
উৎপাদন করি মোরা শ্রেষ্ঠ তরুজাতি;
এ বিদ্যায় প্রকৃতির হয় সংশোধন,
রূপান্তরসম্পাদন: কহবা তাহারে;
কিন্তু জেনো এ বিদ্যাই প্রকৃতি এ স্থলে।

অশ্রু। সত্য, মহাশয়! যাহা বলিলা আপনি।

অজিৎ। সত্য যদি, তবে আর সে কুসুমগণে

ঘৃণা নাহি কর মনে জারজ বলিয়া।
হেনবিধ নানাজাতি পুষ্পতরু আনি
সুশোভিত কর তব আনন্দকানন।

অশ্রু। মহাশয়, পণ মোর হেন পুষ্পতরে
মুষ্টিমাত্র ভূমিও না খনিব কখন।
আমি নাহি চাহি মোরে হেরিয়া চিত্রিত
এ যুবক বিমোহিত হউন যেমন,
অথবা সে চিত্রে ভুলি মোর পাশ হোতে
যেমতি সন্তান-লাভ করুন বাসনা,
তেমতি বিতৃষ্ণা মনে জানিবা আমার
চিরদিন এ সকল পুষ্পতরু পরে।
এবে মহাশয়গণ! করুন গ্রহণ
ফুলডালি আদরের উপহার মম;
আছে ইথে গন্ধরাজ, মল্লিকা, মালতী
গোলাপ, চম্পক, বেলা, বকুল, চামেলী,
কামিনী, রজনীগন্ধা, হেম সূর্য্যমুখী
সূর্য্যপ্রিয়া বিরহিণী, কনকনয়ন
মুদে যেই অস্তগামী দিনমণি সনে
জাগে অশ্রুময় আঁখি উদিলে তপন।
মধ্যবরষের ফুল ইহারা সকল,
দিতে হয় এ সকল মধ্যবয়সীরে।
আসুন অতিথিবর! দোঁহাকার তরে
এই মম আদরের ফুল উপহার।

সত্য। যদি বালা হইতাম মেষ তব পালে

তৃণাশন পরিহরি শুধু দরশন
করি তোমা করিতাম জীবন-ধারণ।
অশ্রু। কি অভাগ্য! তাহা হোলে এই দেহ খানি
এত সূক্ষ্ম মহাশয় হোত আপনার,
সামান্য মলয়বায়ু লাগিলে শরীরে
উড়িয়া যাইত তাহা কোন দেশে চলি।
এবে সখে! বড় সাধ সাজাই তোমায়
তব যোগ্য আভরণ বসন্ত-কুসুমে।
কিন্তু হায়! কোথা তাহা পাব এসময়।
ওহো, কোথা পাব সেই পারিজাতমালা
নন্দনে মন্দারতলে তুমি দেবরাণি!
চমকিতা দৈত্যভয়ে দিলা যাহা ফেলি।
কোথা সে কুসুমদল হরষে যাহারা
না আসিতে পিককুল দেখা দেয় আসি
কুঞ্জবনে, হেলি দুলি বসন্তসমীরে
ছড়ায় সুষমারাশি নীরব কাননে।
কোথায় অপরাজিতা স্তিমিতলোচনা,
ইন্দীবর জিনি রূপে ইন্দিরা-নয়ন,
শেফালিকা কৃশাঙ্গিনী পড়ে যেই ঢলি
অনূঢ়া, অরুণবঁধূ না চুম্বিতে ভালে
সোহাগে, তরুণীদলে নহে যা' বিরল!
কোথা সে তমাল, কুন্দ, কমলের দল
নানা-জাতি, মনসাধে গাঁথি যাহে মালা
পরাইব তব গলে, ফুলতনু তব

দিব করি আচ্ছাদন কুসুমভূষণে।

নিহার। শবদেহ আচ্ছাদন করে যেইমত ?

অশ্রু। নহে শবপ্রায় সখে ! ফুলশয্যা মত
প্রেমিকের প্রেমলীলা বিশ্রামের তরে।
তব তরে প্রাণবঁধূ নহে চিতানল,
উদ্দীপিত প্রেমানল মম আলিঙ্গনে।
এবে বঁধূ ধর তব নিজ ফুলহার।
ছি ছি হইতেছে মনে নটীপ্রায় যেন
করিতেছি অভিনয় মেলার আসরে।
বেশ বুঝিতেছি মনে এই সাজে সাজি
স্বভাবেরো ব্যতিক্রম হইয়াছে মম।

নিহার। যা' কিছু করহ তুমি কর প্রিয়তমে !
পূর্ব্বকৃত হোতে যেন অধিক সুন্দর !
যবে কথা কহ সখি ! সাধ হয় মনে
কেবল কথাই সদা কহ বিধুমুখি।
যবে তুমি কর গান, ইচ্ছা হয় যেন
কর গান দিবানিশি, গানে বেচাকেনা,
গানে উপাসনা, দান, ভজন, অর্চ্চনা,
গৃহকার্য্য-উপদেশ সমস্তই গানে।
যবে নৃত্য কর প্রিয়ে সাধ হয় মনে
সাগরতরঙ্গ হোয়ে রহ সিন্ধুমাঝে,
হেলে দুলে দিবানিশি নৃত্য কর যেন,
নৃত্য বিনা আর কিছু না হয় করিতে।
তোমার প্রত্যেক কার্য্য প্রত্যেক বিষয়ে

এমন মাধুর্য্যময়, এমন সুন্দর,
আমি তো তুলনা তার না দেখি জগতে।

অশ্রু। হে সুধন্য! অতিস্তুতি এ সব তোমার।
যদি না সরল প্রাণ, তরুণ বয়স
নির্ম্মলচরিত্র তব করিত ঘোষণা,
আশঙ্কা হইত মনে বুঝিবা তোমার
অকপট নহে এই প্রেম-সম্ভাষণ।

নিহার। সে আশঙ্কা নাহি তব, শঙ্কা উৎপাদন
করি তব নহে মোর বাসনা যেমন।
এস এবে পাণি তব দেহ চন্দ্রাননি।
আজি হোতে দোঁহে মোরা হইনু মিলিত,
আজি হোতে অবিচ্ছেদে রব দুইজনে
চিরদিন, চক্রবাক-মিথুন যেমন।

অশ্রু। ধর্ম্মসাক্ষী, তাই সত্য করিতেছি আমি।

অজিৎ। হীন রাখালের ঘরে হেন অপরূপ
কন্যা কভু হয় নাই নয়নগোচর।
জন্ম যেইমত কুলে তা' হোতে ইহারে
বহু উচ্চ হয় জ্ঞান কার্য্য-ব্যবহারে।

মত্য। কি কথা বালক যেন কহিল উহারে,
শুনিয়া রক্তিমরাগে রঞ্জিত ইহার
হইল বদনখানি; যথার্থই যেন
এই বালা ক্ষীর-সর-নবনীতেশ্বরী।

গদা। ল্যাও, এইবার বাজনা জুড়ে দ্যাও।

১ম রাখাল। হাঁ, এই ঠিক্ সময় হোয়েচে।

গদা। সগ্‌গোলে চুপ্‌ মারো। ল্যাও এইবার বাজনা সুরু কর।

(রাখাল ও রাখালকন্যাগণের নৃত্য ও গীত।)

অজিৎ। এক কথা গোপবর জিজ্ঞাসি তোমায়,
কে ওই সুন্দরকায় রাখাল বালক
নির্জ্জনে দুহিতা সনে আলাপিছে তব ?

বৃদ্ধ। সুধন্বু ইহার নাম শুনি লোকমুখে।
কহে যুবা নিজ মুখে করিয়া গৌরব
আছে ওর বহুমূল্য গোচারণ-ভূমি।
যদিও উহারি মুখে শুনেছি একথা,
তা'তেই প্রত্যয় মোর ; যেহেতু উহার
সেইমত হয় জ্ঞান কার্য্য-ব্যবহারে।
কহে যুবা ভালবাসে দুহিতারে মম ;
আমারো বিশ্বাস তাই। যেহেতু আপনি
দেখিয়াছি কতদিন, সরোবর-বারি
নিরখে পলকহীন চন্দ্রমা যেমন,
আছে যুবা সংজ্ঞাহীন একদৃষ্টে চাহি
মম তনয়ার পানে, বিভোর অন্তরে
যেন কি করিছে পাঠ নয়নে তাহার।
মূল কথা গাঢ় প্রেমে আবদ্ধ দুজনে।
ভালবাসে দোঁহামাঝে কে কারে অধিক
বুঝিবার তিলমাত্র নাহিক উপায়।

অজিৎ। আহা দেখ কি সুন্দর চলন বালার !

বৃদ্ধ। ওইমত মহাশয় সকলি উহার।
পিতা আমি মৌনভাব উচিত আমার,

তথাপি একথা মোরে হইল বলিতে।
যদি ভাগ্যক্রমে এই নবীন যুবক
পারে কভু পাণিলাভ করিতে উহার,
করিবে ঐশ্বর্য্যলাভ এত ভার্য্যা হোতে
স্বপনেও দেখে নাই যুবক তেমন।

(ভৃত্যের প্রবেশ।)

ভৃত্য। মশাই গো, বাইরে ঝে এক ফেরিওয়ালা এয়েচেন তার গীত যদি শোন্‌তে, তাহলি আর বাঁশী সানাই শোনবার লেগে ছুটোছুটী কর্‌তে না! তা শুন্‌লি সানাইও তোমার মনে ধর্‌তো না। আপনি ঝেমন হড়বড় কোরে ট্যাকা গোন, সে তার হতিও তড়বড় কোরে গান আওড়াচ্চেন। মনে হোচ্চে ঝেন টপ্‌পাগুলো খেয়ে উর্ব্বাণ কচ্চেন, আর নোক সব একদিষ্টিতে তাই শোন্‌চেন।

গদা। বেশ সময়েই হাজির হোয়েচে, তা'রে ভেতরে আস্‌তি বল। টপ্‌কা শুন্‌তি মুই বড্ডি ভালবাসি। খ্যাদের কথাই খ্যামটার সুর, আর ইয়ারকির কথা খ্যাদের সুরি মোর বড্ডি মিঠে লাগে।

ভৃত্য। আপনি ঝে গান চাও তার কাছে তার সব রকমি আছে। মেয়ে মরদ, ছোক্‌রা ছুক্‌রী ঝে ঝেমনটী চায়। তার কাচে ছুকরীপছন্দ টপ্‌পা ঝা আছেন তা আর কি বল্‌বো, শুন্‌লি আর ভুল্‌তি পারবা না। কিন্তু তারিপের মদ্দি এইটুকু, তার মদ্দি ছেনালির কথা একটুও নেই। টপ্‌পায় ছুঁড়ীটে ছোঁড়ারে বলচে "ও পরাণ আস্‌বে

বলি রেখেছিলুম দুয়ার খুলি"; আর সবার মদ্দি সুমুন্দিরে হুলুই মেরে বল্‌চে "লেগে ঝা গুরো" "লেগে ঝা গুরো"। আরো কত কি বল্‌চে তা' আর কি বল্‌বো। ফেরি-ওয়ালাও ছাড়বার ছাওয়াল নয়, সেও ছুড়ীটের মুখ দিয়ে উতোর গাচ্চে "মুই কুলোনারী এত সইতে কি পারি" এই রকমডা চলচে।

অজিৎ। লোকটা খুব রসিক দেখ্‌ছি।

গদা। অসিক বোলে অসিক, অসিকের ঠাকুদ্দাদা। আচ্ছা, তার কাছে সাদা মাল কিচু আচে?

ভৃত্য। আছেন বইকি। তার কাছে রং বেরঙ্গের কাপড়, ফিতে ঝরি, আর্‌সি, চিরুণী, খোস্‌বো, ছিট্‌ ফিট্‌ কত রকমের মাল ঝে আচেন তা গুনে শ্যাষ কর্‌তি পারা যায় না। এই সগলের ছড়া বেঁদে বিনিয়ে বিনিয়ে গীত গাচ্চেন। একডা কাঁচুলির এম্‌নি ছড়া বেইনেচে ঝে শুন্‌লি বল্‌বে, কাঁচুলিটে বুঝি একটা থ্যাবতা, তার ফিতে ঝরির এম্‌নি ব্যাখ্‌খানা হচ্চে।

গদা। ঝা, এখুনি তারে সঙ্গে কোরে নিয়ে আয়। আর তারে বোলে দিস্‌, আস্‌বার মোহাড়ায় ঝেন গাইতি গাইতি আসে।

(গাইতে গাইতে জগাইয়ের প্রবেশ।)

জগাই। এনেছি খাসা কাপড় বাসকরা যেন দুধের ফ্যান।
নীলাম্বরী, দিগাম্বরা, পাছাপেড়ের বাহার ভারি
দেখ্‌লে পরে বিধুমুখি হবি লো অজ্ঞান।
নাগরের আদর যদি চাও ওলো ধনি,

কিনে নাও চুড়ী, সাড়ী, ফিতে, জরি, আতর, চিরুণী।
দিয়ে আল্‌তা পায়ে বুক চিতিয়ে
আড়নয়নে হানো বাণ,
ও চাঁদ, নাগর তো নাগর,
হবে তার বাবা শুদ্ধ লবেজান।
হ্যাঁগা দিদিমণি, বলি তোমার কানখুসকি চাই,
ভারি আয়েষের জিনিষ মাইরি দেখে নিও ভাই,
ছোকরাবাবু নাও কিছু কিনে
তোমার চাঁদমুখীরে কর দান,
নইলে বাবা পোড়বে মুস্কিলে,
দিদি কেঁদেই কোর্‌বে গুলত্রান।

গদা। কি বল্‌বো যদি হারার পীরিতে না পড়তাম, তাহলি মোর গাঁট হোতি একটী আধ্‌লা কেমন বার করতে তা' দেখতাম। এখন এর গোলাম হোয়ে পোড়েচি, কাযেই কিছু ফিতে জরীর বাঁধনও সইতি হয়েচে।

হারা। তুমি এই পরবে মোরে ওই সব কিনে দেবে বোলিছিলে, কই দাও, একনো ত সময় যায় নি।

তারা। শুধু তাই ক্যান লা, তোকে তো আরো কিছু দেবার কথা ছ্যাল।

হারা। তোকে ঝা দেবার কথা ছ্যাল তা'তো দিয়েচে, তারও চেয়ে বোধ হয় কিছু বাড়াও দিয়েচে। তাই যদি তুই আবার পাল্‌টে দিতি যাস্, তাহলি তো তোরই মুখ পুড়বে লো।

গদা। ছুঁড়ীদের কি একটু সরম নেই গা! যেখানে ঘোম্‌টা

দিতি হয় সেখানে কিনা কাঁচুলি আঁটতি বস্‌লো! এ গুলো হচ্চে পীরিতের কথা, সাম্‌লে সুম্‌লে কইতি হয়। গাই দোবার বেলা, হেঁসেলে কি শোবার ঘরে কথাগুলো চুপী চুপী কইলি হোত না? তা না করি হাটের মদ্দি কিনা হাঁড়ী ভাঙ্গতি বস্‌লো। হ্যাঁ, একন চুপী চুপী কথা হচ্চে, এই বেশ হচ্চে। নে সগগলে একবার গলাটা ঝেড়ে নে, তারপর একদম চুপ দে।

হারা। মুই আর কথা কব না। কিন্তু মোরে ঝে ফিতে, জরি কিনে দেবে বোলেছ্যালে তা দিতি হবে।

গদা। কেন জোচ্চোরে পথে মোর গাঁট কাটে টাকা কড়ি সব ঠইকে নিয়েচে তা কি মুই তোরে বলি নি?

জগাই। ঠিক বোলেচেন কত্তা, আজ কাল পথে ঘাটে ভারি জোচ্চোরের ভয়। এখন সকলের খুব হুঁসিয়ার হোয়ে চলা উচিত।

গদা। সে ডর তোমার নেই, এখানে তোমার কিচ্ছু হারাবে না।

জগাই। কত্তার কাছে সেই ভরসাতেই আসা। আমার কাছে বিস্তর দামী মাল আছে।

গদা। তোমার কাছে এগুলো কি? গানের কেতাব না কি?

হারা। ওগো তোমার পায়ে পড়ি দুখানা গানের কেতাব কেন। মুই ছাপার কেতাব বড্ডি ভালবাসি। ছাপার কেতাবে যা নেকা থাকে সব সত্যি।

জগাই। এই দেখুন না কত্তা, এই কেতাবে বড় সরেশ একটী খেদের গান আছে। এক পোদ্দারের মাগ কি কোরে

একদমে বিশ থলী টাকা বিইয়েছিল, কি থেকে তার ব্যাঙ্গের কাবাব, গোসাপের মুড়ো খেতে সাধ গ্যাল, সব কথা এই কেতাবের মধ্যে ঠিক্ ঠিক্ লেখা আছে।

হারা। তুমি কি বল, এ সব কথা কি সত্যি ?

জগাই। সত্যি বোলে সত্যি, এতো সবে মাসখানেকের কথা।

তারা। রক্ষে কর ঠাকুর। মাথায় থাক মোর পোদ্দার বিয়ে করা।

জগাই। এই দেখুন না, যে দাই প্রসব করিয়েছেল তার নাম পর্য্যন্ত এতে রোয়েচে,—শ্রীমতি বাত্তেমণি। আরো পাঁচ সাত জন ভালোঘরের মেয়েমানষের নাম এতে লেখা আছে, তারাও তখন সেখানে হাজির ছেল। আমি ঠাক্‌রুণ, মিথ্যে কথা কি জন্যে রাষ্ট কোত্তে যাব।

হারা। তোমার পায়ে পড়ি একানা কেনো।

গদা। আচ্ছা তবে একানা আকো। আর কি কি টপ্‌কার বই আছে দেখি, তার পর নয় আর আর মাল কিনবো।

জগাই। এখানি কত্তা হোচ্চে একটী ইলিস মাছের টপ্‌পা। মাছটী ৩৮শে অঘ্রাণ বুধবার বেলা ১৪টার সময় গঙ্গা-সাগরের ধারে চল্লিশহাজার হাত উঁচুতে আশমানে উঠে একটী টপ্‌পা গেয়েছিল। গানের ভাবটা হোচ্চে মেয়েমানষের বড় কঠিন প্রাণ। অনেকে আঁচ করে মাছটী আগে মেয়েমানুষ ছেল, কিন্তু তার ভালবাসার লোককে নৈরাশ করাতে তার শাঁপে নোনা ইলিস হোয়ে জন্মেচে। এসব গপ্‌প কথা নয় হুজুর, খাঁটী সত্যি কথা' আর তার গানের সুরও খুব মিঠে।

তারা। তোমার কি বোধ হয় এটাও সত্তি ?

জগাই। বলেন কি গিন্নি, পাঁচ পাঁচটে হাকিমের সই এতে রোয়েছে। আর এর সাক্ষী সাবুদ এত যে বোধ হয় আমার এই তোবড়াতে ধরে না।

গদা। আচ্ছা একানাও আকো। আর একটা বার কর দিকিন।

জগাই। এটা একটা খুব রগড়ের গান কত্তা, আর এর সুরও খুব মিষ্টি।

গদা। আরো গোটাকতক খুব মজাদার দেকে টপ্‌কা বার কর তো।

জগাই। এটা তো খুব মজাদার টপ্‌পা হুজুর। এর সুরও খুব সরেশ। পচ্চিম অঞ্চলে এমন একটীও মেয়েমানুষ দেখবেন না যে এ গানটী না জানে। আর আপনাকে বোলে দিচ্চি এর খদ্দেরও বহুত।

হারা। মোরা দুজনেই এই গানটী গাইতি জানি। তিন জনে মিলে গানটী গাইতি হয়।

তারা। এর সুরডাও মোরা মাসখানেক হোল শিকে নিয়েচি।

জগাই। তোমরা যদি গাও তবে আমিও তোমাদের সঙ্গে গাইতে রাজি আছি। এতো আমার পেশা।

(গীত)

হারা। ও আমার প্রাণের হিরেমন !

তারা। ও আমার শিক্‌লীকাটা ধন !

হারা। কোথায় প্রাণে দাগা দিয়ে মণি !

চোলেছ এখন ?

জগাই। যাও যাও কাছ থেকে চোলে,
হারা। কেন, দেখ্‌লে গা জ্বলে,
জগাই। আমি যেথা খুসী যাব, তোমায়
কি হবে বোলে।

হারা। ছি ছি এই তোমার কিরে,
তারা। ভাল বাস্‌বে আমারে,
হারা। বোল্‌বে কানে কানে প্রাণের কথা
গলাটী ধোরে ?

জগাই। আমি যাব না ঘরে,
হারা। যাবে কোন চুলোয় ফিরে ?
জগাই। আমি সোজা স্বগ্‌গে উড়ে যাব
পাখা বার কোরে।

তারা। মাইরি সত্যি তাই নাকি ?
হারা। ওলো ধর টেনে টিকি,
তারা। ওলো ধর কাছা টেনে,
হারা। দেখি মিন্সে পালায় দিয়ে
কেমনে ফাঁকি।

গদা। এই গানখানা মোদের আপনা আপনির মদ্দিই ঠিক্ কোরে নিতি হবে। বুড়ো এখন ভদ্দরনোক দুটীর সাতে কি কাযের কত্তা কইচে, ওদের এখন আর দিক্ কোরে কায নেই। এসো কত্তা, তোমার পোঁট্‌লা পুঁট্‌লী নিয়ে মোর সাথে এসো। আয় ছুঁড়ীরা তোরাও আয়, তোদের দুজনকেই জিনিষ কিনে দোব

অকন। কত্তা, মোদের সব চেয়ে সরেশ মাল দিতি চাও। আয় ছুঁড়ীরা পেছু পেছু আয়।

(হারা, তারা ও গদার প্রস্থান)

জগাই। চলো, দামের গুঁতোয় অন্দকার দেখিয়ে দোব এখন।

(গাইতে গাইতে প্রস্থান)

(গীত)

তোরা কেউ নিবি কি গো ফিতে ?
খাসা জরী ও নাগরি
ও আমার চাঁদমুখীরে মাথায় দিতে ?
চাই রেশমী রুমাল ?
ভাল খোঁপায় দেবার জাল ?
নয়া আমদানী
বাবা সব চোখা চোখা মাল।
নিবি যদি আয়লো ছুটে আয়,
তোদের ফেরীওলা দাঁড়িয়ে দরজায়,
পয়সা দিলে কি না যাদু মিলে দুনিয়ায় ?

(প্রস্থান)

(ভৃত্যের পুনঃ প্রবেশ)

ভৃত্য। মশায় বারটী রাকাল এমনি সেজেছেন যে তাদের আর চেনবার জোগাড় নেই, ঠিক যেন বোনমানুষের পাল। তেনারা একরকম নাচ দেখাতি চাচ্চে, তাতে আসলেই মেয়েমানুষের সম্পোষ্যি নেই। তাই ঠাকরুণরা বল্‌চে ও একটা পাঁচমিশুলী লাচের খিচুড়ী। তবু তেনারা আঁচ করচে তা দেখে সগগলেই খুব খুসী হবে।

বৃদ্ধ। আরে দূর কর, ও সবে আর দরকার নেই। ভাঁড়ামো এরি মধ্যে ঢের হোয়ে গ্যাচে। মশাইরা বুঝতে পাচ্চি এসব আর আপনাদের ভাল লাগচে না।

অজিৎ। ভাল লাগবে না কেন, আমরা এসকল দেখে যথেষ্ট তৃপ্তিলাভ করচি। এই রাখাল কয়জন কি করে দেখাই যাক্ না।

ভৃত্য। তেনাদের মদ্দি তিন জন বল্‌চে তেনারা আজামোশায়ের সাম্‌নি লাচ কোরেচেন। আর তেনাদের মদ্দি যে সব চেয়ে নিরেশ, তিনিও ঝাড়া বারটী হাত লাফাতে পারেন।

বৃদ্ধ। নে তোর বক্‌বকানি রাখ। যখন এনাদের দেখতি সাধ হোয়েচে তখন তাদের আসতে বোলগে যা। দেখিস্ যেন বেশী দেরী করে না।

ভৃত্য দেরী কি মশাই, তেনারা তো দোরেই দেঁড়িয়ে অয়েচে।

(ভৃত্যের প্রস্থান)

(বনমানুষ বেশে সজ্জিত রাখালগণকে লইয়া ভৃত্যের পুনঃ প্রবেশ ও রাখালগণের নৃত্য ও গীত)

অজিৎ। পরে আরো গোপবর! পারিবা জানিতে।
(সত্যব্রতের প্রতি) বহুদূর অগ্রসর প্রণয়-ব্যাপার,
উচিত বিচ্ছিন্ন করা দোঁহারে এখন।
এ বালক বাক্যপ্রিয়, সরল-অন্তর
জিজ্ঞাসিলে সব কথা কহিবে আপনি।
(নিহারকুমারের প্রতি)
এ কিরূপ বল দেখি রাখাল-কুমার!

সকলে আমোদে রত, কিন্তু তুমি হেথা
আছ মগ্ন যেন কোন গভীর চিন্তায়,
কিছুমাত্র নাহি মন ভোজের আমোদে।
সত্য কহি, তব মত প্রিয়া সনে যবে
খেলিতাম প্রেমখেলা নবীন যৌবনে,
নিত্য তা'রে তুষিতাম নব উপহারে ;
বস্ত্রবণিকের পট্ট-বসন-ভাণ্ডার
তন্ন তন্ন করি নিজে অন্বেষণ করি
পাইতাম যাহা কিছু উৎকৃষ্ট, সুন্দর,
সমস্তই প্রিয়াপদে দিতাম ধরিয়া।
কিন্তু তুমি কিছুই তো করিলে না ক্রয়
এই বণিকের পাশে ; স্বচ্ছন্দে তাহারে
দিলে ছাড়ি কিছুমাত্র না করি গ্রহণ।
যদি ইথে প্রিয়া তব করে কিছু মনে,
কহে ইহা কৃপণতা কিম্বা প্রেমাভাব,
তাহোলে উত্তর কিছু নারিবে তো দিতে
অন্ততঃ যদ্যপি আশা থাকে তব মনে
স্বচ্ছন্দে করিবে বর ইহারে লইয়া।

নহার। মনে জানি বিলক্ষণ হে প্রাচীনবর !
প্রিয়া মোর নহে তুষ্ট হেন তুচ্ছ-দানে।
আমা হোতে আশা যাহা করে সুলোচনা
আছে বদ্ধ তাহা মোর হৃদয়-ভাণ্ডারে।
বাক্যদান ইতিপূর্ব্বে হোয়ে গেছে তার,
এবে তার শুধুমাত্র সম্প্রদান বাকি।

শুন এবে প্রাণেশ্বরি অঙ্গীকার মম ;
এ প্রাচীন মহাশয়—অবশ্যই যিনি
অনুমানি সুপ্রেমিক ছিলা একদিন,—
কহিতেছি সত্য করি ইঁহার সম্মুখে
আজি প্রিয়ে! পাণি তব করিনু গ্রহণ ;
নবনীত-সুকোমল এই পাণি তব,
কমনীয় কান্তি যার নেহারি অম্বরে
সরমে মলিন মুখ ঢাকে শশধর।

অজিৎ। কি ইহার পরিণাম ?—প্রকৃত নির্দ্দোষ,
অথচ কেমন যেন দোষ-প্রক্ষালন
করিল সুন্দরভাবে বালক আপন !—
এ সত্যে তো বাধ্য আমি করেছি তোমায়।
এবে স্পষ্ট কথা মোরে বল দেখি শুনি
এর প্রতি অনুরাগ কিরূপ তোমার।

নিহার। কেবল শ্রবণ কেন সাক্ষী হোন্ তার।

অজিৎ। এই ভদ্র-মহোদয় প্রতিবাসী মম
ইনিও কি সাক্ষী ইথে রহিবেন তব ?

নিহার। শুধু ইনি কেন, আছে যে কেহ ধরায়,
সমগ্র মানব-জাতি, স্বর্গ, ধরাতল,
ত্রিসংসারে দেব-নর যে আছে যেখানে,
সাক্ষী করি মুক্তকণ্ঠে কহিতেছি সবে,
যদি আমি হইতাম সম্রাট ধরায়
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠতম, অনুপম রূপে
নরচক্ষুঃ বিমোহিত হইত যাহাতে ;

হইতাম জ্ঞানে, বাহুবলে অদ্বিতীয়
এ সংসারে, হেয়জ্ঞান করিতাম সব
এই মম প্রেয়সীর প্রেমনিধি বিনা ;
প্রিয়াতরে করিতাম উৎসর্গ সকলি,
করিতাম সমাদর লাগিলে সেবায়
প্রেয়সীর ; অন্যথায় অবজ্ঞা করিয়া
বিসর্জ্জন করিতাম অতল সাগরে।

অজিৎ। সুন্দর এ আত্ম-নিবেদন।

সত্য। বটে ইহা ঐকান্তিক প্রেমের লক্ষণ।

বৃদ্ধ। কহ কন্যা তুমিও কি ওইরূপ কিছু
বলিবারে চাহ এই রাখাল-কুমারে ?

অশ্রু। এমন সুন্দরভাবে সুন্দর ভাষায়
প্রকাশিতে নোভাব শক্তি নাই মম।
নিজ চিত্ত অনুভবে বুঝেছি কেবল
অকপট, সুনির্ম্মল হৃদয় উঁহার।

বৃদ্ধ। এস তবে, হাতে হাত দেহ দুই জনে।
অভ্যাগত বন্ধুগণ, সাক্ষী হও সবে,
এই পাত্রে বাক্যদান করিনু কন্যারে।
আরো কহি যুবকের পিতার সমান
করিব যৌতুক দান কন্যারে আমার।

নিহার। অসম্ভব ! দুহিতার গুণরাশি তব
জেনো শুধু একমাত্র সমতুল তার।
আছে মোর হেন জন দেহান্তে যাঁহার
আসিবে ঐশ্বর্য্য এত মম অধিকারে,

সেরূপ সম্পদরাশি স্বপনেও কভু
দেখ নাই এ জীবনে বৃদ্ধ মহাশয়,
দেখ যদি স্তব্ধ হোয়ে রহিবে তখন।
যাক্ ওসকল কথা, এসহ এক্ষণে,
এই মহোদয়গণে সাক্ষী করি সবে
কর সত্য কন্যাদান করিবে আমায়।

অজিৎ। কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর রাখাল-কুমার।
এক কথা এসময় জিজ্ঞাসি তোমায়
পিতা কি আছেন বৎস! জীবিত তোমার?

নিহার। আছেন জীবিত তিনি, কি হোয়েছে তায়?

অজিৎ। এসকল বিবরণ জানেন কি তিনি?

নিহার। কিছুই না, জানিতেও নারিবেন কিছু।

অজিৎ। মোর মতে সন্তানের বিবাহউৎসবে
জনকের অধিষ্ঠান স্পৃহনীয় অতি।
জিজ্ঞাসি তোমায় বৎস পিতা কি তোমার
অসমর্থ সংসারের গুরুতর কাযে?
বাত, শ্লেষ্মা, জরাজাত ইন্দ্রিয়-বিকারে
হতবুদ্ধি একেবারে তিনি কি এখন?
পাবেন কহিতে কথা? পান্ কি শুনিতে?
দেখিতে বিষয়কার্য্য? মানুষ দেখিলে
পারেন কি ভালরূপে চিনিতে তাহারে?
সদাই কি শয্যাগত রহেন এক্ষণে?
যা কিছু করেন কার্য্য বল দেখি তাঁর
এখন কি সমস্তই বালকের মত?

নিহার। সেরূপ অবস্থা তার নহে মহাশয়।
এখনো এমন শক্তি দেহে আছে তাঁর
কদাচিৎ হেরি হেন তাঁহার বয়সে।

অজিৎ। যেরূপ কহিলা তাহা সত্য হয় যদি
জনকের সনে তব হেন আচরণ
পুত্রোচিত নহে যেন লয় মোর মনে।
অবশ্য উচিত বটে রুচি অনুসারে
করিবেক লোকে নিজ ভার্য্যা মনোনীত ;
সেই মত সন্তানেরো নহে কি উচিত
হেন কার্য্যে অনুমতি লইতে পিতার,
যাঁহার কেবল স্বার্থ, আনন্দ ইহাতে
জন্মে যাহে সুসন্তান বংশেতে তাঁহার।

নিহার। যা' বলিলা সত্য মানি। তথাপি একথা
কেন করি নাই মম জনকে বিদিত
আছে তার অবশ্যই নিগূঢ় কারণ,
প্রকাশ্য তা মহাশয় নহে তব পাশে।

অজিৎ। একথা এখনি তাঁরে কর অবগত।

নিহার। তা' হবে না। নাহি দিব জানিতে তাঁহারে

অজিৎ। মম অনুরোধ তাঁরে জানাও এখনি।

নিহার। কভু নহে।

বৃদ্ধ। জানাও তাহারে বৎস! এ সম্বন্ধ তব
কভু না হইবে তাঁর ক্ষোভের কারণ।

নিহার। না, না, হইবে না তাহা। আসুন আপনি
আমাদের লগ্নপত্রে করুন স্বাক্ষর।

অজিৎ। লগ্নপত্রে ?—সাক্ষরিব ত্যাগপত্রে তোর
দুরাচার ! এত নীচ অপদার্থ তুই.
সন্তান বলিতে তোরে ঘৃণা হয় মনে।
ছি ছি কি লজ্জার কথা ! রাজপুত্র হোয়ে
রাখাল-বালিকা সনে মজিলি দুর্ম্মতি ?
তুই দুষ্ট রাজদ্রোহী এত স্পর্দ্ধা তোর
চাহিস্ বামন হোয়ে শশাঙ্ক ধরিতে ?
কি বলিব দিলে তোরে ঘাতকের করে
হবে হ্রস্ব আয়ুঃ তোর সপ্তাহ কেবল।
আর তুই অপরূপা কুহক-প্রতিমা !
জানিতিস অবশ্যই এই নির্ব্বোধেরে
রাজার তনয় বলি—

বৃদ্ধ। হায়, হায়, কোথা যাব ! একি সর্ব্বনাশ !

অজিৎ। —তবু এর সনে
প্রেমালাপ করিতে না শঙ্কা হোল তোর ?
যেইমত হীনকুলে জন্মেছিস তুই
তা হোতেও হীনরূপা দিব করি তোরে
দেহ তোর ছিন্ন ভিন্ন করিয়া কণ্টকে !
তোরে কহিতেছি শোন্ নির্ব্বোধ বালক !
যদি আমি আর এই মায়াবিনী তরে
শুনি তোরে দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে কখন,
কহিনু নিশ্চয় করি সিংহাসন হোতে
জনমের মত তোরে করিব বারিত।
পুত্র বলি—পুত্র কেন স্বগোত্রও বলি—

গণিব না তোরে আর ; জনমের মত
করিব সম্পর্ক-হীন জ্ঞান মোর সনে।
তুই মূর্খ, হতভাগা, নির্ব্বোধ বর্ব্বর!
যদিও দারুণ কোপে পড়েছিস্ মোর
তথাপি এবার তোরে দিনু অব্যাহতি।
আর তুই যাদুকরী মোহিনী-প্রতিমা,
প্রণয়ের যোগ্য তোর রাখাল নাগর,—
যে বর্ব্বর সাধ কোরে হোয়েছে রাখাল-
সেও বটে, যদি মোর দুর্ভাগ্য-বশতঃ
না রহিত তাহে পদমর্য্যাদা আমার—
কহিতেছি তোরে শোন্, যদি আজি হোতে
কভু তোর এ অসভ্য কুটীরদুয়ার
করিয়া অর্গল-মুক্ত দিস্ এর তরে,
অথবা চাহিস্ পুনঃ বাঁধিতে ইহারে
হেয় আলিঙ্গনে তোর, কহিনু নিশ্চয়,
যেমতি কোমলা তুই তেমতি কঠোর
মৃত্যুদণ্ড তোর প্রতি করিব বিধান।

(প্রস্থান।)

অশ্রু। এই তো ফুরাল সব! তথাপি অন্তরে
হয় নাই শঙ্কা কিন্তু তেমন আমার।
বলি বলি একবার ভেবেছিনু তাঁরে
যেই রবি ঢালে কর সৌধ-শিরে তাঁর
সে তো নাহি ঘৃণা করি ফিরায় বদন
সামান্য কুটীর খানি হেরিয়া মোদের,

সমদৃষ্টি করে সে তো সকলের প্রতি !
মহাশয় ! আর কেন, অনুগ্রহ করি
লইবা কি অবসর এই স্থান হতে ?
বোলেছিনু ইতিপূর্ব্বে কি ঘটিবে পরে।
এবে কহি নিজ তরে হোন সাবধান।
ভেঙ্গেছে ঘুমের ঘোর, সোনার স্বপন,
এ জীবনে আর কভু না সাজিব রাণী,
আজি হোতে কার্য্য মোর শুধু গো-দোহন
তার সনে অবিশ্রান্ত রোদন কেবল।

সত্য। কি বল প্রাচীন-বর ! মৃত্যুপূর্ব্বে তব
বল এবে বলিবার কি আছে তোমার।

বৃদ্ধ। কি আর বলিব আমি, বলিতে কহিতে
কিম্বা ভাবিতেও আর শক্তি নাই মম,
জানাইতে সাহসো না হয় যাহা জানি।
ওহো ! মোর সর্ব্বনাশ করিলে কুমার,
মজালে অশীতিপর এ বৃদ্ধ কাঙ্গালে।
বড় আশা ছিল মনে অন্তিম-বয়সে
নীরবে মুদিব আঁখি সে শয্যায় মম
যাহে পিতৃদেব মোর গিয়াছেন চলি
স্বর্গধামে, মিশাইব দেহভস্ম মোর-
চিতাভস্ম সনে তাঁর পূত গঙ্গাজলে।
কিন্তু হায় ! স্বপনেও জানিনা তখন
আছিল অদৃষ্টে লেখা অন্ত্যেষ্টি আমার
অস্পৃশ্য, অশুচি, পাপ চণ্ডালের করে !

হায়! হায়! সর্ব্বনাশি! কি কায করিলি!
শঙ্কা তোর কিছুমাত্র হোলনা অন্তরে
করিবারে প্রেমালাপ রাজপুত্র-সনে!
হায়! হায়! এই দণ্ডে মরিতাম যদি
জীবনের সব সাধ মিটিত আমার!

(প্রস্থান)

নিহার। কেন প্রিয়ে! মোর পানে চাহিছ ওভাবে?
ব্যথিত হোয়েছি বটে ভীত নহি আমি।
কার্য্যসিদ্ধি হোতে কিছু বিলম্ব ঘটিল,
তা'বোলে সংকল্প মোর নহে বিচলিত।
যাহা ছিনু আছি তাই। পিছু আকর্ষণে
অগ্রসর হোতে চেষ্টা বাড়িল কেবল,
বাড়িল আগ্রহ শুধু কার্য্য উদ্ধারিতে।

সত্য। যুবরাজ! জনকের মতিগতি তব
সমস্তই অবগত আছেন আপনি।
এসময় আপনার কোন প্রতিবাদে
কর্ণপাত কিছুতে না করিবেন তিনি;
আপনারো যেইমত বুঝি অনুমানে
অভিপ্রায় নহে তাহা। দৃষ্টিও এক্ষণে
আপনার সহ্য নাহি হইবেক তাঁর।
তাই কহি কোপ-শান্তি না হয় যাবৎ
না যাইবা কদাচিৎ সম্মুখে তাঁহার।

নিহার। আমারো এক্ষণে তাহা নহে অভিপ্রায়।
কেও সত্যব্রত বুঝি?

সত্য। আজ্ঞা যুবরাজ, আমি সেই জন বটে।

অশ্রু। ইতিপূর্ব্বে কতদিন বোলেছি তোমায়
একদিন এইরূপ অবশ্য ঘটিবে ;
কতদিন বলিয়াছি পরিচয় মম
লোক মাঝে যতদিন না হয় প্রকাশ
ততদিন মাত্র মোর রহিবে গৌরব।

নিহার। বিনা সত্যভঙ্গ মম নাহি তা'র ক্ষয়।
সত্যলোপ যেই দিন হইবে আমার
নিখিল জগৎবাসী জীবজন্তু সনে
যেন ধরা বিচূর্ণিত হয় সেই দিন।
মুখ-তোল চন্দ্রাননি ! কর নিরাকৃত
সিংহাসন হোতে তব হে পিতঃ আমায়,
আমি মোর প্রেমরাজ্যে উত্তরাধিকারী।

সত্য। যুবরাজ ! যুক্তি-কথা করুন শ্রবণ।

নিহার। প্রেম যুক্তি-দাতা মোর, তা'রি আজ্ঞামত
করিতেছি আপনার কর্ত্তব্য নির্ণয়।
যদ্যপি বিচারবুদ্ধি অনুগত তা'র,
তবে সে বিচার মানি। নহে তাহা যদি,
তবে সে বিচার হোতে উন্মত্ততা ভাল,
লব আনন্দিতমনে তাহারি আশ্রয়।

সত্য। এসকল যুবরাজ নৈরাশ্যের কথা।

নিহার। তাই যেন হোল, কিন্তু তাহাতে যখন
সত্যরক্ষা, ধর্ম্মরক্ষা হোতেছে আমার
মোর পক্ষে সেই পথই প্রশস্ত এখন।

সত্যব্রত ! পাই যদি রাজত্ব-বৈভব
সিংহলের ; এ সংসারে আছে যাহা কিছু
রবি করে প্রকাশিত, অথবা নিহিত
ধরাগর্ভ-অন্ধকারে ; সাগর-জঠরে
অমূল্য রতনরাজি আছে যত কিছু
সমস্তই পাই যদি, তথাপি কখন
প্রিয়াসনে সত্যভঙ্গ নারিব করিতে।
পিতার সুহৃদ তুমি, অতি প্রিয় তাঁর,
তাই কহি তব পাশে করিয়া মিনতি,
যদি পিতা অন্বেষণ করেন আমায়,
—ভাবিয়াছি আর নাহি দেখা দিব তাঁরে,—
কোপ-শান্তি কোরো তাঁর সুমন্ত্রণাদানে,
আমার স্বপক্ষ হোয়ে। এবে কিছুদিন
বুঝি আমি প্রতিকূল অদৃষ্টের সনে।
বোলো তাঁরে, আরো নিজে রহ অবগত,
প্রিয়াসনে আজি হোতে ভাসিনু অকূলে
যেহেতু নারিনু কূলে রাখিতে ইহারে।
সে সুযোগো যথাকালে হোয়েছে আমার।
দ্রুতগামী তরী এক পেয়েছি নিকটে
অকস্মাৎ আশাতীত দৈব-সংঘটনে।
তার পর কোন্ পথে করিব গমন
নাহি ফল কিছুমাত্র জানিয়া তোমার,
আমারো তা' বলিবার নাহি প্রয়োজন।

সত্য। যুবরাজ ! হোত ভাল চিত্তভাব তব

মন্ত্রণার বশীভূত হইত যদ্যপি,
অথবা সুশক্ত আরো স্বকার্য্যসাধনে।

নিহার। প্রিয়তমে! একবার এস এই দিকে।
(অশ্রুময়ীকে লইয়া অন্তরালে গমন।)
এখনি আসিয়া কথা শুনিতেছি তব।

সত্য। পলায়নে স্থিরমতি, অচল, অটল।
ভাগ্যবান্ বলি জ্ঞান করিব নিজেরে
যদি এই পলায়ন উপলক্ষ করি
পারি কোনরূপে নিজ উদ্দেশ্য সাধিতে;
আসন্ন-বিপদ হোতে রক্ষিয়া কুমারে
প্রকাশিতে তাঁর প্রতি আদর-সম্মান,
সে সুযোগে হেরিতে সে প্রিয় জন্মভূমি,
আর সেই ভাগ্যহীন প্রভুরে আমার
ব্যাকুল সতত প্রাণ হেরিতে যাঁহারে।

নিহার। বড় ব্যস্ত মন্ত্রিবর আছি কোন কাযে।
সেই হেতু অবসর নাহিক এমন
যথারীতি বাক্যালাপ করি তব সনে।

সত্য। যুবরাজ! বোধ হয় জানেন আপনি
প্রীতিবশে এ অধীন সমান্য কিঞ্চিৎ
সাধিয়াছে প্রিয়-কার্য্য জনকের তব।

নিহার। মন্ত্রিবর! বিলক্ষণ জানি তাহা আমি।
পিতৃমুখে আপনার গুণসংকীর্ত্তন
মনোমদ মধুময় সঙ্গীত যেমন।
সতত ভাবনা তাঁর কিরূপে কেমনে

করিবেন পুরস্কৃত গুণরাশি তব।

সত্য। ভাল, তাই দয়া করি ভাবেন যদ্যপি,
জানেন যদ্যপি তব জনকের প্রতি
গাঢ় অনুরাগ মোর, সেই হেতু তাঁর
অতি নিকটস্থ বলি আপনারো প্রতি,
তবে মোর উপদেশ করুন গ্রহণ।
কহিতেছি আপানারে ধর্ম্মসাক্ষী করি,
—অবশ্য সংকল্প তব পরিবর্ত্তনের
থাকে যদি কোনরূপ উপায় এখনো—
হেন স্থান আপনারে করিব নির্দ্দেশ
পদোচিত সমাদরে গৃহীত যথায়
হইবেন অনায়াসে ; প্রিয়া-সহবাসে
কাটাইবা সুখে দিন, যাঁর সঙ্গ হোতে
তব দেহান্তর বিনা—না করুন বিভু—
দেখিতেছি অসম্ভব বিচ্ছেদ-সাধন।
বাঁধি পরিণয়-পাশে প্রিয়ারে তথায়
পারিবা করিতে চেষ্টা সাহায্যে আমার
পিতৃকোপ-শান্তি তরে। ক্রমে অবশেষে
পুনর্ব্বার পূর্ব্ব-স্নেহ লভিতে পিতার।

নিহার। সত্যব্রত ! মন্ত্রিবর ! বলহ আমায়
এ অসাধ্য কি প্রকারে হইবে সাধন।
তুমি যদি কোনরূপে পার ঘটাইতে,
আর না মনুষ্য জ্ঞান করিব তোমায়,
বেদবাক্যসম বাক্য পালিব তোমার।

সত্য। কোরেছেন স্থির কিছু যাইবা কোথায় ?

নিহার। হয় নাই মন্ত্রিবর ! কিছুই এখনো।
যে কার্য্যে উদ্যত মোরা পাগলের মত
অভাবিত দৈব তার কারণ যেমন,
সেই মত দৈবোপরি করিয়া নির্ভর
যাব দোঁহে, বায়ুস্রোতে পতঙ্গ যেমন।

সত্য। তবে যুক্তি যুবরাজ ! শুনুন আমার।
এ সংকল্প পরিহার না করেন যদি,
যদি একান্তই ইচ্ছা থাকে পলায়নে,
করুন মলয়-যাত্রা। রাজবালা সনে—
রাজবালা, তাহে আর নাহিক সন্দেহ —
যথায় মলয়পতি দেখা দিন্ গিয়া।
তব শয্যা-সহচরী-যোগ্য আভরণে
সাজায়ে প্রিয়ারে লয়ে যাইবা সভায়।
দেখিতেছি মনে হয় প্রত্যক্ষ যেমন
মহারাজ নীলকেতু ভাসি অশ্রুজলে
প্রসারি যুগলবাহু আলিঙ্গন তরে
যাইছেন আবাহন করিতে দোঁহারে ;
করিছেন ক্ষমা-ভিক্ষা যেন পিতৃপাশে
তনয়ের সন্নিধানে ; কখন আদরে
চুম্বিছেন কুমারীর সুন্দর-ললাটে ;
করিছেন তিরস্কার কভুবা নিজেরে
কৃত নিষ্ঠুরতা তরে ; কখন আদেশ
দিতেছেন ব্যস্তভাবে সৎকারের তরে ;

স্নেহ নিষ্ঠুরতা মাঝে যেন এইরূপে
দিতেছেন আপনারে বিভাগ করিয়া
একেরে আদর করি অপরে লাঞ্ছনা।

নিহার। কি ভাবে তাঁহার সনে করিব সাক্ষাৎ ?

সত্য। কেন—
পিতা তব আপনারে দেছেন পাঠায়ে
করিতে সান্ত্বনাদান, সম্ভাষিতে তাঁরে।
তাঁর সনে আচরণ করিবা যে ভাবে,
যে বারতা হেথা হোতে দিবা তাঁরে লয়ে
তব জনকের নামে—অতি গুহ্য কথা
মোরা তিন জনে মাত্র জ্ঞাত আছি যাহা—
লিপিবদ্ধ করি সব দিব আপনারে।
প্রতিবার তাঁর সনে সাক্ষাতের কালে
তাহা দেখি অনায়াসে পারিবা বুঝিতে
কি কথা কহিতে হবে। সেরূপ করিলে
কিছুতেই বুঝিতে না পারিবেন তিনি
নহে সে সকল তব পিতার বচন,
কিম্বা অন্তরের ভাব নহেক তাঁহার।

নিহার। বড় বাধ্য মন্ত্রিবর! করিলে আমায়
আছে সার বিলক্ষণ এই মন্ত্রণায়।

সত্য। অকূল সাগর-পথে, স্বপ্নাতীত-ভূমে,
অবশ্যম্ভাবী দুঃখে উন্মাদের মত
আত্ম-বিসর্জ্জন হোতে অবশ্য এ ভাল।
যেই যুক্তি কোরেছিলা না ছিল তাহাতে

আশালেশ, ছিল মাত্র নৈরাশ্য কেবল
দুঃখ হোতে দুঃখান্তরে পতনের কালে।
ইহা ছাড়া মনে স্থির জানিবা আপনি
সুসময়ে রহে দৃঢ় প্রেমের বন্ধন,
প্রেমিকের মুখকান্তি, প্রেম-অনুরাগ,
অসময় উভয়েরি ঘটায় বিকার।

অশ্রু। যা' বলিলা এ দু'য়ের এক সত্য মানি।
দুঃখ পারে মুখকান্তি হরিতে কেবল,
পরশিতে সাধ্য তার নাহিক অন্তর।

সত্য। সত্য বটে।—কহিছ কি অন্তরের কথা?
তাই যদি, সপ্তযুগ তব পিতৃকুলে
কন্যারত্ন আর নাহি জন্মিবে এমন।

নিহার। মন্ত্রিবর! প্রিয়া মোর কুলমর্য্যাদায়
আমাদের হোতে বহু পশ্চাতে যেমন,
শিষ্টতায় সেই মত বহু অগ্রসর।

সত্য। প্রিয়া তব অশিক্ষিতা যদিও কুমার,
তথাপি না হেরি তাহে ক্ষোভের কারণ,
যেহেতু যেরূপ হেরি অনেক শিক্ষকে
পারে তাহে শিক্ষালাভ করিতে হেথায়।

অশ্রু। মন্ত্রিবর! লজ্জা কেন দেন অবলারে।
রঞ্জিত সরমরাগে কপোল আমার,
এই মোর ধন্যবাদ লহ মহাশয়।

নিহার। আমার সোনার অশ্রু! কিন্তু আমাদের
ওহো কি কণ্টকময় অবস্থা এখন!

সত্যব্রত! আমাদের কুল-মহৌষধ!
পিতার জীবনদাতা! এবে অধমের!
বলহ এক্ষণে মোরে কি উপায় করি।
রাজপুত্র মত নহে বেশভূষা মোর,
এই বেশে উপস্থিত হইলে সে দেশে,
লোকেও ত সেরূপ না ভাবিবে আমায়।

সত্য। কোন চিন্তা যুবরাজ! নাহি তার তরে।
বোধ হয় অবগত আছেন আপনি
বিষয় সম্পদ আছে যা'কিছু আমার
সমস্তই সেই দেশে রয়েছে এখন।
এই অভিনয় নিজে করিতে হইলে
সাজিতাম যেইমত করিয়া প্রয়াস,
সেইরূপ যত্ন করি দিব আপনারে
মহামূল্য রাজবেশে করিয়া সজ্জিত,
কোন বস্তু আপনার হবে না অভাব।
ইহার প্রমাণ যদি চাহেন আপনি
আছে কথা, একবার আসুন এদিকে।

(উভয়ের অন্তরালে গমন)

(জগাইয়ের প্রবেশ)

জগাই। হাঃ হাঃ হাঃ! যারা ধর্ম্মের ভয় করে তা'রা কি আহাম্মক! আর যারা সহজে লোকের কথায় বিশ্বাস করে তারা তো তাদের মাসতুতো ভাই। বাজে মাল যা'কিছু ছেল সব একদম ঝেড়ে দিইচি। ঝুঁটো জরি, পাতর, আংটী, কাঁচের চুড়ী, গিলটীর বালা, গানের কেতাব, পচা তেল কিচ্ছু পোড়ে

নেই, সব সাফ। এখন আর এমন একটা জিনিষ নেই যা' দিয়ে আমার পুঁটলী বেচারি পিত্তি রক্ষে করে। ওই সব বাজে মাল কেনবার জন্যে ভিড় কত, যেন তাতে ঠাকুর দেবতার দোয়া লাগান আছে, কিন্‌তে পাল্লেই পুণ্যি। সেই তক্কেই দেখে নিয়েচি বেশ নিটোল ট্যাকটী কার। যেমনি দেখা, নজর রাখা, আর সঙ্গে সঙ্গেই কায সাবাড়। আমার চাষা ভায়া—ভায়ার একটু আক্কেল থাক্‌লেই মানুষ বলা যেতো—ছুঁড়ীদের গানের পীরিতে এমনি মজগুল হোয়ে গ্যালেন যে গানের কথা, সুর, দুইই মুখস্ত না কোরে আর সেখান থেকে এক পা নোড়বেন না। কাজেই দঙ্গলকে দঙ্গল আমার ওপর ঝুঁক্‌লো। তাদের মন আর কোথাও নেই, কেবল সেই গানের দিকে। তাদের নাক, মুখ, চোক সমস্তই একসা হোয়ে যেন কানের মধ্যে জড় হোয়ে পোড়লো। তখন গাঁটকাটা তো কোন কথা, লোহার ছেকল কেটে কোমর থেকে চাবির থোলোকে থোলো শুদ্ধ পার কোরে ফেল না। সাড় নেই, শব্দ নেই, মুখে অন্য কথাটী নেই, কেবল আমার চাষা ভায়ার গান আর সুরের তারিপ। আমিও সুবিধা বুঝে একধার থেকে পকেট আর গাঁট কেটে চোদ্দ আনা রকম ফরসা কোরে ফেল্লুম। যদি বুড়ো ব্যাটা রাজপুত্তুরের কথা তুলে সোরগোল পাকিয়ে ভুসিখেগো গরুগুলোকে আমার ভুসির হাট হোতে খেদিয়ে না দিতো, তাহোলে দলের এক জন'কেও আজ আর আস্ত ট্যাক্ নিয়ে ঘরে যেতে হোতনা।

(সত্যব্রত, নিহারকুমার ও অশ্রুময়ীর সম্মুখভাগে আগমন।)

সত্য। আরো, তথা উপস্থিত হইলে আপনি
এইরূপে লিপি মোর দিব পাঠাইয়া,
সকল সংশয় দূর হবে তাহা হোতে।

নিহার। যে সকল লিপি রাজা নীলকেতু হোতে
করিবা কৌশল কার সংগ্রহ আপনি—

সত্য। তাহে তব জনকের ঘুচিবে সংশয়।

অশ্রু। মঙ্গল হউক তব, যা কিছু কহিলা
সমস্তই ভাল বলি লাগিতেছে মনে।

সত্য। (জগাইকে দেখিয়া)
এ আবার কে হেথায় ?—ভালই হোয়েছে,
এরে দিয়া কার্য্যোদ্ধার করিব এক্ষণে।
সাহায্যের কিছুমাত্র আশা আছে যায়
এ সময়ে পরিত্যাগ করা না হইবে।

জগাই। (স্বগত) যা বোল্‌ছিলুম এরা যদি আড়াল থেকে তা সব শুনে থাকে, তাহোলেই দফা ঠাণ্ডা কোরবে আর কি।

সত্য। কি হোয়েছে বাপ, অত কাঁপ্‌চো কেন ? ভয় নাই, আমরা তোমার কোন অনিষ্ট কোরব না।

জগাই। আমি বড্ড গরিব হুজুর।

সত্য। গরিব আছ থাক না, কে তোমায় থাকৃতে বারণ কোচ্চে। তবে কথা এই, তোমার গরিবানার উপরের অংশটুকু আমাদের সঙ্গে বদল কোত্তে হবে। নিতান্ত আবশ্যক হোয়ে পোড়েছে বোলেই বোল্‌চি। নাও, আর বিলম্ব

কোরনা। শীগ্‌গীর নিজের পোষাক ছেড়ে তার বদলে এই ভদ্রলোকের পোষাকটী নিয়ে পোরে ফ্যাল। ভদ্রলোকটী বিনিময়ে যা' পাচ্চেন, তা অতি নিকৃষ্ট জিনিস হোলেও ইহাতে উঁহার কিঞ্চিৎ লাভ আছে।

জগাই। আমি বড্ড গরিব হুজুর। (স্বগত) আমি তোমাদের বেশ চিনি।

সত্য। নাও, নাও, শীগ্‌গীর কোরে নাও, দেখ্‌চ না ইতিমধ্যেই ভদ্রলোকটির কাপড় ছাড়া অর্দ্ধেক হোয়ে গ্যাছে।

জগাই। মশাই কি সত্যি সত্যিই বোল্‌চেন? (স্বগত) তোমাদের মতলব কিছু কিছু বুঝ্‌তে পার্‌চি।

নিহার। নাও নাও, শীগ্‌গীর কোরে নাও।

জগাই। আজ্ঞে বোলচেন বটে, কিন্তু আমার তো একটা ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান আছে, ধর্ম্মখেয়ে আমি এসব লই কেমন কোরে।

নিহার। নাও, নাও, শীগ্‌গীর খুলে ফ্যাল, শীগ্‌গীর খুলে ফ্যাল।

(নিহারকুমার ও জগাইয়ের পরস্পর বস্ত্রপরিবর্ত্তন।)

ভাগ্যবতী ঠাকুরাণি,—এ ভবিষ্যবাণী
সফল হউক মোর—এক্ষণে তোমায়
অন্তরালে একবার হইবে যাইতে।
লহ এই প্রাণেশের উষ্ণীষ তোমার;
লয়ে তথা দেহ টানি ললাট উপরে।
কর মুখ আচ্ছাদন; ছাড়ি নিজবেশ
হেন ভাবে আপনারে করহ গোপন
অলক্ষ্যে উঠিতে যাহে পার গিয়া পোতে।
যেহেতু হোতেছে ভয় রয়েছে এখন

খরদৃষ্টি আমাদের গতিবিধি' পরে।

অশ্রু। বুঝিতেছি যেইরূপ তাহে এ নাটকে
অভিনয় আমাকেও হইবে করিতে।

সত্য। উপায় কি আছে তার।—হোল আপনার?

নিহার। পিতাও এক্ষণে যদি দেখেন আমায়
পুত্র বলি চিনিতে না পারিবেন আর।

সত্য। উষ্ণীষ না মহাশয় পাইবা আপনি।

(অশ্রুময়ীকে উষ্ণীষ প্রদান।)

এস, ধর ঠাকুরাণি।—এস বন্ধু তবে।

জগাই। নমস্কার মহাশয়।

নিহার। কি যেন এক্ষণে মোরা হতেছি বিস্মৃত।
আর এক কথা প্রিয়ে! শোন এইদিকে।

সত্য। (স্বগত) অতঃপর কার্য্য মোর, সিংহল-ঈশ্বরে
এই পলায়নবার্ত্তা দিব জানাইয়া,
তার সনে ইহাদের গন্তব্য কোথায়।
আশা মোর, নৃপতিরে যুক্তি উপরোধে
বাধ্য করি লয়ে যাব পশ্চাতে এদের,
সেই সাথে নিজে পুনঃ হেরিব মলয়,
হেরিতে যে প্রিয়ভূমি রমণীর মত
উৎকট বাসনা প্রাণে জাগিছে সতত।

নিহার। সুযাত্রা করহ দান দোঁহে গ্রহপতি!
সত্যব্রত! সিন্ধুতীরে চলি মোরা তবে।

সত্য। সত্বর পারেন যত ততই মঙ্গল।

(নিহারকুমার সত্যব্রত ও অশ্রুময়ীর প্রস্থান।)

জগাই। এখন বোঝা গ্যাল ব্যাপারটা কি। শুধু বোঝা কেন, কানে শোনা পর্য্যন্ত হোল। কান্‌টী খাড়া, নজরটী সাফ, আর জলদহাত গাঁটকাটার পক্ষে নিতান্তই দরকার। আর নাকেরও যুত চাই, কেননা গন্ধে গন্ধে কাযের সন্ধান কোরে মুখ, হাত, পাকে জোগাড় দিতে হবে তো। আমি দেখ্‌চি চোরছ্যাচড়দের এই ঠিক বাড়বার সময়। এই উপরি পাওনা গুলো না ধোরলেও এই বদলে কত লাভ! এই উপরি পাওনা তার ওপর এই বদল, এই ছুয়ে জড়িয়ে কি লাভটাই না মারা গ্যাল! নিশ্চয় দেবতারা এবছর আমাদের দিকে নজরটা কিছু ঢিল্ দিয়েচে। যা' কিছু কর্‌চি, অমনি খেটে যাচ্চে। রাজপুত্তুর নিজেই তো একটা অন্যায় কাজ কোরতে চোলেচেন,—বাপের কাছ থেকে সোরচেন পায়ে কিনা একটা হান্দর বেঁধে। মহারাজকে এ খবরটা দেওয়া যদি ভাল কাজ হয়, তবে সেকাজ আমার দ্বারা হোচ্চেনা। কিন্তু ছাপিয়ে রাখাটা আরো পেজোমি। আমার বিবেচনায় তাই কিন্তু ভাল। কেননা আমার পেশাই যখন তাই, তখন ঐ কোল্লেই আমার ঠিক্ ব্যবসাদারের মতন কায করা হবে।

(বৃদ্ধ রাখাল ও গদার পুনঃ প্রবেশ।)

রোস বাবা রোস। এই যে হাতের কাজ এখনো অনেক রয়েচে। অলি, গলি, দোকান, ফাঁসিতলা, ঠাকুরবাড়ি সকল জায়গাতেই হুঁসিয়ার লোকের হাতের কাছ জুটে যায়।

গদা। ওই হ্যাও! তুই যেন বাপা আজ কাল ক্যামন্‌ডা হোয়ে গিচিস্। আজামোশাইরি বলা ঝে সে তোর প্যাটের ছাওয়াল নয়, পরীর বাচ্চা। তা' সওয়ায় আর কিছু বলা চলবে না।

বৃদ্ধ রাখাল। নারে না মুই ঝা বলি শোন।

গদা। না না, মুই ঝা বলি শোন।

বৃদ্ধ। তবে বল্।

গবা। সে যকন তোর শরীল থেকে জম্মায়নি, তকন তোর শরীল কিছু আজামোশাইর কাচে দুষী হতি পারে না, কাজেই তেন'র কাচে সাজাও পাতি পারে না। এইতো হচ্চে রাইন। এখন ঝে জিনিষগুলো তার গায়ে আচে, তা' ছাড়া আর ঝাকিছু জিনিষ তার সঙ্গে পাওয়া গিয়েলো, সব নিয়ে গিয়ে আজামেশাইরি দেখাইগে চল, তার পর রাইনে ঝা বলে তাই হবে।

বৃদ্ধ। মুই আজা মোশাইরি সব কতাই বলবো, তেনার ছাওয়ালির কেচ্চাটী পর্য্যন্ত। তিনি যকন মোরে আজার বিহাই বানাবার ফিকিরে ছ্যাল, তকন তিনি নিচু সিদে নোকটী নয়। তা আজামোশায়ের কাচেও নয়, মোর কাচেও নয়।

গদা। তা তো ঠিক কতা। আজার বিহাই হওয়াডা কি মুকের কতা। তা হলি তোর কিম্মত ঝা বাড়্‌তো তা মুইই জানি।

জগাই। (স্বগত) বাহবা মেড়া, বেশ।

বৃদ্ধা। তাই ভাল, আজামোশায়ের কাচেই যাই চল। এই বুক-চির মদ্দি ঝা আচে, দেক্‌লি পরে তেনারে দাড়ী চুলকো-তেই হবে।

জগাই। এই নালিশে প্রভুর পলায়ন পক্ষে কিরূপ ব্যঘাত হবে তাতো বুঝ্‌তে পাচ্চিনা।

গদা। একন ঠাকুর স্থাবতারি মান্ আজামশাই ঝেন বাড়ীতেই থাকে।

জগাই। (স্বগত) যদিচ আমি সাধুলোক নই, তবু দৈবি সৈবি এক আধবার হোয়ে পোড়তে হয়। ফেরীওয়ালার দাড়ী পরচুলো গুলো লুকিয়ে ফেলা যাক্। (কৃত্রিম দাড়ী উন্মোচন) (প্রকাশ্যে) কিরে চাষাবেটারা কোথা চলেচিস?

বৃদ্ধ। এঁজ্ঞে আজবাড়ীতে হুজুর।

জগাই। কি দরকার সেখানে? কেন? কিসের বুচকি? তোদের নাম, ধাম, বয়েস, পেশা, জাত, কেজাত আরো যাকিছু বলবার থাকে সব ঠিক ঠাক্ কোরে বল।

গদা। মোরা সাদাসিদে নোক হুজুর।

গদা। মিথ্যে কথা, তোরা কেলেভুতো যাচ্ছেতাই। আমি মিথ্যে কথা শুন্‌তে চাইনা। মিথ্যেকথা গুলো কেবল দোকানদার শালাদের একচেটে। আমরা সিফাই লোক, ঝুঁটবাৎ শুনতে ভাল বাসি না।

বৃদ্ধ। এঁজ্ঞে হুজুর কি আজসভায় থাকেন?

জগাই। হাঁ থাকি, একশোবার থাকি, হাজারবার থাকি। দেখ্‌তে পাচ্চিস্ না আমি রাজসভার লোক? এই পোষাকেই রাজসভার আমেজ পাচ্চিস না? চলনের কেতায় রাজসভাই চাল্ মালুম হচ্চেনা? আমার গা থেকে রাজসভার গন্ধো

তোদের নাকে যাচ্চে না? রাজসভার লোকের মত তোদেয় দেখে ঘেন্না কচ্চিনা? চালাকি কোরে পেটের কথা বার কচ্চি বোলে মনে কচ্চিস আমি রাজসভার লোক নয়। আমি পায়ের নোক থেকে মাথার চুল পর্য্যন্ত পুরো রাজসভার লোক। সেখানে তোদের কাজ হাসিল কি বাতিল করবার লোক যদি কেউ থাকে তো সে আমি। তাই হুকুম কচ্চি রাজসভায় তোদের কি দরকার এখ্‌খনি আমায় খুলে বল।

বৃদ্ধ। এঁজ্ঞে আজ্ঞামোশায়ের কাছে মোদের একটু বরাত আছে।

জগাই। সেখানে তোদের উকিল টুকিল আছে?

বৃদ্ধ। এঁজ্ঞে রুকিল্‌ডা কি বুঝতে নারচি।

গদা। আজ্ঞামোশাইরি ভেট দিতে হয় জানিস না। ভেটের ছাগলকে রুকিল বলে। বল্‌না মোদের ছাগল ভোগল কিচ্চু নেই।

বৃদ্ধ। মোদের সে সব কিচ্ছু নেই হুজুর। হাঁস, প্যাঁটা, ছাগল, ভোগল কিচ্ছু নেই।

জগাই। ভগবান্ কি দয়াই কোরেচেন যে আমাদের এদের মত নির্ব্বোধ কোরে সৃষ্টি করেন নি। তাহোলেও যখন আমাকেও ঐরূপ কোরে গোড়তে পারতেন তখন আমি এদের দেখে ঘৃণা কোরবনা।

গদা, এ মানুষডা বড় একটা মুস্কী ফুস্কী না হোয়ে আর যায় না।

বৃদ্ধ। এনার পোষাকডা খুব দামী রকমের ঠ্যাক্‌চে, কিন্তু পরণের রকমডা যেন কেমন ভাল মতন লাগচে না।

গদা। আরে বুঝতে নারচিস্ ঐ খামখেয়ালী রকম হোতেই তো আরো বেশী বড়লোক মালুম হচ্চে। মুই ঠিক বল্‌চি এ একডা ভারি

উঁচুদরের হেকিম। দাঁতখোঁটা দেখে মালুম কোত্তে পাচ্চিস্ না ?

জগাই। এ কিসের পুটলী ? কি আছে এ পুঁটলীতে ? এ বাকস কি হবে ?

বৃদ্ধ। এঁজ্ঞে এই বাক্সো আর পুঁট্‌কীর মদ্দি এমন কিচু মাল আচে যা আজামোশাই ছাড়া আর কাউরি দেখাবার নয়। মুই যদি তেনার সাতে একবার মুলোকাত কত্তি পাই, তাহলি এক ঘড়ির মদ্দি তিনি সব কথাই জানতি পারবেন।

জগাই। বুড়ো! তোর্ কেবল মেহেন্নতই সার!

বৃদ্ধ। ক্যানে হুজুর ?

জগাই। মহারাজ তো এখন রাজবাড়ীতে নেই, মন শোধরাবার জন্যে নতুন জাহাজে চড়ে হাওয়া খেতে গ্যাচেন। ভেতরের কথাটা কি জানিস, মহারাজ আজকাল ভারি মনকষ্টে আছেন।

বৃদ্ধ। শুনিচি তেনার ছাওয়ালের লেগেই নাকি এমনডা হোয়েচে। তিনি নাকি একটা আকালের ছুঁড়ীয়ে বিয়ে কোত্তে চেয়েলো।

জগাই। সে রাখালশালা আজো যদি না ধরা পড়ে থাকে, তা হোলে বাঞ্চৎ যেন এখুনি দেশে ছেড়ে পালায়। নইলে যে ফৈজত আর সাজা তার অদৃষ্টে আছে, তা শুন্‌লে মানুষ ত মানুষ শয়তানের পর্য্যন্ত পিত্তি চোমকে যায়।

গদা। হুজুরের মনেও কি তাই মালুম ছায় ?

জগাই। ছায় না তো কি। মানষের মতলবে সাজা যতদূর শক্ত, যতদূর কড়া হোতে পারে, তা যে কেবল একলা তাকে ভুগতে হবে তা নয়, তার গুষ্ঠীর মধ্যে যে কেউ আছে, তা সে পঞ্চাশ পুরুষ ছাড়াছাড়ি হোলেও তাকে পর্য্যন্ত ফাঁসিকাটে গলাটী

দিতে হবে। অবিশ্যি সেটা খুব কষ্টের কথা বটে। তাবোল্লে কি হয়, সেটা এখন নিতান্ত আবিশ্যক হোয়ে পোড়েচে। বলো কি! বাঞ্চৎ ভেড়ীওয়ালা রাজার সংসারে মেয়ে দিতে চায়! কেউ কেউ বোল্‌চে বাঞ্চৎকে পাথরে আছড়ে মারা হবে। আমি বলি তাহোলে আর সাজা হোল কি, সে তো সুখের মরণ! ভেড়ার খোঁয়াড়ে রাজার সিংহাসন নেযেতে চায়! ও মার তো মারই নয়, ও সাজা তো সাজাই নয়।

গদা। এঁজ্ঞে হুজুর! বুড়োর ছেলে পিলে আছে কি না তা কিছু খবর শোনচেন?

জগাই। শুনিচি তার একটা বেটা আচে। প্রথমেই তো তা'র গায়ের ছালখানি জ্যান্ত ছাড়িয়ে নেওয়া হবে। তারপর তাতে বেশ কোরে মধুর পেরলেপ দিয়ে তাকে একটী ভিমরুলের চাকের ওপর ধরা হবে। সেখানে ভীমরুলে আচ্ছা কোরে হুল ফোটাতে থাক্‌বে। হুল খেয়ে যখন সাড়ে চোদ্দ আনা রকম প্রাণটা বেরুবে, তখন সাজীমাটীর জল, সরাপ, কি আর কোন রকম গরম আরকে ফের তাকে আর একবার চুবিয়ে নেওয়া হবে। তারপর পাঁজি দেকে যেদিন রদ্দুরের চুড়ন্ত তাত ফুটবে, সেইদিন বেলা দুপুরের সময় একটা তপ্ত ইটের দেয়ালে আচ্ছা কোরে তাকে ঠেসিয়ে ধোরতে হবে। এদিকে গায়ে চচ্‌চোড়ে রোদের হল্‌কা লাগ্‌তে থাক্‌বে, সেই হলকার চোটে ফুটফাটা হোয়ে বাছাধনকে শিঙ্গে ফুঁক্‌তে হবে। এই হচ্চে আসল নিট খবর। সে যাক্‌গে আমাদের সেই বেয়াদব বজ্জাত বেটাদের কথায় দরকার কি। নচ্ছারবেটারা যে কায কোরেছে, তাতে তাদের জন্যে দুঃখু না কোরে তাদের

দুঃখে বরং উপহাস্যি করাই উচিত। তাদের কথা যাক্‌গে, তোমাদের তো বেশ সাদাসিদে ভাল মানুষ বোলেই বোধ হোচ্চে। এখন রাজাবাহাদুরের কাছে তোমাদের বরাতটা কি বল দিকিন? যদি আমার বিষয়টা ভাল কো'রে বিবেচনা কর, তাহোলে তোমাদের দুজনকে সঙ্গে কোরে নিয়ে গিয়ে জাহাজে মহারাজের হুজুরে পেশ কোরে দি এবং তাঁর কানে কানে তোমাদের হোয়ে দুকথা বোলতেও পারি। এটা জেনে রেখো, খোদ হুজুরবাহাদুর ছাড়া এ মকদ্দমার কিনারা কোরে দিতে যদি আর কেউ পারে তো সে মানুষ আমি!

গদা। মানুষডারে খুব একটা বড় হেকিম টেকিম বোলেই মালুম হচ্চে। দে, ওনারে ট্যাকা দে, ট্যাকা দে। হেকিমগুলো হোচ্চে একগুঁয়ে ভালুকের জাত। ট্যাকাটী ছাও, আর নাকে দড়ি দিয়ে খেটিয়ে ন্যাও। নে আর কথায় কায নেই, শীগগীর কোরে ট্যাকার থালডা ওনার হাতের মদ্দি গুঁজে দে। শুনিচিস্ তো পাতরে আচড়াবে, জ্যান্ত ছাল ছেড়িয়ে নেবে!

বৃদ্ধ। এঁজ্ঞে হুজুর যদি দয়া কোরে মোদের এই কাযটুকু করি কম্মি দাও, তাহলি মোর কাছে ঝাকিছু আছে সব দোব, তা ছাড়া ঝা দিচ্চি আরো এত ট্যাকা হুজুরকে দোব। কতায় পিত্যয় না হয়, মোর এই চেংড়া ছাওয়ালডারে হুজুরের কাছে ঝামিন থুয়ে যাচ্চি।

জগাই। আমি যা বোলেচি কোরে দিলে আর বাকি টাকা দেবে?

বৃদ্ধ। এঁজ্ঞে হুজুর।

জগাই। বেশ তবে এখন অর্দ্ধেকই দাও। তুমিও এর মধ্যে আছো নাকি?

গদা। এঁজ্ঞে কতকডা আছি বই কি। যদিও মোর মকদ্দমার আহালটা কিছু খারাপ, তবু মোর গায়ের ছালটা বোদ করি ছেড়িয়ে নেবে না।

জগাই। আরে সে ত হোল রাখালগুণ্ডটার ছেলের কথা। সে বাঞ্চতের কথা ছেড়ে দাও, তার যা সাজা হবে, তাতে দেশ শুদ্ধ লোকের আক্কেল হোয়ে যাবে।

গদা। তবেই তো আজামশায়ের কাচে না গেলি আর চল্‌চে না। তেনারে এই ভুতুড়ে জিনিষ গুলো দেখাতিই হোবে। তেনারে বল্‌তি হবে ঝে ছুঁড়ীটা মোর বুন নয়, তোর বিটিও নয়, নইলি মোদের দফাই নিশ্চিন্দি। এ'জ্ঞে হুজুর এক কতা নিবেদন পাই, বুড়ো হুজুরকে ঝা দিতি চেয়েচে মুইও হুজুরকে তাই দোব, তা' সয় ট্যাকা আদায় না দেয়া পর্য্যন্ত হুজুরের কাচে আটক থাক্‌বো।

জগাই। বেশ, তোমাদের কথাতেই বিশ্বাস করলুম। এখন তোমরা আগে গিয়ে সুমুদ্দুরের ধারে হাজির হওগে। ডান দিক ধোরে সিদে চলে যেও। আমি একবার মাত্তর ঐ বেড়ার ওপরটা দেখে তোমাদের পেছু পেছু গিয়ে জুটচি।

গদা। মোদের ভারি জোর কপাল ঝে এমন মানুষডারে মোরা হাত কত্তি পেরেচি। কপাল জোর নইলি এমন্‌ডা মেলেনা।

বৃদ্ধ। তা' আর বলতি। চল্ তবে মোরা একটু আগেই সেকানে যাই। মোদের ভালর লেগেই ভগবান্ এনারে জুইটেচে।

(বৃদ্ধরাখাল ও গদার প্রস্থান।)

জগাই। যদিও বদমাইসি ছেড়ে দেব মনে করি কিন্তু দেবতারা তা' হোতে দেবেনা, কোত্থেকে শিকার এনে আমার মুখের ভেতর

গুঁজে দেবে। এখন তো দুটী সুযোগ উপস্থিত। প্রথম, কিছু টাকা রোজগার করা। দ্বিতীয়, আমার পুরানো মনিব কুমারবাহাদুরের কিঞ্চিৎ উপকার করা। আর তাতেই যে আমার কপাল ফিরে যাবেনা তাই বা কে বল্‌তে পারে। আমি তো এই কানা ছুঁচো দুটোকে সঙ্গে কোরে নিয়ে কুমার বাহাদুরের জাহাজে তুলে দিয়ে আসি। তারপর যদি তিনি এদের আবার ডাঙ্গায় ছেড়ে দ্যান, কিম্বা এদের নালিশে তাঁর কোন ক্ষতি হবেনা বিবেচনা করেন, তাহোলে উপ্‌জে একায করার দরুণ পাজি, হারামজাদা ইত্যাদি বোলে না হয় আমায় গালাগালিই দেবেন। সে খোসনাম তো আমার চিরকালই আছে, আর সে জন্যে যা কিছু লজ্জা বা অপমান তাও বিলক্ষণ গাসহা হোয়ে গ্যাচে। এখন এদের দুটোকে নিয়ে গিয়ে তাঁর সামনে হাজির কোত্তে হোয়েছে। এর ভেতর অনেক কথা থাকৃতে পারে।

(প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

১ম দৃশ্য—নীলকেতুর রাজভবনস্থ কক্ষ।

(নীলকেতু, মলিনা, সুমিত্রা, বসুভূতিও অন্যান্য পারিষদগণের প্রবেশ।)

সুমিত্র। মহারাজ! সহিলেন যথেষ্ট আপনি,
শোকব্রত বাস্তবিক তাপসের মত
করিলেন আচরণ এতকাল ধরি।

নাহিক এমন পাপ আর কিছু তব
ইহাতে না প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে যার।
যেরূপ সহিলা ক্লেশ তাহে আপনার
পাপ হোতে প্রায়শ্চিত্ত অধিক হোয়েছে।
আর কেন, পূর্ব্বকথা ভুলে যান প্রভু,
বিভু যথা দয়াকরে ভুলেছেন তব,
সেই সনে ক্ষমাদান করুন নিজেরে।

নাল। মন্ত্রিবর! মুখ তার পড়ে যবে মনে,
সে অসীম ভালবাসা, পতিভক্তি তার,
না পারি ভুলিতে মম পূর্ব্ব আচরণ
তার প্রতি, প্রাণে সদা জাগে তাহা মম।
তাই ভাবি নিরন্তর বসিয়া নির্জ্জনে
নিজ সর্ব্বনাশ কথা ; হলো যাহা হোতে
মলয়ের রাজবংশ লুপ্ত চিরতরে,
হারাইনু প্রিয়তমা প্রেমের প্রতিমা
জীবনসঙ্গিনী মোর, যার মুখ চেয়ে
বড় আশা করেছিনু হৃদয়ে পোষণ।

মলিনা। অতি সত্য প্রভু! যাহা বলিলা আপনি।
জগতের যাবতীয় সুন্দরী আনিয়া
করিতেন পরিণয় আপনি যদ্যপি,
অবশেষে প্রত্যেকের শ্রেষ্ঠভাগ লয়ে
গড়িতেন তিলোত্তমা প্রেমের প্রতিমা,
তথাপি না সমতুল হইত তাঁহার
নিজ করে মহারাজ বোধেছেন যাঁরে।

নীল।	অমিও তা জানি মনে। বধিয়াছি তারে ! আমি বধিয়াছি তারে ! বাস্তাবক তারে আমি বধিয়াছি বটে, কিন্তু প্রাণে মম বড় ব্যথা দিলে আজ বধিয়াছ বলে। বাক্য দেবি যেইমত কঠিন তোমার, তেমতি কঠিন প্রাণে বাজিয়াছে মোর। ভাল, ভাল, যা' বলিলে বলিলে এক্ষণে, ওকথা অমন করে সর্ব্বদা বোলনা।
স্নমিত্র।	সর্ব্বদা কি মুখে আর ওকথা এননা। ভাল কথা আরো দেবি ! ছিল তো অনেক কহিলে হইত কায, অথচ তাহাতে হোত ব্যক্ত স্বাভাবিক দয়াগুণ তব।
মলিনা।	নরেশের বিবাহের পক্ষপাতী যারা সেই দলে আপনিও হোর একজন।
বসু।	আপনিও পক্ষে তার না থাকেন যদি, তবে স্বদেশের প্রাত মায়া নাই তব, নাহি চিন্তা নরেশের নামরক্ষা তরে। সে ভাবনা বারেকও না হয় তব মনে কি দুর্দ্দিন উপস্থিত হবে রাজ্যমাঝে, কি বিপদে প্রজাকুল পড়িবে সহসা মহারাজ নিঃসন্তান রহেন যত্মপি। আমাদের সাধ্বী সতী পূর্ব্বমহারাণী কোরেছেন শান্তিলাভ, ইহা হোতে আর আনন্দ পবিত্রতর কি আছে জগতে।

সেই মত কি পবিত্র কর্ত্তব্য জগতে
আছে আর, ভবিষ্যৎ রাজ্যের কল্যাণ,
প্রভুর আনন্দ, তথা বংশরক্ষা হেতু
চারু, মনোরমা, প্রিয়া শয়নসঙ্গিনী
মহারাজ সনে পুনঃসংঘটন হোতে ?

মলিনা। যিনি গিয়াছেন চলি তাঁর তুলনায়
যোগ্যপাত্রী জানিবেন নাহি এ ধরায়।
আরো কহি দেবতার গূঢ় ইচ্ছা যাহা
অবশ্যই কোনরূপে হবে ফলবতী।
মহেশের প্রত্যাদেশ আছে তো স্মরণ ?
নহে কি প্রভুর ইহা শ্রীমুখের বাণী
না মিলিলে হারানিধি রাজার নন্দিনী
উত্তরাধিকারী নাহি রহিবে রাজার ?
রাজসুতা ভাগ্যহীন পতি সনে মম
নিঃসন্দেহ কালগ্রাসে হোয়েছে পতিত।
সে পুনঃ আসিবে ফিরে নরবুদ্ধিমতে
সেইমত অসম্ভব, পরলোক হোতে
দুঃখিনীর প্রাণধন অভাগীর কাছে
আসিবেন ফিরে পুনঃ দুরাশা যেমন।
এই কি মন্ত্রণা তব সভ্যমহাশয়,
মহারাজ হইবেন প্রতিকূলাচারী
দেবতার ! দেবআজ্ঞা করি অবহেলা
হইবেন অপরাধী তাঁহাদের পদে ?
মহারাজ ! সন্তানের না কর ভাবনা,

রাজ্য তব আপনার দেখে লবে রাজা।
দিগ্বিজয়ী মহারাজ যুনানীঈশ্বর
নিঃসন্তান মৃত্যুকালে গিয়াছিলা সঁপি
রাজ্য তাঁর যোগ্যতম সেনাপতি গণে;
তাহাই কি শ্রেষ্ঠরাজ্য হয় নাই পরে?

নীল। গুণবতি! অতি প্রীতি আদরেরধন
মহিষীর স্মৃতি মোর জানি তব কাছে।
আহা, সে সময় আমি শুনিতাম যদি
মন্ত্রণা তোমার দেবি! পাইতাম আজি
দেখিতে সে প্রেমমাখা চারু আঁখি দুটী,
লভিতাম কত সুধা সে অধর হোতে!

মলিনা। তাহোতে অধিক আরো দিতে বিনিময়ে।

নীল। সত্য বলিয়াছ সখি! তেমন রমণী
হবেনা জগতে আর, তাই ভাবিতেছি
রমণীতে প্রয়োজন নাহি মম আর।
তার হোতে রূপেগুণে নিকৃষ্টা রমণী
রহে যদি মোর কাছে অধিক আদরে,
অমরনগরবাসী দেবাত্মা তাহার
স্বর্গ হোতে পুনর্ব্বার আসিবে ফিরিয়া
নরলোকে, এ পাপিষ্ঠ দাঁড়ায়ে যথায়,
উরি তথা, ক্ষুণ্ণমনে জিজ্ঞাসিবে মোরে
"কেন তবে হোয়েছিলে বিরূপ আমায়?"

মলিনা। আসিতে সামর্থ্য যদি থাকিত তাঁহার
অসঙ্গত নাহি হোত হেন আগমন।

নীল। সত্য বলিয়াছ সখি! জ্ঞানশূন্য হোয়ে
বধিতাম নবীনারে আমি তা হইলে।

মলিনা। আমিও সেরূপ হোলে করিতাম তাই।
আমি যদি হইতাম প্রেতাত্মা তাঁহার,
কহিতাম মহারাজ, ডাকি আপনারে—
"চেয়ে দেখ নরনাথ! নবীনার আঁখি
ভাবহীন, শূন্যময়। বল দেখি মোরে
কি দেখ ভুলেছ, মজেছ উহার সনে?"
এই বলি কাঁদিতাম করিয়া চীৎকার
উচ্চৈঃস্বরে, শেষবাক্য বাজিত শ্রবণে
"ভেবে দেখ প্রাণনাথ মোর আঁখি দুটী।"

নীল। মনোমদ,—সুবিমল গগণের তারা,
অন্য যত প্রভাহীন অঙ্গার কেবল!
মনে সখি! কিছুমাত্র করোনা ভাবনা
ভার্য্যা পুনঃ এ জীবনে লইব না আর।

মলিনা। পারেন করিতে পণ মোর মত বিনা
ভার্য্যা নাহি পুনর্ব্বার করিবা গ্রহণ?

নীল। ধর্ম্মসাক্ষী কহিতেছি কভু না করিব।

মলিনা। সভ্যগণ! মহারাজ করিলেন পণ,
আপনারা সাক্ষী হোয়ে থাকুন ইহার।

সুমিত্র। বড়ই উদ্ভ্যক্ত তুমি করিছ উঁহারে।

মলিনা। যত দিন অবিকল মহিষীর মত
রমণী নয়নপথে না আসে উঁহার,
ততদিন মাত্র এই রহিল নিয়ম।

সুমিত্র। ভদ্রে! —

মলিনা। শুনিতেছি, কথা শেষ হোয়েছে আমার—
তবু যদি মহারাজ, সত্যভঙ্গ করি
ভার্য্যা কভু পুনরায় করেন গ্রহণ,
কি আর করিব যদি করেন তাহাই,
এই আবেদন প্রভু রহিল চরণে
আপনার নবরাজ্ঞী-নির্ব্বাচন-ভার
দয়া করি মহারাজ দিবা অধীনীরে।
দেখিবেন অঙ্কে তব দিব আনি যাঁরে
পূর্ব্বমহিষীর মত তরুণী যদিও
নাহি হইবেন তিনি, তথাপি তাঁহারে
হবে ভ্রম প্রেয়সীর ছায়ামূর্ত্তি তব
হয়েছেন অবতীর্ণা যেন ভূমিতলে।
হেরি তারে মহানন্দে হইয়া বিভোর
চাহিবেন ভুজপাশে বাঁধিতে তাহারে।

নাল। করিনু প্রতিজ্ঞা সতি, তব মত বিনা
ভার্য্যা নাহি পুনর্ব্বার করিব গ্রহণ।

মলিনা। হবে তাহা রাজ্ঞী পুনঃ হইলে জীবিত,
যাবৎ না হয় তাহা হবেনা সম্মতি।

(জনৈক পারিষদের প্রবেশ)

পারি। মহারাজ! দ্বারে এক নবীন যুবক
কহিছেন সিংহলের যুবরাজ তিনি
নিহারকুমার নাম; সঙ্গে প্রণয়িনী,

রূপসী নয়নে হেন হেরি নাই কভু,
প্রভু সনে দরশন করেন প্রার্থনা।

নীল। সিংহলের যুবরাজ!—একথা কেমন!
অর্থ এর কিছুইতো নারিনু বুঝিতে।
হেন রূপে আগমন নহেত কখন
পিতৃপদগৌরবের উপযুক্ত তার।
আকস্মিক, অসম্ভব এই আগমন,
সংকল্পিত বলি কভু নাহি লয় মনে;
দায় কিম্বা কোনরূপ দৈবদুর্ঘটনা
বোধ হয় হইবেক কারণ ইহার।
পারিষদ বল দেখি কিরূপ তাহার?

পারি। সামান্যই, তাহারও হীনবেশ সবে।

নীল। কহিতেছ সঙ্গে তার আছে প্রণয়িনী?

পারি। আজ্ঞা প্রভু।
আমার তো বোধ হয় রবিকরতলে
সে অপূর্ব্ব ক্ষিতিকণা তুলনারহিত।

মলিনা। দেবি তমালিনি! রীতি আছে চিরদিন
অতীত হলেও শ্রেষ্ঠ হীন বর্ত্তমান
গর্ব্ব করে আপনারে শ্রেষ্ঠতর বলি;
তাই কি গো দেবি! তব চিতাভস্ম হোতে
মনোদুঃখে পরাভব করিছ স্বীকার
আজি এই নবাগতা তরুণীর পাশে?
মহাশয়! আপনি না নিজে একদিন
রাজ্ঞীর লাবণ্য হেরি বলেছিলা মুখে,

লিখেছিলা কবিতায়, " নিখিল সংসারে
ছিলনা, হবেনা কভু তুলনা তাহার।"
সে উচ্ছ্বাস মন্দীভূত সময় বুঝিয়া
হোয়েছে এখন বুঝি ? তাই কহিতেছ
দেখেছ তাঁহার হোতে সুন্দরী নয়নে ?

পারি। ক্ষম দেবি ! মহিষীরে একরূপ প্রায় গেছি ভুলে।
কিন্তু এই নবীনারে বারেক নয়নে
হের যদি, নহে তব নয়ন কেবল,
রসনাও পক্ষপাতী হইবে তাহার।
এ কিশোরী গুরু হোয়ে ইচ্ছা করে যদি
নব শিষ্যসম্প্রদায় করিতে গঠন,
অন্য গুরু আছে যত নিরাশ-অন্তরে
নিজ নিজ ব্যবসায়ে হইবে উদাস।
যাহারে সে অনুমতি করিবে ডাকিয়া
সেই আসি শিষ্যদলভুক্ত হবে তার।

মলিনা। তা'বোলে স্ত্রীলোকে নাহি হইবে কখন।

পারি। স্ত্রীলোকে ও তারে হেরি মজিবে নিশ্চয়,
যেহেতু পুরুষ হেন নাহিক জগতে
যার সনে সমতুল নহে এ রমণী।
পুরুষে তো তারে হেরি অবশ্য মজিবে
যেহেতু এ নারীরত্ন দুর্লভ জগতে।

নীল। যাও মন্ত্রি ! সবান্ধবে যাইয়া তথায়
লয়ে এস দোঁহে মম প্রেম-আলিঙ্গনে।

(সুমিত্র ও অপরাপর পারিষদ গণের প্রস্থান)

এখনো আশ্চর্য্যবোধ হোতেছে আমার
কেন দোঁহে হেন ভাবে দেখা দিল আসি !

মলিনা। আহা ! সে সোনারচাঁদ কুমার মোদের
এ সময়ে বর্ত্তমান থাকিতেন যদি
কেমন সাজিত এই রাজপুত্র সনে !
মনে হয় দোঁহাকার জন্মদিন মাঝে
পূর্ণ একমাসো নাহি ছিল ব্যবধান।

নীল। করে ধরি, ক্ষান্ত হও, মিনতি আমার,
তার কথা কর্ণে মোর তুলোনা গো আর।
তার কথা উত্থাপন জানতো করিলে
বাজে নব পুত্রশোক হৃদয়ে আমার।
যে কথা শুনালে মোরে বুঝিতেছি তায়
হেন স্মৃতি মনোমাঝে হবে জাগরিত,
মনে হয় জ্ঞানহারা করিবে আমায়
হেরিব নয়নে এই কুমারে যখন।
এই যে আগত দোঁহে।

(সুমিত্র ও পারিষদ বর্গের সহিত
নিহারকুমার ও অশ্রুময়ীর প্রবেশ)

পতিব্রতা বটে তব জননী কুমার !
গর্ভে তাঁর হেরি যবে মুদ্রিত এমন
অপূর্ব্ব তনয়ছবি জনকের তব !
পিতৃসনে—এমন কি ভঙ্গী সনে তাঁর—
হেরি তব চমৎকার সাদৃশ্য এমন,
সখা বোলে সম্ভাষিতে যেতেম তোমায়

যদি মম একাধিকবিংশতি বৎসর
হোত বৎস ! বয়ঃক্রম তোমার মতন !
কত কথা কহিতাম পাগলের মত
তব সনে, তাঁর সনে কহিতাম যথা
দেখা হোলে, দুইজনে তরুণজীবনে
পাগলের মত খেলা খেলিয়াছি যত !
এস আদরের ধন ! এস গো রূপসি !—
আহা ! এ যে গগণের শশী অবতীর্ণ-
ধরাতলে !—ওহো ! আমি তোমাদেরি মত
নয়ন-পুত্তলী মোর হারায়েছি দুটী !
তারাও থাকিলে আজি এইমত রূপে
মুগ্ধ করি ত্রিভুবন দাঁড়াতো গো আসি,
আজি অভাগার পাশে তোমরা যেমন
দাঁড়ায়েছ আলো করি সুন্দর যুগল !
সেই সঙ্গে আরো হারায়েছি প্রেমসঙ্গ,
ভালবাসা তব মহামতি জনকের,
যাঁহারে বারেক মাত্র হেরিতে নয়নে
আজো বাঁচিবার সাধ করি এসংসারে
জীবনের সর্ব্বসুখে হইয়া বঞ্চিত !

নিহার। তাঁহারি আদেশক্রমে নামিয়াছি মোর
মলয়ের উপকূলে, তাঁহারি আদেশে
জানাইতে আপনারে প্রেমসম্ভাষণ।
যদি না বার্দ্ধক্যজাত ইন্দ্রিয়বিকারে
কথঞ্চিৎ হীনবল করিত তাঁহারে,

নিজে তিনি অতিক্রমি সাগর, প্রান্তর
দুই সিংহাসন মাঝে, নিশ্চয় এখানে
আসিতেন তব সনে করিতে সাক্ষাৎ।
আরো তিনি বলিবারে দিয়াছেন বোলে
রাজ-দণ্ডধারিকুলে আপনার মত
প্রিয়পাত্র কেহ তাঁর নাহি এ জগতে।

নীল। সদাশয়, গুণনিধি ভাইরে আমার
কত কৃপা তব এই অধমের প্রতি!
মোহবশে করিয়াছি যেই আচরণ
তব সনে, নবীভূত, উদ্বেলিত হোয়ে
উঠিছে হৃদয়ে মোর! আরো সেই সনে
এ দুর্লভ অযাচিত করুণা তোমার
মূর্ত্তিমতী হোয়ে যেন বুঝাইছে মোরে
তব প্রতি জড়প্রায় শৈথিল্য আমার!
এস বৎস! নিকেতনে আনন্দে আমার
ধরাতলে মধুময় বসন্ত যেমন
মধুপ্রিয়া সুহাসিনী ফুলরাণী সনে।
জিজ্ঞাসি হে প্রাণধন! পিতা কি তোমার
এ সুবর্ণপ্রতিমাও নিষ্ঠুরের মত
দিয়াছেন ভাসাইয়া অকূল সাগরে
সন্তাষিতে অভাগায়, যে অধম তরে
দূরে যাক্ বরদেহে বিপদস্বীকার
সামান্য দেহের ক্লেশ ও নহে সমুচিত।

নিহার। আসিছেন ইনি দেব কঙ্কণ হইতে।

নীল। শূরশ্রেষ্ঠ মহামতি রাজেন্দ্র সুষেণ
ভীমকান্ত নৃপগুণে পূজিত যথায়?

নিহার। আজ্ঞা, মোরা আসিতেছি তাঁরি পাশ হোতে।
তাঁহারি দুহিতা ইনি, অশ্রুবারিধারা
ঝর ঝর ঝরি তাঁর নেত্রপথ হোতে
দিয়াছে সে পরিচয় বিদায়ের কালে।
তথা হোতে অনুকূল দক্ষিণসমীরে
হোয়ে পার নিরাপদে জলধি দুর্গম
অসিতেছি দোঁহে মোরা করিতে সাক্ষাৎ
তব সনে, পিতৃআজ্ঞা আছিল যেমন।
শ্রেষ্ঠ অনুচরগণে দিয়াছি বিদায়
আসি মলয়ের কূলে। সিংহলের পথে
গেছে তা'রা শুভবার্ত্তা লয়ে কঙ্কণের,
সেই সনে তব পুরে নববধূ সনে
আগমনবার্ত্তা মম জানাতে পিতারে।

নীল। শুভদাতা দেবগণ করুণ কল্যাণ
যাবৎ বসতি বৎস! কর এই পুরে
প্রক্ষালিয়া রোগতাপ মম রাজ্য হোতে।
পিতা তব ধর্ম্মশীল, সাধু, সদাশয়,
করিয়াছি অপরাধ বিরুদ্ধে তাঁহার,
তাই রুষ্ট দেবগণ হোয়ে মোর প্রতি
চিরতরে বংশহীন কোরেছেন মোরে
আর তব পুণ্যশীল মহাত্মা জনক
নিজ সুকৃতির ফলে তব অনুরূপ

সুসন্তান লভি আজ ধন্য এ জগতে।
কত সুখে ভগবান করিতেন সুখী
অভাগারে, আজি হায় তোমাদের মত
কন্যাপুত্র যদি মোর থাকিত সংসারে!

(জনৈক সভাসদের প্রবেশ।)

সভা। মহারাজ! উপস্থিত নিকটে প্রমাণ,
নতুবা যা' আপনারে এসেছি বলিতে
বিশ্বাসের যোগ্য কভু নহে নরনাথ।
মোরে দিয়া যথারীতি প্রেমসম্ভাষণ
জানাইলা আপনারে সিংহলঈশ্বর।
পুত্র তাঁর উচ্চপদ, কর্ত্তব্য-পালন,
কুলমান, লাজভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া
এসেছেন পলাইয়া রাজ্য হোতে তাঁর
হীনকুলোদ্ভবা এক গোপকন্যা সনে!
কহিলেন মোরে দিয়া তিনি আপনারে
অবিলম্বে গতিরোধ করিতে দোঁহার।

নীল। কোথায় সিংহল পতি? শীঘ্র বল মোরে।

সভা। আপনারি এই পুরে। আসিতেছি আমি
এই মাত্র মহারাজ তাঁরি পাশ হোতে।
অসম্ভব এ বারতা, চমৎকৃত হোয়ে
তাই আপনারে প্রভু এসেছি কহিতে।
আসিতেছিলেন তিনি তব পুরী পানে
দ্রুতবেগে, অনুমানি এঁদেরি পশ্চাতে,
হেনকালে পথে তাঁর হইল সাক্ষাৎ

এই নবযুবতীর পিতা ভ্রাতা সনে
রাজকন্যা বলি হেথা পরিচিত যিনি।
তাহারাও দুইজনে স্বদেশ ছাড়িয়া
এসেছে চলিয়া এই রাজপুত্র সনে।

নিহার। সত্যব্রত দেখিতেছি মজায়েছে মোরে।
সারল্য, সাধুতা তার ছিল কোনমতে
পরীক্ষার বাত্যাঘাত স'য়ে এতদিন।

সভা। এই চক্র যুবরাজ নিশ্চয় তাঁহার,
দেখিয়াছি তাঁরে তব জনকের সনে।

নীল। কারে ? সত্যব্রতে ?

সভা। সত্যব্রতে মহারাজ। এইমাত্র করি
আসিতেছি তাঁর সনে কথোপকথন।
গোপ দুজনারে লয়ে ব্যস্ত তিনি এবে
জিজ্ঞাসিতে নানাকথা। ভয়ে অভিভূত
কাঁপিতেছে ঘন ঘন অভাগা দুজনে,
কভু নতজানু, কভু হেটমুণ্ড হোয়ে
লুটাইছে ধরাতলে ; যা'কিছু কহিছে
দিব্য করি অস্বীকার করিছে তখনি।
শুনি তাহা কর্ণপথ সিংহলঈশ্বর
করিছেন আচ্ছাদন, কভু নানামত
মৃত্যুভয় প্রদর্শন করিছেন দোঁহে।

অশ্রু। আহা পিতা, ছিল এত অদৃষ্টে তোমার !
দেবগণ আমাদের গুপ্তচর মত

আছেন পশ্চাতে সদা, কোনক্রমে নাহি
এ বিবাহ আমাদের দিবেন ঘটিতে।

নীল। হোয়েছে কি পরিণয় তোমা দোঁহাকার ?

নিহার। হয় নাই নরনাথ ! হবে যে কখন
নাহি দেখি কিছুইতো লক্ষণ তাহার।
বুঝিতেছি এইভাবে কাটিবে জীবন।
ছোটবড়, উচ্চনীচ সকল দশায়
দেখিতেছি বিড়ম্বনা অদৃষ্টে সমান।

নীল। কুমার ! এই না তব রাজার দুহিতা ?

নিহাহ। হইবেন মোর সনে হলে পরিনীতা।

নীল। পরিণয় হবে যত বুঝিতেছি মনে
হেরি ত্রস্ত আগমন জনকের তব।
বড় আক্ষেপের কথা নৃপতিকুমার,
পাশরি কর্ত্তব্য তব জনকের প্রতি
হোয়েছ হৃদয় হোতে অন্তর তাঁহার।
আরো ক্ষোভ এই মনে, প্রণয়িনী তব
স্পৃহণীয়া যেইমত রূপের বিচারে,
যোগ্যপাত্রী নহে তথা কুলশীল মানে
হইবে যে তারে লয়ে সুখী এ সংসারে

নিহার। ত্যজ ক্ষোভ প্রিয়তমে ! চাহ মুখ তুলে
জেন স্থির, প্রতিবাদী অদৃষ্ট মোদের
জনকের সনে মোর একযোগ হয়ে
তাড়িছেন আমাদের পশ্চাতে যদিও,
সাধ্য তবু তিলমাত্র নাহিক তাঁদের

ফিরাইতে আমাদের প্রণয়ের গতি।
মহারাজ! মনে ভেবে দেখুন আপনি
এইমত আপনারো ছিল একদিন;
নবপ্রীতি, অনুরাগ আছিল সকলি
এইমত। সেই স্মৃতি হৃদয়ে ধরিয়া,
দয়া করি দুইকথা আমাদের হোয়ে
বলিবা পিতারে মোর, কৃতাঞ্জলি করি
এই অনুগ্রহ দেব মাগি তব পাশে।
উপরোধ নরনাথ আপনি করিলে
পিতা মোর হয় যদি অমূল্যরতন
তুচ্ছবস্তু মত তাও দিবেন বিলায়ে।

নীল। তাই যদি, তবে তব প্রেয়সীরতন,
তুচ্ছ বস্তু অবশ্যই যাহা তাঁর কাছে,
ভিক্ষা মাগি তব তরে লব তাঁর পাশে।

মলিনা। মহারাজ! আপনার নয়ন মাঝারে
যৌবনের অতিরিক্ত প্রভাব নেহারি।
একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিছ যাহারে
তার চেয়ে হেন দৃষ্টি তব মহিষীর
মৃত্যুপূর্ব্বে আরো ভাল সাজিত তাঁহারে।

নীল। তারি কথা চিন্তা সখি করিয়াছি মনে
যতক্ষণ নিরীক্ষণ করেছি বালারে।
(নিহারকুমারের প্রতি)
যুবরাজ! আবেদন শুনিলাম তব,
উত্তর এখন বাকি রহিল তাহার।

জনকের পাশে তব চলিনু এক্ষণে।
যদি না লালসাবশে ধর্ম্মপথ হোতে
থাক বিচলিত হোয়ে, বাঞ্ছা পুরাইতে
অবশ্যই সপক্ষতা করিব তোমার।
সেই কার্য্যে চলিলাম তব পিতৃপাশে।
দেখি কতদূর পারি ; এস মোর সনে।

(প্রস্থান।)

২য় দৃশ্য—রাজা নীলকেতুর প্রাসাদের সম্মুখভাগ।

(জগাই ও জনৈক ভদ্রলোকের প্রবেশ)

জগাই। মহাশয়! এককথা নিবেদন করি, যখন এই কথাবার্ত্তা হয় তখন কি আপনি উপস্থিত ছিলেন ?

১ম ভদ্র। যখন পেটিকাটী খোলা হয় তখন আমি সেই স্থানেই ছিলেম, এবং সেটী কি প্রকারে পাওয়া গিয়াছিল তাও বৃদ্ধরাখালকে বোলতে শুনেছি। কথাগুলি শুনে সকলেই আশ্চর্য্য হোয়ে গ্যাল। তার পরই সেই গৃহ হোতে বাহিরে যাবার জন্য আমাদের সকলের উপর আদেশ হোল। আমার মনে হচ্চে, বৃদ্ধরাখাল শিশুকন্যাটীকে কুড়িয়ে পেয়েছিল একথা আমি যেন তাকে বোলতে শুনিচি।

জগাই। শেষটা কি হোল জানবার জন্য মনে বড়ই আগ্রহবোধ হচ্চে।

১ম ভদ্র। সমস্ত বৃত্তান্তটীর মধ্যে হোতে কিছু কিছু আপনাকে বোলে যাচ্চি আপনি শুনে যান। মহারাজ নীলকেতু ও মন্ত্রী সত্যব্রতের সহসা যেরূপ ভাবান্তর দেখলেম তা' বিস্ময়ের

প্রতিরূপ বোলেই হয়। তাঁহারা দুইজনে স্থিরদৃষ্টি হোয়ে পরস্পরের প্রতি এরূপভাবে চেয়ে রইলেন, যে মনে হোতে লাগলো যে তাঁদের চক্ষুর পল্লব বুঝিবা ছিন্ন হোয়ে যায়। তাঁদের নির্ব্বাক্ অধরে কথা, তাঁহাদের নীরব অঙ্গভঙ্গীর মধ্যে হো'তেও যেন ভাষার বিকাশ হোতে লাগ্‌লো। সৃষ্টিরক্ষা বা সৃষ্টিনাশের কথা শুন্‌লে যেরূপ ভাব হয়, তাঁদের আকৃতি দেখে বোধ হোলো যেন এরূপ কোন সংবাদ তাঁরা শুনেছেন। তাঁদের অবস্থা দেখে বেশ বোঝা গ্যাল যে তাঁহারা মোহে একান্ত আচ্ছন্ন হোয়ে পোড়েছেন। কিন্তু সে মোহ শোক অথবা হর্ষ হোতে উৎপন্ন, দর্শকগণের মধ্যে অতি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণও তাঁহাদের বাহ্যাবস্থা দেখে তা' অনুমান কোরে উঠতে পারেন নি। কিন্তু এ দুয়ের যে একটা, এবং তাও যে গুরুতর রকমের তাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

(অপর একটী ভদ্রলোকের প্রবেশ।)

এই যে আর একটী ভদ্রলোক এদিকে আসচেন। সম্ভবতঃ ইনি আমা অপেক্ষা অধিক সংবাদ জানেন। কি সংবাদ চন্দ্রনাথ ?

২য় ভদ্র। সংবাদ ? বাজার একেবারে আগুন, আগুন। প্রভু বিশ্বনাথের প্রত্যাদেশ সফল হোয়েছে, আমাদের নিরুদ্দিষ্ট রাজকন্যার সাক্ষাৎ পাওয়া গ্যাছে। গত দুইদণ্ডের মধ্যে এত অদ্ভুত বৃত্তান্ত সকল প্রকাশ পেয়েছে, যে তার গান বাঁধতে কবিওয়ালারা পর্যন্ত হার মেনে যাচ্চে। এইযে মলিনা দেবীর ভাণ্ডারী এদিকে আসচেন, ইনি বোধ হয় আপনাদের আরো অধিক সমাচার দিতে পারবেন্।

(তৃতীয় ভদ্রলোকের প্রবেশ।)

কি মহাশয়! এখন কিরূপ শুনে এলেন? যদিও সংবাদগুলি সত্য বলে গ্রহণ করা হোচ্চে, বর্ণিত ঘটনাগুলি এরূপ অদ্ভুত ও সেকেলে গল্পের মত, যে তাদের সত্যতায় বিশ্বাস কোত্তে সহজেই সন্দেহ হয়। আচ্ছা মহাশয়, মহারাজ কি সত্য সত্যই তাঁর উত্তরাধিকারিণীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন!

৩য় ভদ্র। যদি আনুষঙ্গিক ক্ষুদ্র বিষয়গুলি সত্য ঘটনার অঙ্গ হয়, তাহলে বর্ণিত বিষয়টী সম্পূর্ণ সত্য। এ সম্বন্ধে প্রমাণ গুলির এরূপ আশ্চর্য্য ঐক্য, যে শুন্‌লে আপনাকে দিব্য কোরে বোল্‌তে হবে যে বর্ণিত ঘটনাগুলি যেন আপনার চক্ষের সাম্‌নে উপস্থিত রোয়েছে। রাজ্ঞী তমালিনীর সেই মহামূল্য পরিচ্ছদ ও কণ্ঠমালা, তৎসঙ্গে প্রাপ্ত মন্ত্রী দেবদাসের লিপি, যাহা তাঁর স্বহস্ত-লিখিত বোলে সপ্রমাণ হোয়েছে, বালিকার মহিমা-মণ্ডিত মুখশ্রী, ও তাহার সহিত জননীর মুখের অদ্ভুত সাদৃশ্য, বালিকার যেরূপ শিক্ষা তা অপেক্ষা তার স্বভাবগত মহত্ত্ব প্রভৃতি আরো অনেক প্রমাণ পাওয়া গ্যাছে, যদ্দ্বারা বালিকা যে মহারাজেরি কন্যা তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। মহাশয় কি দুই রাজার পুনর্ম্মিলনের সময় উপস্থিত ছিলেন?

২য় ভদ্র। আজ্ঞে না মহাশয়।

৩য় ভদ্র। তাহোলে আপনি এক অপূর্ব্ব-দৃশ্যদর্শনে বঞ্চিত হোয়েছেন। সে দৃশ্য কেবল অবাক্ হোয়ে দেখ্‌তে হয়, ভাষা দ্বারা বর্ণনা কর্ত্তে পারা যায় না। সে সময়ে তাঁহাদের এক আনন্দ হোতে অপর আনন্দ উত্থিত হোয়ে এতদূর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোয়েছিল, যে হৃদয়ের আবেগে তাঁহাদের চক্ষু হোতে পুলকাশ্রুপাত হোতে

লাগলো, দেখে বোধ হোল বহুকালের পুরাতন শোক তাঁহাদের নিকট কেঁদে বিদায়গ্রহণ কচ্চে। তাঁহাদের ঊর্দ্ধদৃষ্টি, ঊর্দ্ধবাহু ও মুখশ্রী উন্মত্তের মত হওয়ায় এরূপ বিকৃতভাব ধারণ কোরেছিল যে বেশের প্রভেদ না থাক্‌লে কেবল মুখাকৃতি দেখে আর তাঁদের চেনবার উপায় ছিলনা। আমাদের মহারাজ কন্যারত্ন পুনঃপ্রাপ্ত হোয়ে আনন্দে নৃত্য কোত্তে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই সেই আনন্দ যেন শোকে পরিণত হোল। তখন তিনি "মাগো তোর জননী কোথায়" "তোর জননী কোথায়" বোলে পাগলের মত ক্রন্দন কোত্তে লাগ্‌লেন। পরক্ষণে সিংহলপতির নিকট ক্ষমাপ্রার্থণা, তার পরক্ষণে জামাতাকে আলিঙ্গন,—পরক্ষণেই আবার স্নেহপুত্তলি কন্যা-টীকে বাহু-পাশে আবদ্ধ কোরে যেন ব্যস্তপ্রায় কোরে তুল্‌লেন। বৃদ্ধরাখাল বহুকালের পুরাতন প্রস্তরমূর্ত্তির মত একটী পাশে জড়সড় হোয়ে দাঁড়িয়েছিল, মহারাজ তাহাকেও শত শত ধন্যবাদ দিতে লাগলেন। এমন অপূর্ব্ব পুনর্ম্মিলনের কথা কখন কর্ণগোচর হয় নাই। সে দৃশ্য বর্ণনা কোত্তে ভাষা নির্ব্বাক হয়ে, বর্ণনাশক্তি ও পরাভূত হোয়ে যায়।

২য় ভদ্র। আচ্ছা মহাশয়, অমাত্য দেবদাস যিনি শিশুকন্যাটীকে এখান হোতে লয়ে যান, তাঁর পরিণাম কি হোয়েছিল কিছু শুনেছেন ?

৩য় ভদ্র। সেও রূপকথার মত আশ্চর্য্য ঘটনা। কথা গুলি ঠিক বিশ্বাসযোগ্য না হোলে ও তাহা প্রকৃত বলিয়াই বোধ হয়। একটা ভল্লুক নখরাঘাতে দেহ ছিন্নভিন্ন কোরে তাঁর প্রাণ বিনাশ কোরেছে রাখালপুত্র নিজমুখে একথা ব্যক্ত কোরেছে। এসম্বন্ধে রাখালের সরলতাই যে একমাত্র

প্রমাণ তা'নয়, মন্ত্রী দেবদাসের অঙ্গুরী ও উত্তরীয়বস্ত্র যাহা মলিনাদেবী তাঁহার স্বামীর বোলে চিন্‌তে পেরেছেন, তদ্দ্বারাও যথেষ্ট প্রমাণিত হোচ্চে।

১ম ভদ্র। তাঁর পোতখানি ও অনুচরবর্গের কি হোল ?

২য় ভদ্র। যে সময়ে প্রভুর মৃত্যু হয়, তাঁহার অনুচর-বর্গ-সমেত পোত-খানিও সেই সময়ে সমুদ্রজলে নিমগ্ন হোয়ে গ্যাল বৃদ্ধ-রাখাল-পুত্র স্বচক্ষে তা'প্রত্যক্ষ কোরেছে। সুতরাং শিশুর আদিবৃত্তান্ত সম্বন্ধে যা কিছু প্রমাণ ছিল, রাখাল কর্ত্তৃক শিশুর প্রথম দর্শন কালেই সে সমস্ত প্রমাণ বিলুপ্ত হোয়ে গিয়াছিল। সে যাহা হোক মলিনাদেবীর মুখমণ্ডলে হর্ষবিষাদের কি অপরূপ সংগ্রামই প্রত্যক্ষ কোরলেম্! তাঁর একটী চক্ষু যেন স্বামিশোকে ম্রিয়মাণ, অপরটী দৈববাণীর সফলতায় আনন্দ বিস্ফারিত! তিনি রাজকুমারীকে ভূমি হোতে উত্তোলন কোরে এরূপ গাঢ় আলিঙ্গন কোরে রইলেন যে বোধ হোল পুনর্ব্বার হারাবার ভয়ে যেন তিনি তাকে হৃদয়ের সহিত গেঁথে রাখ্‌ছেন।

১ম ভদ্র। রাজা ও রাজকুমারগণ এই মহানাটকের অভিনায়ক, এ মহান্ দৃশ্যাভিনয় তাঁদেরই দর্শনের উপযুক্ত।

৩য় ভদ্র। সে যাহা হোক একটী দৃশ্য দেখে আমি চক্ষুঃজল সম্বরণ কোত্তে পারিনি। মহারাজ যখন মহিষীর মৃত্যুকাহিনী বর্ণনা কোরে অনুতপ্তভাবে বিলাপ কোরছিলেন, আর রাজকুমারী ম্রিয়মাণ হোয়ে একান্তমনে সেই সকল কথা শুন্‌ছিলেন, আমার তো বোধ হয় সেই চিত্রটী সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও অপরূপ। অবশেষে মর্ম্মপীড়িতা হোয়ে রাজকুমারী "মাগো" এই শব্দটী

উচ্চারণ কোরে যখন অশ্রুবিসর্জ্জন কোত্তে লাগ্‌লেন, বলিতে কি, আমার হৃদয় হোতেও তখন যেন শোনিতবর্ষণ হোতে লাগ্‌লো। অতি পাষাণহৃদয় ব্যক্তি ও যে তথায় উপস্থিত ছিল, তারো মুখ পর্য্যন্ত শোকে আচ্ছন্ন হোয়ে গ্যাল। কেহ কেহ মুর্চ্ছিত হোল, অপর সকলে হায় হায় কোরে সন্তপ্তভাবে বিলাপ কোত্তে লাগলো। যদি সমস্ত জগৎবাসী সে দৃশ্য দেখ্‌তো, আমার তো বোধ হয় সে শোকপ্রবাহে ত্রিসংসার প্লাবিত হোয়ে যেত।

১ম ভদ্র। তাঁরা কি সকলে রাজপুরীতে ফিরে এসেছেন?

৩য় ভদ্র। আজ্ঞে না। রাজকুমারী মলিনাদেবীর গৃহে রক্ষিত জননীর পাষাণমুর্ত্তির কথা শুনে সকলের সহিত তথায় গমন কোরেছেন। প্রতিমাখানি বহুবর্ষ ধোরে অবন্তীর প্রসিদ্ধ শিল্পকর বিশাখাদত্ত কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হোচ্ছিল, সম্প্রতি সম্পূর্ণ হোয়েছে। শিল্পীর অনুকরণক্ষমতা এরূপ অদ্ভুত যে যদি সে নিজে অমর হোত, এবং শিল্পকৌশলে প্রতিমায় প্রাণবায়ুসঞ্চালনে সক্ষম হোত, তাহোলে বিশ্বরচয়িত্রী প্রকৃতিদেবীকেও বোধ করি তাঁর চিরকীর্ত্তি হোতে বঞ্চিত হোতে হোত। সে রাজ্ঞী তমালিনীর অনুকরণে এরূপ আশ্চর্য্য তমালিনীমূর্ত্তি গঠন কোরেছে যে প্রতিমার সহিত সম্ভাষণ কোরে উত্তরের আশায় লোককে নাকি অপেক্ষা কোরে থাকৃতে হয়। তাই শুনে প্রাণের আবেগে সকলেই সেখানে যাত্রা কোরেছেন। শুনেছি অদ্যরাত্রে সকলের আহারাদি কার্য্য সেই খানেই সম্পন্ন হবে।

২য় ভদ্র। রাজ্ঞীর মৃত্যুর পর হোতেই মলিনাদেবী প্রত্যহ দুই তিন বার সেই নির্জ্জন একান্তবর্ত্তী ভবনে যাতায়াত কোরতেন'

তাহোতেই অনুমান হোয়েছিল তিনি নিশ্চয়ই তথায় কোন একটী বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। কি বলেন মহাশয়, আমাদেরও সেখানে গিয়ে এই আনন্দযজ্ঞে যোগদান কোরলে হয় না?

১ ভদ্র। তা কি আর জিজ্ঞাসা কোত্তে হয়। প্রবেশের সুযোগ থাকলে কে ইচ্ছা কোরে তথায় অনুপস্থিত থাক্‌বে। প্রত্যেক পলকে, প্রত্যেক নিমেষে তথায় নব নব সৌন্দর্য্যের বিকাশ হবে। অনুপস্থিত থাক্‌লে আমারই সে অমুল্য-জ্ঞানরত্নসঞ্চয়ে বঞ্চিত হব। আসুন মহাশয়, সকলে মিলে তথায় যাওয়া যাক্

(ভদ্রলোকগণের প্রস্থান।)

জগাই। এখন বুঝ্‌তে পাচ্চি বদমায়েস দুর্ণামটা না থাক্‌লে এ হিড়িকে বিলক্ষণ কিঞ্চিৎ লাভ কোরে নেওয়া যেত। বুড়ো আর তার বেটাকে আমিই রাজকুমারের জাহাজে তুলে দি, পুঁটলী ও অপরাপর জিনিষের কথা তাদের মুখে যা শুনেছিলুম তাও সমস্ত আমিই তাঁকে বলি। কিন্তু কুমারবাহাদুর আমার তখন রাখালকন্যা নিয়েই উন্মত্ত,—সে সময়ে রাজকুমারীকে তাঁর সেই রূপই ধারণা ছিল,—তাঁর রাখালকন্যা আবার তখন সামুদ্রিক পীড়ায় কাতর, নিজেও তদ্রূপ, তার উপর আবার কয়দিন ধোরে দেবতার দুর্যোগ, কাযেই নানারকম গোল মালে ভিতরের কথা অপ্রকাশ রোয়ে গেছ্‌লো। আমার দ্বারা কিন্তু এ সকল কথা প্রকাশ হওয়া না হওয়া দুইই সমান। আমার যে খোষনাম, তাতে গোপনীয় কথা গুলি আমার দ্বারা প্রকাশ হোলেও লোকে তা সহজে বিশ্বাস কোর্‌তো না।

(বৃদ্ধরাখাল ও গদাধরের প্রবেশ।)

এই যে, ইচ্ছা না থাকলে ও যাঁদের উপকার কোরে ফেলেচি, তাঁরাই যে এসে উপস্থিত। এরি মধ্যে যে এঁদের কপাল ফিরতে শুরু হোয়েচে তা এঁদের চেহারাতেই মালুম দিচ্চে।

বৃদ্ধ। আয় বাপ্ আয়, মোর তো আর বেটা হবার বয়েস নি, কিন্তু স্থাবতা বামুনির দোয়াতে তোর ছানা বাচ্ছারা এখন হতি সগ্‌গলেই বনেদি বড়নোক হবে।

গদা। এইঝে, স্থাকা হোল ভালই হোয়েছে। সেদিন বনেদি নই বলে মোর সাথে নড়ুই কত্তে আজি হওনি। এখন কি বলতি চাও? পোষাকডা দেখতি পাচ্চো তো? বল পাচ্চিনে। বল মুই একনো বনেদি হইনি, মোর এ পোষাকডাও বনেদি নয়, মুই মিথ্যেকথা বল্‌চি। আর বনেদি হইচি কিনা তাও নয় একবার পরকৃডা করি স্থাক।

জগাই। মশাই যে এখন বনেদি হোয়েচেন তাতো আমি দেখেই ঠাওর পেয়েছি।

গদা। এখন কি বলচো, চার ঘড়ি হোল হইচি।

বৃদ্ধ। তা বাপ মুইও তো হইচি।

গদা। তা বটে, কিন্তু মুই মোর বাপের এগোনে বোনেদি হইচি। আজপুত্তুর এগোনে এসে মোর হাত ধরলেন, মোরে সুমুন্দিভাই বোলে আদর করলেন। তার পর দুইআজাতে মোর বাপকে আসি ভাই বললেন। মোর আজকন্যে বোন আর মোর আজপুত্তুর বোনাই তার পরে মোর বাপ্‌কে বাবা বোলে ডাকুলেন। তাই শুনি মোরা দুজন তেই কান্‌তি জুড়ে দিনু। সেই ঝে চোকে পানি পড়লো, সেই হচ্চে মোদের পেরথম বোনেদি চোকের পানি।

বৃদ্ধ। বেচে থাকলি এমন পানি অনেক পড়বে বাপ।

গদা। পড়বে বইকি। মোরা ঝখন বড়নোক হইচি তখন না পড়লি চলবে কেন।

জগাই। হুজুরের কাছে এখন আমার জোড়হাতে এই নিবেদন যে হুজুরের চরণে যে সকল কসুর কোরেচি তা মাপ কোরতে, আর আমার মনিব কুমারবাহাদুরের কাছে আমার হোয়ে দুটে সুপারিস কোরে দিতে হুকুম হোয়ে যায়।

বৃদ্ধ। তাই করিস বাপ। মোরা একন ভদ্দরনোক হইচি, মোদের একন ভদ্দরআনা চালে চল্‌তি হবে।

গদা। তুই তোর বজ্জাতি ছাড়বি ত?

জগাই। আজ্ঞে হুজুরের যদি হুকুম হয় তো ছাড়তে হবে বইকি।

গদা। বেশ, মুই কিরে করি মোর বোনাইরি বল্‌বো ঝে মোদের এই মুলুকের মদ্দি তুই খুঁব খাঁটি মানুষ্।

বৃদ্ধ। কিরে কর্‌তি হয় না, সাদা কতায় বলিস্।

গদা। ভদ্দরনোক হইচি মুই সাদা কতায় বলবো? সাদা কতায় বলতি হয় তো চাষানোকে বলুক্‌গে, মুই কিরে করি বলবো।

বৃদ্ধ। আর কথাডা যদি মিথ্যে হয়?

গদা। ও ঝতই মিথ্যে হোগ্‌না, ভদ্দরনোক হলি স্যাঙ্গাতির খাতিরে কিরে কর্‌তি পারে। মুই কিরে কোরে মোর আজপুত্তুর বোনাইরি বল্‌বো তুই খুব জোয়ান জবরদস্ত, আর ন্যাশাখোর মানুষ নয়। কিন্তু মুই বেশ ঝানি তুই মোটেই জবরদস্ত নয়, আর খুব ন্যাশাখোর। তবুও মুই কিরে করি বল্‌বো। কিন্তু দেখিস্, এখন হতি খুব জবরদস্ত হতি চাস্।

জগাই। যে আজ্ঞা হুজুর, এখন হোতে ওই চেষ্টাই কোরবে।

গদা। হাঁ, যেমন করি হোক্ জবরদস্ত হওয়াই চাই। জবরদস্ত না হোয়ে কেমন করি তুই মদ মায়তি যাস্, মুইতো তা সমজ কোরে উঠ্‌তি পারিনা। নে ঐ শোন, মোদের দুই আজা কুটুম আর তেনাগার ছেলেপিলেরা আনিঠাকুরুণির ছবি দেখবার লেগে চোলেচে! তুই যাতি চাস্ তো মোদের পেছু পেছু আয়। মোরা মুরুব্বি হোয়ে তোরে সেহানে ঢুইকে নেব অকন।

(নিষ্ক্রান্ত।)

৩য় দৃশ্য—মলিনাদেবীর ভবনস্থিত চিত্রশালা।

(মহারাজ নীলকেতু, অজিৎসিংহ, নিহারকুমার, অশ্রুময়ী, মলিনা, সত্যব্রত, সদস্যও অনুচরবর্গের প্রবেশ।)

নীল। যথেষ্ঠ সান্ত্বনা লাভ করিয়াছি প্রাণে,
তোমার করুণাগুণে সাধ্বি! দয়াবতি!

মলিনা। কি কহেন রাজ্যেশ্বর! প্রিয়কার্য্য তব
করিতে এমন কিবা পারিয়াছি প্রভু,
হিতচিন্তা চিরদিন করিয়াছি বটে।
সেবাদান করিয়াছি যখনি চরণে,
পুরস্কার তখনি তো দিয়েছেন তার।
রাজ্যেশ্বর-বৈবাহিক, কন্যা-জামাতারে
সঙ্গে লয়ে দয়া করি আছ প্রতিশ্রুত
করিবারে পদার্পণ দাসীর কুটিরে,
এই মাত্র কৃপা বাকি আছে নরনাথ!

এই কৃপাঋণ তব পরিশোধ দিতে
হয়তো না কুলাইবে এ জীবনে আর।

নীল। কৃপা সখি, ক্লেশদান তোমারে কেবল।
এসেছি হেরিতে মম পাষাণপ্রতিমা
স্বর্গগতা মহিষার। দেখিনু ভ্রমিয়া
চিত্রশালা মাঝে তব, বিচিত্র, অদ্ভুত
বস্তুরাজি নানাবিধ হেরিয়া তথায়
তুষ্টিলাভ না কোরেছি নহেক এমন।
কিন্তু যাহা আসিয়াছে হেরিতে হেথায়
কন্যা মোর—জননীর প্রতিমূর্ত্তি তার,—
কই তাহা? তাহা তো না পাইনু দেখিতে।

মলিনা। মহারাজ! রাজ্ঞী তব জীবন্তে যেমন
আছিলেন রূপে গুণে তুলনারহিত
তেমতি সে প্রাণহীনা প্রতিমূর্ত্তি তাঁর
শ্রেষ্ঠ সকলের হোতে, তাই ভিন্ন করি
অন্য সমুদয় হোতে রেখেছি নির্জ্জনে।
এই সে প্রতিমা প্রভু! সম্মুখে তোমার।
দেখচাহি, শান্তিময়ী সুষুপ্তি যেমন
হাসে তার প্রতিরূপ মৃত্যুরে নেহারি,
সেইরূপ এ প্রতিমা জীবন্তের মত
জীবিতেরে উপহাস করিছে কেমন!
দেখ নিরখিয়া প্রভু! বলুন দেখিয়া
হইয়াছে প্রতিকৃতি কেমন সুন্দর!

(মলিনার যবনিকা উত্তোলন ও পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় অবস্থিতা তমালিনীকে প্রদর্শন।)

স্তব্ধ সবে!—ইহাতেই হোতেছে প্রকাশ
কতদূর চমৎকৃত হোয়েছেন সবে!
নহে অসঙ্গত ইহা। তথাপি সকলে
সভামাঝে একেবারে না রহ নির্ব্বাক।
মহারাজ। আপনিই বলুন প্রথমে
হয় নাই প্রতিকৃতিপ্রায় সেইমত?

নীল। অবিকল! স্বাভাবিক ভঙ্গী এ তাহার!
তিরস্কার কর মোরে হে পাষাণপ্রিয়ে!
পারি যাহে অনায়াসে করিতে নিশ্চয়
সত্য মোর প্রাণেশ্বরী তমালিনী তুমি।
কিম্বা নাহি তিরস্কার করিলে যখন
বুঝিতেছি সেই তুমি বটে গো নিশ্চয়।
শৈশব, সুষমা সম অতীব কোমল
ছিল যে হৃদয় তার; সেকি প্রাণ ধরি
পারে মোরে তিরস্কার করিতে কখন?
তবু সখি! মনে হয় এত রেখাঙ্কিত
ছিলনা তো প্রাণেশ্বরী তমালিনী মোর;
অথবা দেখিতে হেন বয়সে প্রবীণা
দেখাইছে যেইরূপ প্রতিমায় তব।

আঙ্গিৎ। কই তো অধিক নয়।

মলিনা। ইহাই তো শিল্পিকের গঠনচাতুরী।
কোরেছে সে এই ভাবে প্রতিমা গঠন

ষষ্ঠদশ বর্ষ পরে রহিলে জীবিত
আজি ঠিক্ যেইমত দেখাইত তাঁরে।

নীল। এই মত দেখাইত থাকিলে সে আজি
ইহাতেই প্রাণে মোর যা কিছু সান্ত্বনা।
কিন্তু আজি যেই ভাবে নেহারি ইহারে
তাহে শোকে মর্ম্মচ্ছেদ হোতেছে আমার।
ওহো! মনে পড়ে মোর প্রথম যেদিন
গিয়াছিনু করিবারে প্রেমসম্ভাষণ
প্রিয়াসনে, দাড়াইয়া ছিল চন্দ্রাননী
এইমত; এইমত মহিমাশালিনী,
ফুল্ল, তপ্তপ্রাণময়ী জীবন্তপ্রতিমা,
আজি যথা প্রাণহীন মলিনবদনে
হিমাঙ্গ পাষাণদেহে নীরবে দাঁড়ায়ে!
ছিছি মরমের ব্যথা কহিব কাহারে।
পাষাণো কি মোরে নাহি দিতেছে গঞ্জনা
উহা হোতে বলি মোরে অধিক পাষাণ?
হে দেবি পাষাণময়ি! বলগো তোমার
কি কুহক আছে ঐ মনোমদ রূপে,
দুঃখময় পূর্ব্বস্মৃতি জাগায়েছ যাহে
হৃদয়কাননে মোর! তনয়ারে তব
স্পন্দহীন, বিমোহিত, আত্মহারা করি
নিশ্চল পাষাণপ্রায় রেখেছ সম্মুখে!

অশ্রু। দেহ অনুমতি সবে, নাহি উপহাস
কর কেহ দুঃখিনীরে জ্ঞানহীনা বলি,

ভূমে লুটি মাতৃপদ করিব অর্চ্চনা,
মাগি লব আশীর্ব্বাদ জননীচরণে।
মা আমার পুণ্যবতি! দেবি! রাজ্যেশ্বরি!
সাঙ্গ কোরে গেছ লীলা ইহলোক হোতে
সবে মাত্র অভাগীর আরম্ভ যখন;
দয়া করি অনুমতি দেমা দুঃখিনীরে
ও করকমলে তব চুম্বিতে জননি!

মলিনা। ও কি কর, ধৈর্য্য ধর, স্থির হও বালা।
দেখিছ না এ প্রতিমা নবঅধিষ্ঠিত,
নহে শুষ্ক বর্ণলেখা এখনো পাষাণে।

সত্য। মহারাজ! দেখিতেছি বড়ই বিষম
বসিয়াছে শোকমূল প্রাণে আপনার।
ষোড়শ হেমন্ত গত তথাপি সরস,
ষোড়শ নিদাঘ-তাপে নারিল শুখাতে!
না হেরি হরষ কভু হেন দীর্ঘস্থায়ী,
নাহি শোক এসংসারে নাহি যার লয়
ইহা হোতে স্বল্পকালে আপনা হইতে।

আজিং। প্রিয়তম! এ শোকের কারণ যে জন
দেহ ভাই সে অধমে সাধ্যমত তার
অংশ তব এ শোকের করিতে বহন।

মলিনা। মহারাজ! পূর্ব্বে হোতে জানিতাম যদি
প্রাণ তব এই তুচ্ছ শিলামূর্ত্তি হেরি
হইবে কাতর এত, এ মূর্ত্তি আমার
কভু নাহি আপনারে দিতাম দেখিতে।

নীল। রহ, রহ, যবনিকা না কর নিক্ষেপ।
মলিনা। না না প্রভু! দরশনে কায নাই আর।
কি জানি কল্পনা-ঘোরে যদি আপনার
ভ্রম হয় প্রতিমারে সচল বলিয়া!
নীল। হয় যদি, তাই হোক, ক্ষতি কিবা তায়।
হায়! নাহি মরিলাম কেন সে সময়!
কিন্তু ইতিমধ্যে যেন—কেরে শিল্পীবর
গড়িল এ মোহময়ী অদ্ভুত প্রতিমা! —
মহারাজ! দেখ, দেখ, মনে বোধতব
হয় নাকি মূর্ত্তি যেন ফেলিছে নিঃশ্বাস?
'আর ওই শিরামাঝে বাস্তবিক যেন
তরল শোণিতস্রোত বহিছে উহার।
আজিও। গড়িয়াছে চমৎকার! মনে হয় যেন
তপ্ত আভা জীবনের ভাতিছে অধরে!
নীল। স্থির আঁখি তবু যেন ঈষৎ চঞ্চল।
শিলামূর্ত্তি চাহি যেন আমাদের পানে
কটাক্ষেতে উপহাস করিছে সবারে!
মলিনা। আর নহে, যবনিকা করিব ক্ষেপণ।
যেইমত আত্মহারা নেহারি প্রভুরে,
তাহে প্রতিমারে মনে হয়তো এখনি
জীবিত বলিয়া ভ্রম হইবে উঁহার।
নীল। কর তাই দয়াবতি, এই ভ্রম যাহে
রহে মোর অবিরত বিংশতি বৎসর।
যে সুখ সে মধুময় মানসবিকারে,

সহজ-ইন্দ্রিয়-জাত ইহসংসারের
সুখরাশি অতি তুচ্ছ তার তুলনায়!
থাক্ থাক, ওইমত দেহ রহিবারে।

মলিনা। মহারাজ! আপনারে উত্তেজিত করি
মনে অতিশয় ক্লেশ হোতেছে আমার।
পারি প্রভু! মনে ইচ্ছা এখনো করিলে
ইহা হোতে আরো দুঃখ দিতে আপনারে।

নীল। পার যদি, তবে তাই দেহ গুণবতি।
এ দুঃখ তো সুধাজ্ঞান হোতেছে আমার।
ক্ষণে ক্ষণে তবু মনে হোতেছে এখনো
আসিছে নিশ্বাসবায়ু যেন মূর্ত্তি হোতে!
মায়াময়ি! সে অপূর্ব্ব খনিত্র কোথায়
মানবের প্রাণবায়ু যাহে খোদা যায়?
সভ্যগণ! উপহাস নাহি কর মোরে
আমি প্রতিমার মুখে করিব চুম্বন।

মলিনা। না, না, প্রভু! হেন কার্য্য না কর কদাপি।
রঞ্জিত লোহিতরাগে প্রতিমাঅধর
আছে সিক্ত, এ সময়ে করিলে চুম্বন
হবে নষ্ট চিরতরে সুষমা উহার,
লাভে হোতে ওষ্ঠাধর শুধু আপনার
হবে মাত্র কলুষিত তৈলময় রাগে।
করি তবে মহারাজ মূর্ত্তি আবরণ?

নীল। না, না, না, বিংশতিবর্ষ নহেত এখন।

অশ্রু। আমিও গো ততকাল রহিব দাঁড়ায়ে

চাহি চাতকীর মত প্রতিমার পানে।

মলিনা। মহারাজ! এক কথা করি নিবেদন।
হয় ক্ষান্ত একেবারে দিয়া এই কাযে
এই দণ্ডে হেথা হোতে করুন প্রস্থান;
নহে যদি, দৃঢ়মন করুন হেরিতে
ইহা হোতে আরো কিছু আশ্চর্য্য ঘটনা।
ধৈর্য্য যদি মহারাজ! পারেন ধরিতে,
প্রতিমারে বাস্তবিক করিয়া সচলা
বেদী হোতে ভূমিতলে আনি তব পাশে
জীবিতের মত তব ধরাইব করে!
কিন্তু তা হইলে মনে ভাবিবা আপনি
দুষ্ট পৈশাচিক শক্তি সহায় আমার।
কিন্তু তাহা মহারাজ নহে বাস্তবিক
সত্য করি আপনারে কহিতেছি আমি।

নীল। যাহা কিছু প্রতিমারে করাইবে তুমি
হেরিব নিশ্চল ভাবে। যাহা বলাইবে
ধীরভাবে কর্ণ পাতি শুনিব শ্রবণে।
চলিবারে শক্তিদান সুসাধ্য যাহার
বাক্যদান তার পক্ষে নহে অসম্ভব।

মলিনা। চাহি ইথে সবাকার বিশ্বাস কেবল।
তবে স্থির হোয়ে সবে থাকুন এক্ষণে।
আর যাঁরা ভাবিছেন অবিহিত ক্রিয়া
করিতেছি অনুষ্ঠান, তাঁহারা কেবল
হেথা হোতে অবিলম্বে করুন প্রস্থান।

নীল। ক্রিয়ারম্ভ অবিলম্বে কর গুণবতি!
পদমাত্র এ সভায় কেহ না নড়িবে।
মলিনা। কর তবে মন্ত্রগান। বেণুবীণারবে
প্রতিমার উদ্বোধন করহ সঙ্গীতে।

(সঙ্গীত।)

অবতীর্ণা হও দেবি! হোয়েছে সময়।
না রহ পাষাণী আর। ত্যজি জড়ভাব
এস চলি সকলেরে করিয়া স্তম্ভিত।
নাহি চিন্তা কর সখি! প্রেতনিকেতনে
আমি তব শূন্যস্থান করিব পূরণ।
এস দিয়া মৃত্যুঘোর মৃত্যুরে ফিরায়ে।
এস,—এস চলি, এস সত্বর নামিয়া।
জাননা কি প্রাণসখি! জীবশক্তিবলে
কালগ্রাস হোতে তব হইল উদ্ধার!
দেখিছেন শিলামূর্ত্তি হোয়েছে চঞ্চল।

(তমালিনীর অবতরণ)

ওকি! চমকিত না হইবা রাজন্!
শুনিলা তো মন্ত্র মোর। পবিত্র নির্দ্দোষ
মন্ত্রবাণী যেইমত শুনিলা আমার,
এই প্রতিমার মম কার্য্য আচরণ
দেখিবেন সেইমত হইবে সকলি।
কদাপি না পরিহার করহ ইহারে
পুনর্ম্মৃত্যু যতক্ষণ না হের ইহার।
কর যদি, পুনর্ব্বার নারীহত্যাপাপে

হতে হবে কলঙ্কিত জানিও তোমায়।
ওকি প্রভু! প্রসারিয়া দেহ কর তব।
আছিলেন প্রিয়া তব তরুণী যখন
প্রেমআশে গিয়াছিলে সাধিতে হঁহারে;
এখন কি মহারাজ! প্রবীণবয়সে
প্রেমআশে প্রেমময়ী সাধিবে তোমায়?

নীল। ওহো! এযে প্রতিমারে উষ্ণকায় হেরি!
ইহা যদি হোয়ে থাকে দুষ্টবিদ্যা হোতে,
হোক্ তাহা আজি হোতে অবাধে চলিত
রাজ্যে মোর, এ সংসারে ভোজন যেমন।

অজিৎ। হের রামা আলিঙ্গন কোরেছে নরেশে।

সত্য। গলদেশ বাহুপাশে কোরেছে বেষ্টন।
যদি বামা বাস্তবিক পেয়েছে জীবন,
বাক্যালাপ অবশ্যই পারে তো করিতে।

অজিৎ। আরো পারে ইহাও তো করিতে প্রকাশ
এতদিন অবস্থিতি করিল কোথায়;
কেমনে বা লুকাইয়া মৃত্যুপুরী হোতে
নরলোকে পুনর্ব্বার এল পলাইয়া।

মলিনা। সভ্যগণ! বাস্তবিক জীবিত যে ইনি
কহি যদি, পুরাতন উপকথা-প্রায়
বাক্যে মোর অবিশ্বাস করিবা সকলে;
তথাপি হেরিলে এঁরে জীবন্তই বলি
হয় জ্ঞান, বাক্য নাহি যদিও বদনে।
ভালরূপে নিরখিয়া দেখ দেখি সবে।

এস তো মা সুকুমারি! নতজানু হোয়ে
মাগ আশীর্ব্বাদ তব জননীর পদে।
চেয়ে দেখ প্রাণসখি! এতকাল পরে
হারানিধি আমাদের আসিয়াছে ফিরে।

তমা। পুণ্য-দিব্যলোকবাসী অমরমণ্ডল!
চাহ ফিরে দয়া করি অভাগীর পানে।
লয়ে শান্তিবারি দিব্যকমণ্ডলু হোতে
বরিষ অশীষ মম তনয়ার শিরে!
বল্ মোরে মা আমার দুখিনীরে ভুলে
কার কাছে এতদিন ছিলি মা জননি!
কে করিল তোরে মাগো লালন পালন?
কেমনে মা বল মোরে করিয়া সন্ধান
আসিলি গো পুনর্ব্বার জনকের পুরে?
শুনিতে পাইবি পরে মলিনার মুখে
শুনি প্রভু বিশ্বনাথ প্রত্যাদেশছলে
দিয়াছেন আশা তুই আছিস্ জীবিত,
আমি মাগো কোনমতে আছি প্রাণ ধোরে
দেববাক্যপরিণাম হেরিতে কেবল!

মলিনা। আছে দেবি সে কথার যথেষ্ট সময়,
নাহি কায এ সময় কথা বিস্তারিয়া।
কি জানি যদ্যপি লোকে বুঝিয়া সুযোগ
নানা কথা উত্থাপন করি তব মত
সাধে বাদ এ সময় আনন্দে তোমার।
মিটিয়াছে মনসাধ, লভিয়াছ সবে

যে যার প্রাণের নিধি। আনন্দে সকলে
যাও ঘরে ভাগ্যবান্ ভাগ্যবতীগণ ;
মহোৎসব কর গিয়া, আমোদ উল্লাস
মনোসুখে পরস্পরে কর বিতরণ।
আমি বৃদ্ধা, পতিহারা, দীনা কপোতিনী
উড়িয়া যাইব কোন শুষ্কতরুশাখে,
বসি তথা প্রাণ খুলে করিব রোদন
পতি তরে, দেহপাত নহে যতদিন।

নীলা। শান্ত হও সতি! আর কোরনা বিলাপ।
পতি তব দয়াশীল, সাধু, সদাশয়,
ত্যজি প্রাণ পর তরে গিয়াছেন চলি
চিরানন্দময় ধামে, সেই খানে তব
দেখা দেবি পুনর্ব্বার হবে তাঁর সনে।
মোর হারানিধি তুমি দিয়াছ যেমন,
ভগবান্ সেইমত দিবেন তোমারে।
আর কেন, হেথা হোতে চল যাই সবে।
ওকি প্রিয়ে! মুখ তুলে চাহ এইদিকে
ভ্রাতা আজিতের পানে। পবিত্র নিষ্পাপ
দৃষ্টি মাঝে তোমাদের সন্দেহঅনল
জ্বালি অপরাধী হোয়ে আছি দোঁহাপাশে,
কর ক্ষমা সে কারণ উভয়ে আমায়।
এই আদরের ধন সিংহলকুমার
জামাতা তোমার দেবি! সুতা সনে তব

সত্যে বদ্ধ লীলাময় বিধির বিধানে।
চল সখি! হেন স্থানে লয়ে আমা সবে,
বসি যথা ধীরভাবে অবকাশমত
পারি মোরা জিজ্ঞাসিতে, করিতে উত্তর
পরস্পরে, প্রতিজনে কি কার্য্য করিল
এ দীর্ঘ-বিচ্ছেদকালে, যবে হোতে মোরা
বিচ্ছিন্ন হইনু সবে পরস্পর হোতে।
চল শীঘ্র হেথা হোতে পথ দেখাইয়া।

(প্রস্থান।)

সমাপ্ত।

4. 483

COMPLETED
30 JAN 1917

EYRE &
SPOTTISWOODE, LTD.
Bookbinders,
EAST HARDING ST.
LONDON.